ইহলোক ও পরলোক

সূচনা

(১)

আত্মা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান লোকের মতামত

জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্মমত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, প্রত্যেক মানবের জড়দেহের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম-দেহধারী এমন একটা জিনিস আছে যাহা অমর, যাহার বিনাশ নাই। এই অমর জিনিসকে 'আত্মা' বলা হয়।

কোনও ধর্ম্মই আত্মার অমরত্ব বিষয়ে সন্দেহ করে না। তবে দেহত্যাগের পর আত্মার পরিণতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধেরা বলে, মানবের মৃত্যুর পর অপরিতৃপ্ত বাসনাসকল আত্মার সঙ্গে-সঙ্গে পরপারে যায় এবং সেখানেও যদি এই সকল বাসনার বিনাশ না হয় তাহা হইলে আত্মাকে অপর জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ সকল বাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে হয়। এই সকল আত্মা মৃত্যুর পর ও পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বে যে লোকে থাকে তাহাকে

ইহলোক ও পরলোক

সূচনা

(১)

আত্মা সম্বন্ধে প্রধান প্রধান লোকের মতামত

জগতের সমস্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্মমত একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে, প্রত্যেক মানবের জড়দেহের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম-দেহধারী এমন একটা জিনিস আছে যাহা অমর, যাহার বিনাশ নাই। এই অমর জিনিসকে 'আত্মা' বলা হয়।

কোনও ধর্ম্মই আত্মার অমরত্ব বিষয়ে সন্দেহ করে না। তবে দেহত্যাগের পর আত্মার পরিণতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধেরা বলে, মানবের মৃত্যুর পর অপরিতৃপ্ত বাসনাসকল আত্মার সঙ্গে-সঙ্গে পরপারে যায় এবং সেখানেও যদি এই সকল বাসনার বিনাশ না হয় তাহা হইলে আত্মাকে অপর জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ সকল বাসনার তৃপ্তিসাধন করিতে হয়। এই সকল আত্মা মৃত্যুর পর ও পুনর্জ্জন্মের পূর্ব্বে যে লোকে থাকে তাহাকে প্রেতলোক বলা হয়।

যে সকল আত্মা বাসনাশূন্য হইয়া ওপারে যায় তাহ
অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রেতলোক ত্যাগ করিয়া উচ্চ
লোকে প্রস্থান করে। অবশ্য এ প্রকার আত্মার সং
অত্যন্ত কম।

উপরে আমরা অতি সংক্ষেপে যাহা বলিলাম ত
যে শুধু শাস্ত্রের কথা তাহা নয়। আমরা পরলোকগত আত্ম
নিকট হইতেও ঠিক ঐ ভাবের কথা জ্ঞাত হইয়াছি
আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, যদি কেহ অভিজ্ঞ গুর
সাহায্যে পরলোক-তত্ত্ব আলোচনা করেন তিনিও পরলোকগ
আত্মার সহিত ইচ্ছামত ভাবের আদান প্রদান করিতে পা
ও পরলোক সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জ্ঞাত হইতে পারেন।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা স্বচ
না দেখিলে কোনও অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনায় বিশ্বাস করেন ন
অথচ অন্য কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছে বলিলে হাসিয়া উড়াই
দেন। এইখানে আমি নিজের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর
আবশ্যক মনে করিতেছি। কারণ, আমিও গোড়ায় গোঁড়
নাস্তিক ছিলাম।

আমি যখন পুরাতন কুইন্স কলেজে (Benares) পড়ি
তখন সুপ্রসিদ্ধ ভিনিস্ সাহেব আমাদের অধ্যাপক। তিনি
পরলোক সম্বন্ধে যথাসাধ্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন
এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন যে, পরলোকগত আত্মাকে
অনায়াসে ইহলোকে ফিরাইয়া আনা যায় এবং আমরা ইচ্ছামত

তাহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে' পারি। তিনি সময় পাইলেই আমাদিগকে পরলোক সম্বন্ধে নানা প্রকারের সংবাদ দিতেন। একবার নিজের বাংলায় পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক অকাট্য প্রমাণ দিলেন (ইহার বিশেষ বর্ণনা আমার "**মৃত্যুর পর**" নামক অন্য পুস্তকে দিয়াছি)। ভিনিস্ সাহেবের সহিত সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে আমি পরলোক সম্বন্ধে কোনও কথা একেবারে বিশ্বাস করিতাম না। এমন কি, যদি কেহ বলিত 'অমুক দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করেন, তুমি ত' কোন্ ছার,' আমি বলিতাম 'দেখ সে দেশ-প্রসিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু দেবতা নয়। সে প্রসিদ্ধ বলিয়াই যে তাহার সব মত বেদবাক্য মনে করিতে হইবে ইহা নিতান্ত গায়ের জোরের কথা।'

কিন্তু ভিনিস্ সাহেবের অনুগ্রহে আমার সেই 'হামবড়া' ভাব শীঘ্রই দূর হইল। ইহার ফল এই হইল যে, আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল আমি এই প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিতেছি এবং যে ভাবে ইহার অনুসন্ধান চলিতেছে এবং ইহার বিষয়ে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে আমার মনে হয় শীঘ্রই এমন দিন আসিবে যখন ঘরে ঘরে ইহার আলোচনা আরম্ভ হইবে।

এই জগতে মানুষের নিকট মৃত্যুচিন্তাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর নামে আমরা যে প্রকার অভিভূত হইয়া পড়ি, ততদূর আর কোনও কথায় হই না।

ইহার একমাত্র কারণ এই যে, আমরা মৃত্যুকে সর্ব্ব রহস্যময় মনে করি। সাধারণতঃ আমরা জানি না পর কি হয়। আমরা দেখি মৃত্যুর পর কেহ ফেরে না। জগতের প্রায় সমস্ত ধর্ম্মপুস্তকে বলা হয় যে, যাহারা করে তাহাদের মৃত্যুর পর অতি ভীষণ নরক-যন্ত্রণা (করিতে হয়,—উহা এমন ভাবে চিত্রিত হয় যে, উহাতে পায় না এমন লোক অতি বিরল।

কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার নব্য প্রেততত্ত্ব আলো সমিতি এখন সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণ করিয়াছে করিতেছেন যে, মরণের পর নরক-কাহিনী সম্পূর্ণ অল মৃত্যুর পর আমরা ওপারে ঠিক এপারেরই মত বাস ব শুধু জড়দেহ থাকে না বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যাদি ে করিতে পারি না। যাহার এপারে বাসনাসকল তৃপ্তি পায় ন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বাসনা ওপারে যায়। ওপা জড়দেহ না থাকাতে ঐ সকল বাসনার ওপারেও তৃপ্তি হয় এবং সেইজন্য মনে মনে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এক হিসাবে ইহাই ওপারের নরক-যন্ত্রণা।

মৃত্যুর পর আমরা আত্মাকে ইচ্ছামত এপারে আহ্বা করিতে পারি, তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারি, এম কি, তাহাকে দেখিতে পর্য্যন্ত সমর্থ হই। আমাদের এ কথ আরব্য উপন্যাস নয়। ইহার অনেক চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত আমর এই পুস্তকে যথাস্থানে বিবৃত করিব।

ইহা যদি আমরা সকলে জানিতে পারি যে, মৃত্যুর পর আমাদের জড়দেহ নষ্ট হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না এবং জড়দেহ না থাকাতে আমরা ওপারে—এপারের বহুবিধ ক্লেশ ও অসুবিধা হইতে মুক্তিলাভ করিব, তাহা হইলে মৃত্যু হইতে আর আমরা বিন্দুমাত্র ভীত হইব না। ইহা উপস্থিত হইলে আমরা ইহাকে আদরের সহিত বরণ করিয়া লইব।

মৃত্যু সম্বন্ধে যাহাতে সকলের মনেই এই প্রকার ধারণা হয়, সেই উদ্দেশ্যেই আজ আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের নিবেদন যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের কাহিনীর বিচার করিবেন।

(২)

যিশুখ্রীষ্ট একজন যুগাবতার। তাঁহার ধর্ম্মমত আজ সভ্যতম জগতের কোটি কোটি লোক মান্য করিতেছে। তিনি যে মহামানব ছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। এই যিশু আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর তিনদিন পরে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আত্মা তাঁহার শিষ্যগণের নিকট প্রকাশ পাইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে বেশ স্পষ্ট জানা যায় যে, মৃত্যুর পর সময়ে সময়ে আত্মা যে আবার ইহলোকে ফিরিয়া আসিতে পারে ইহা তিনি জানিতেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মে মৃত্যুকে 'ইন্তেকাল' বলে। এই শব্দের

অর্থ 'পরিবর্ত্তন'। এই মতে আত্মার নাশ হয় না। কোরাণ শরীফের এক স্থানে আছে "আমরা এ জগতে খেলনার মত সৃষ্ট হই নাই। তোমাদের দেহত্যাগের পর অনন্ত জীবন আরম্ভ হইবে।" (২৩ অধ্যায়, ১১৫)।

অন্যত্র, "মানুষের কর্ম্মফল তাহাকে কখনও ত্যাগ করে না। চরম বিচারের দিন (Day of Judgment) এ সকল কর্ম্মফল ঈশ্বরের নিকট পঠিত হইবে।" (১৭ অধ্যায়, ১৪)।

অন্যত্র, "তোমাদের বাসনা ও রিপুগুলি সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে যাইবে। যদি তোমাদের দিব্যদৃষ্টি থাকিত তবে তোমরা দেখিতে—ওপারে কুকর্ম্মের কি ফল হয়।" (১০২ অধ্যায়)।

ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, আত্মা যে অমর ইহা ইস্‌লাম অতি পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মে কর্ম্মফলকে এতদূর প্রাধান্য দেও হইয়াছে যে বৌদ্ধেরা, ঈশ্বর আছে কি নাই, সে বিষয়ে অ ন্ধান করা প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহারা বলে, কেহ যদি পাপ-কার্য্য করে, তাহাকে তাহার জন্য শাস্তি পাইতেই হইবে, ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

যাহারা কর্ম্মকে এমন ভাবে দেখে, তাহারা যে আত্মার অমরত্ব ও জন্মবাদ মানিবে ইহা ত' অত্যন্ত সোজা কথা। এই-খানে বলিয়া রাখি যে, বৌদ্ধধর্ম্মের এই কর্ম্মযোগ আমাদের হিন্দুধর্ম্মেরই এক শাখা। প্রভেদ এই যে, আমরা বলি

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি থাকিলে এবং নিঃস্বার্থ ভাবে ভাল কাজ করিলে ও পাপ করিয়া প্রকৃত অনুতাপ করিলে মন্দকর্ম্মের ফল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। বৌদ্ধেরা তাহা স্বীকার করে না।

আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের অনেকের মতে গীতা এ যুগের মহাবেদ। দেখা যাউক, আত্মার বিষয়ে গীতার কি মত। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে,

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

অর্থাৎ আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জন্মগ্রহণ না করিয়াও ইহার অস্তিত্ব থাকে। এ সর্ব্বদাই আছে, ইহা জন্মরহিত, নিত্য এবং প্রাচীন। শরীর নষ্ট হইলেও ইহার নাশ হয় না।

আধুনিক যুগের পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম শুনেন নাই এমন লোক বাংলাদেশে অধিক নাই বলিয়াই মনে হয়। সাত্ত্বিক জগতে ইঁহাদের মত অগ্রসর হইয়াছেন এমন আর একটি লোক শুধু বাংলাদেশে কেন, বোধ হয় জগতে নাই। ইঁহারা সকলেই বলিতেন যে, প্রয়োজন হইলে পরলোকগত আত্মাকে আমরা অনায়াসে ইহলোকে

আনিতে পারি। গোস্বামীজি নিজের আত্মাকে জড়দেহ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যাইতে পারিতেন। এ প্রকারের একটি ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমি "**মৃত্যুর পর**" নামক পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি।

উপরে আমরা সংক্ষেপে যাহা বিবৃত করিলাম, তাহাতে বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আত্মা অমর—ইহা পৃথিবীর তিনটি সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই। আমরা এই পুস্তকে দেখাইব যে, আত্মা যে অমর ইহা আমরা সকলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

প্রথম ভাগ

(ইংলণ্ডে)

ইহলোক ও পরলোক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গোড়ার কথা

কাশী কুইন্স কলেজের অধ্যাপক ভিনিস্ সাহেব আমার জীবনের গতি কিভাবে ভিন্ন পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহা আমি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। তাঁহার সেই কৃপার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই আদর্শ শিক্ষক শুধু যে পাঠ্যাবস্থায় আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতেন তাহা নয়। তিনি পেন্সন্ লইবার পরও পত্রের দ্বারা আমাকে এই বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। তিনি আমাকে কয়েকবার লিখিয়াছিলেন যে, আমি যেন একবার বিলাত যাই; কারণ, তাহা হইলে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে, প্রেততত্ত্ব আজকাল কি প্রকার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অধীত হইতেছে।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার জীবদ্দশায় আমি বিলাত যাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। তাহা যদি পারিতাম, তাহা হইলে তিনি যে নানা প্রকারে আমাকে সাহায্য করিতেন তাহা তিনি নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন।

কলেজ ছাড়িবার পরই আমাকে চাকুরী উপলক্ষে বর্ম্মা যাইতে হয়। ইহা বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগের

কথা। তখন বর্ম্মায় প্রেততত্ত্ব আলোচনার কোনও প্রকার সুবিধা ছিল না। কিন্তু আমি শুনিয়াছিলাম যে, ফুঙিদের (বৌদ্ধসন্ন্যাসী) কেহ কেহ প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহারা ঐ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। আমার বর্ম্মা প্রবাসের প্রায় সমস্ত অংশ বর্ম্মার একেবারে উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে কাটিয়াছিল। সেখানে আমার সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকজন জ্ঞানী ফুঙির সহিত আলাপ হইয়াছিল (ইহার ফল আমি আমার **"মৃত্যুর পর"** নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছি) কিন্তু তাঁহারা বোধ হয়, আমি ভারতবাসী হিন্দু বলিয়া, আমাকে পরলোক ও আত্মা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে চাহিতেন না। কিন্তু এ কথা তাঁহারা বারংবার বলিতেন যে, পরলোকগত আত্মাকে যে শুধু ইহলোকে আহ্বান করা যায় তাহা নয়, তাহার দ্বারা অনেক সময় দুঃসাধ্য কাজও করাইয়া লওয়া যায়। এই ফুঙিরা আমাকে এমন কয়েকটি ঘটনা দেখাইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা যে কোনও কোনও বিষয়ে অলৌকিক ক্ষমতাধারী, তাহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ইহার পর আমি চাকুরী উপলক্ষে পঞ্জাবে গমন করি। সে সময় ঐ স্থানে পরলোক-তত্ত্বের আলোচনা একেবারে ছিল না বলিয়াই মনে হয়। লাহোর, অমৃতসহর, মূলতান, ডেরা ইসমাইল খাঁ, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানে ঐ বিষয়ে আমি যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু সফল মনোরথ হইতে পারি নাই।

ইহার পর যুক্তপ্রদেশে উপস্থিত হই। ঠিক ঐ সময় আমাকে কয়েক মাসের জন্য কলিকাতায় যাইতে হয়। তখন বাগবাজারে ঘোষদের বাড়ীতে পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইত। Spiritual Magazine নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রও তাঁহারা প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের দুইটি বৈঠকে (seance) আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁহাদের আত্মা আহ্বান করিবার প্রণালী দেখিয়া আমি বহু-দিন পূর্ব্বে ভিনিস্ সাহেবের বাংলায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই মনে পড়িল ("মৃত্যুর পর" পুস্তক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ প্রণালীকে আমি ঠিক বিজ্ঞানসম্মত বলিতে পারিলাম না।

কলেজ ছাড়িবার পর হইতে আমার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা প্রকার ঘটনাচক্রে সে বাসনা এ পর্য্যন্ত পূর্ণ হইবার অবসর হয় নাই। তখন সুপ্রসিদ্ধ কনন ডয়ল (Conon Doyle) সাহেব জীবিত। প্রায় এক বৎসর হইতে আমি তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছিলাম। আমার কলিকাতা হইতে ফিরিবার পরে তিনি আমায় ইংলণ্ডে আহ্বান করিলেন এবং এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে অতি সামান্য ব্যয়ে আমার যাওয়া আসা হইতে পারে। এমন সুযোগ হয়ত ভবিষ্যতে আর হইবে না ভাবিয়া আমি ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মাকে আহ্বান

বহুদিন হইতে য়ুরোপ ও আমেরিকায় একদল লোক প্রচার করিতেছিল যে, মানুষের দেহত্যাগের পর তাহার আত্মা সূক্ষ্মদেহে অবস্থান করে; কারণ, আত্মা অমর। এই আত্মা যদি কোন প্রকারে কোনও জীবিত মানুষের দেহ হইতে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ আত্মা নানা প্রকার উপায়ে নিজের অস্তিত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করে। আত্মা যে মানুষের নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করে, সেই মানুষকে ইংরাজীতে Medium বলে। এই পুস্তকে আমরা উহাকে 'সহায়ক' বলিব।

নিম্নলিখিত উপায়ে আত্মা আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ঃ—

(১) আত্মা আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে [illegible]টা নির্দ্দিষ্ট টেবিলের উপর 'খট্ খট্' শব্দ করে। যদি একবার শব্দ হয়—'হাঁ', এবং দুইবারে—'না' প্রকাশ পায়। তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করিলে, "তুমি কি অমুক মানুষের আত্মা?" যদি দুইবার খট্ খট্ শব্দ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তোমার আন্দাজ সত্য নয়। এইভাবে কথাবার্ত্তা কওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও সুদীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। এইজন্য ইহা প্রায়ই লোকে পছন্দ করে না।

(২) আত্মা উপস্থিত হইলে, দ্রব্যাদি আপনা হইতে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করে। তুমি হয়ত আগন্তুক অদৃশ্য আত্মাকে বলিলে, "তুমি যদি সত্যই আসিয়া থাক, তাহা হইলে পেগের উপর হইতে আমার টুপিটা আনিয়া আমায় পরাইয়া দাও।" অনেক সময় বড় বড় চেয়ার বা টেবিল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শূন্যের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে বা চেয়ার সমেত একজন দর্শক ৪।৫ ফুট শূন্যের উপর উঠিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) মৃতের আত্মাকে আহ্বান করাকে Seance বলে। একখানা টেবিলের চারিদিকে লোক হাত ধরাধরি করিয়া বসে। টেবিলের উপর দুই একটা চোঙ (Trumpet), একটা বাদ্যযন্ত্র এবং কিছু তাজা সুগন্ধযুক্ত ফুল রক্ষিত থাকে। আগন্তুক আত্মা যদি কথা কহিতে চায় তাহা হইলে নিম্নলিখিত উপায়ের একটি অবলম্বিত হয়। (ক) আত্মা মিডিয়মের মুখ দিয়া নিজের বক্তব্য বলিয়া থাকে। আত্মার ইহলোকে যে প্রকার গলার স্বর ছিল, মিডিয়ম ঠিক সেই সুরে কথা বলে। (খ) উপরোক্ত চোঙের ভিতর দিয়া আত্মার কথা বাহির হইতে থাকে। (গ) কোনও আধার না লইয়া আত্মার কথা শূন্য হইতে শ্রুত হয়।

(৪) আত্মা কখন কখন লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে। সচরাচর শ্লেট্-পেন্সিলের সাহায্যে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। একটা শ্লেটের উপর একটা পেন্সিল রাখিয়া আর একটা শ্লেটের

দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ঐ দুইখানি শ্লেট্ কাগজে মুড়িয়া সুতলি বা পাতলা তার দিয়া বাঁধা হয়। কিয়ৎকাল পরে বেশ স্পষ্ট শুনা যায় যে, কেহ যেন শ্লেটের উপর লিখিতেছে। লিখিবার শব্দ নিস্তব্ধ হইলে শ্লেট্ খুলিয়া দেখা হয়। দর্শকেরা মনে মনে যে প্রশ্ন করিয়াছিল তাহার উত্তর শ্লেটের উপর দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) কখন কখন Seance কক্ষে লাল বর্ণের আলোকের গোলা দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের আলো প্রকাশ পাইলে ধরিয়া লওয়া হয় যে, ঐ কক্ষের মধ্যে আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।

(৬) কখন কখন আগন্তুক আত্মা জড়দেহ ধারণ করিয়া দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ইহলোকে ঐ আত্মার যে প্রকার জড়দেহ ছিল, এই নবীন দেহ অবিকল সেইরূপ। কেহ কেহ বলেন, এই দেহে আত্মা নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। ইহা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না; কারণ, এ প্রকার ঘটনা আমি স্বচক্ষে কখনও দেখি নাই। তবে ইহা আমার বিশ্বাস যে, দেহধারী আত্মার পক্ষে এ প্রকারের কাজ করা আদৌ অসম্ভব নয়।

উপরে আত্মার প্রকাশের যে ছয়টি উপায় বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে জড়দেহ ধারণ করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। অতি অল্প-সংখ্যক আত্মা ইহা করিতে সমর্থ হয়।

(৭) পরলোকগত আত্মার ফটো উঠান আমি স্বচক্ষে

দেখিয়াছি বটে, কিন্তু এ বিষয়ে আমি কোনও প্রকার মতামত দিব না। ইহার মধ্যে যে কোনও প্রকার জাল-জুয়াচুরি নাই, তাহা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। অথচ ইহা যে অসম্ভব তাহাও আমি মনে করি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমেরিকায় প্রেততত্ত্বের প্রবন্ধ-যুদ্ধ : তাহার পরিণাম

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন পরলোক-তত্ত্ব ইংলণ্ডের বহুতর স্থানে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইল এবং দেশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উহার স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন উহার প্রভাব আমেরিকায় পঁহুছিতে বিলম্ব হইল না। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকায় পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হইত না। যাহারা ইহার স্বপক্ষে কিছু বলিতে চাহিত, তাহারা প্রায়ই হাস্যাস্পদ হইত।

ইংলণ্ডে যখন এ বিষয়ে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল তখন আমেরিকা ইহার প্রভাব হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইল না। চারিদিকে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক—এমন কি, সভ্য ভাষায় গালাগালি উভয় পক্ষে চলিতে লাগিল। প্রেততত্ত্ববাদীরা নানা প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা যখন বিরুদ্ধ পক্ষকে হঠাইতে পারিল না, তখন তাহারা বলিল যে, ইংলণ্ডের বড় বড় লোক যখন ইহা সমর্থন করিতেছেন তখন ইহা স্বীকার না করা নিতান্ত গায়ের জোর ভিন্ন আর কিছুই নয়। অপর পক্ষ বলিল যে, ঐ সকল বড় বড় লোক 'বেকুব' বনিয়াছে বলিয়া সকলকেই যে তাহাই হইতে হইবে ইহা হইতে পারে না। মোট কথা,

সে সময় আমেরিকায় কোন ভাল প্রেততত্ত্বজ্ঞ না থাকাতে এ তর্কের মীমাংসা কিছুই হইল না।

Scientific American আমেরিকার অতি প্রতিপত্তিশালী বিজ্ঞান-সমিতি। ঐ সমিতি হইতে যে একখানি সাময়িক পত্র বাহির হয় তাহাও ঐ নামে প্রসিদ্ধ। সভ্য জগতের সর্ব্বত্র ইহাদের নাম। দেশে এই ভাবের কলহ দেখিয়া তাঁহারা প্রচার করিলেন যে, প্রেততত্ত্বের সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়েই তাঁহাদের সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখুন। পরে এক নিরপেক্ষ কমিটি এই বিষয়ের বিচার করিয়া স্বীয় মতামত প্রদান করিবেন। উভয় পক্ষ এই প্রস্তাব মানিয়া লইয়া Scientific American পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিল।

এই প্রবন্ধ-যুদ্ধ কিছুদিন চলিবার পর James Black এক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ইহার মধ্যে য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া সে প্রমাণ করিল যে, প্রেততত্ত্বের সমস্তই জুয়াচুরি। ঐ প্রবন্ধে যে সকল লোকের মত দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সে সময় ভুবন-বিখ্যাত—এক একজন দিক্‌পাল।

এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর প্রেততত্ত্ববাদীর অবস্থা বিশেষ-ভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ডিটেক্‌টিভ্ গল্প লেখক প্রসিদ্ধ Sir Arthur Conon Doyleএর নাম অনেকেই জানেন। ইনি বিলাতের একজন গোঁড়া প্রেততত্ত্ববাদী ছিলেন। উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের কয়েক মাস পরে Scientific Americanএ

তাঁহার এক প্রবন্ধ বাহির হইল যাহাতে তিনি বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া দিলেন যে, Black সাহেব যে সব বড়লোকের নাম তাহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন সাধারণ লোক ছাড়া আর কেহই পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রকার মতামত দেন নাই। Black সাহেব C. Doyle-এর প্রবন্ধের কোনও প্রতিবাদ না করাতে সকলে বুঝিল, Black সাহেব কি ধরণের লোক। অবশ্য ঐ প্রবন্ধ-যুদ্ধ ইহার পর বন্ধ হইয়া গেল।

ইহার পর C. Doyle সাহেব Scientific American-এর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব করিলেন: আমার বোধ হইতেছে আপনারা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিতে বিশেষভাবে ইচ্ছুক। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, আপনারা এক বা একাধিক নিরপেক্ষ ও সুশিক্ষিত লোককে ইংলণ্ডে প্রেরণ করুন। এ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যে সকল বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা তিনি বা তাঁহারা আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করুন। যদি তিনি বা তাঁহারা এই সকল প্রমাণে সন্তোষলাভ না করেন, আমি কথা দিতেছি যে, তাহা হইলে আমি সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিব যে, প্রেততত্ত্ব আমাদের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু যাঁহাকে আপনারা পাঠাইবেন তিনি বা তাঁহারা যাহা যাহা দেখিবেন তাহা যেন স্বীকার করেন।

ইহা এক প্রকার 'যুদ্ধং দেহি' ভাব। Scientific

Americanকে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। ইহার পর স্থির হইল যে, বিলাতে Medium-এর সাহায্যে আগন্তুক আত্মা যে যে কার্য্য দেখাইবে, আমেরিকার প্রতিনিধি তাহা সাধ্যমত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং দেখিবে যে, উহারা সত্য সত্যই প্রেতের কাজ, না, উহার মধ্যে কোনও ছলনা চাতুরী আছে।

অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, Scientific Americanএর Associate Editor, Mr. J. Malcolm Bird সাহেব আমেরিকার প্রতিনিধি ভাবে ইংলণ্ডে যাইবেন। তখন Doyleকে এই সংবাদ দিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হইল যে, তিনি যেন Bird সাহেবের প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও না দেন এবং তিনি কেন ইংলণ্ডে যাইতেছেন তাহা যেন কাহাকেও না বলা হয়।

উপরোক্ত অনুরোধের একটু বিশেষ কারণ ছিল। প্রেততত্ত্বের বিরুদ্ধবাদীরা বলে যে, আমরা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে অপরের মনের কথা বলিতে পারি। ইংরাজীতে ইহাকে Auto-suggestion এবং Thought-reading বলে। লোকটিকে তাহা জানা না থাকিলে তাহার মনের কথা জানা প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই স্থানে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রেত Mediumএর সাহায্যে যাহা কিছু বলে তাহাকে বিরুদ্ধ পক্ষ Auto-suggestion বলিয়া উড়াইয়া

দিতে চান—অর্থাৎ যখন কেহ Mediumকে কোনও প্রশ্ন করে, উহার সঠিক উত্তর নাকি প্রশ্নকারীর মনের মধ্যে থাকে, সেইজন্য Mediumএর পক্ষে ঐ প্রশ্নের উত্তর দান করা খুব সহজ। তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করিলাম যে, Medium এই Auto-suggestionএর উপায়ে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, আত্মা Mediumএর সাহায্যে শত প্রকারের কাজ করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের মধ্যে কোনটিই Auto-suggestion দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ইহা যে কি ভাবে হয় তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই বলিতে পারেন নাই। যথাস্থানে পাঠক ইহার বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিলাতে প্রথম Seanceএর আয়োজন

আমি যখন ইংলণ্ডে উপস্থিত হই, ঠিক তাহার ছয়দিন পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে বার্ড সাহেব আসিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার পূর্ব্বে দুই একটা অবান্তর কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি।

ঐ সময়ে প্রেততত্ত্ব আলোচনার জন্য ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, British College of Psychic Science. Mr. Hewett McKenzie তখন উহার অধ্যক্ষ। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই কলেজ কোনও প্রকার শিক্ষা দিত না, কারণ ইহার মতে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। নানা প্রকার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এখানে বুঝাইয়া দেওয়া হইত যে, আত্মা আছে এবং ইহাকে আমরা অনায়াসে ইহলোকে আহ্বান করিতে পারি। পরলোক-তত্ত্ব শিখিবার ইহাই তখন সমস্ত সভ্য জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া গণ্য হইত।

আমি যখন ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম বার্ড সাহেবের জন্য Seanceএর আয়োজন চলিতেছে। পূর্ব্বোক্ত Psychic Collegeএর অধ্যক্ষ McKenzie সাহেব ও C. Doyle ঐ আয়োজনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। প্রথমে প্রস্তাব

হইয়াছিল যে, এই Seance কলেজেই বসিবে। কিন্তু Bird সাহেব আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন, উহা এমন স্থানে হওয়া উচিত যেখানে ইংলণ্ডের কোনও লোকের বিন্দুমাত্র কর্ত্তৃত্ব না থাকে।

এই তর্ক-বিতর্কের সময় আমি উপস্থিত হওয়াতে এবং পরলোক-তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য আমি ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছি জানিতে পারিয়া বার্ড সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, আমি ও তিনি এই Seance-এর স্থান মনোনীত করিব। Doyle আপত্তি না করাতে আমরা দুইদিন অনুসন্ধানের পর কলেজের নিকটেই একটি কামরা মনোনীত করিলাম। ইহার বিশেষত্ব এই (১) কামরাটি ১৪′×১০′। ইহাতে একটি দ্বার ও একটি গবাক্ষ ভিন্ন যাতায়াতের আর কোনও পথ ছিল না। পথ কম হওয়াতে আমাদের দায়িত্ব সেই হিসাবে কম হইবে। আমরা দুইজনে স্থির করিয়াছিলাম যে, Seance-এর সময় দুইজন উপযুক্ত লোককে ঐ দরজায় ও জানালায় বসাইতে হইবে যাহাতে কোনও বাহিরের লোক ভিতরে আসিতে না পারে। কারণ আমরা শুনিয়াছিলাম যে, Seance-এর সময় ঘর অন্ধকার করিয়া দেওয়া হয়। ঐ অন্ধকারে যাহাতে কোনও বাহিরের লোক কক্ষের মধ্যে আসিয়া Medium-কে সাহায্য না করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আমরা আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। (২) Seance কামরার আশে পাশে এমন কোনও স্থান ছিল না যেখান হইতে স্বরসিদ্ধেরা (Ventri-

loquist) কিছু বলিলে মনে হইবে Seance-room হইতেই ঐ শব্দ আসিতেছে।

আমরা যে কামরা মনোনীত করিলাম তাহাতে উপরোক্ত প্রকার চাতুরী খেলিবার কোনও উপায় ছিল না।

সে সময় ইংলণ্ডে শ্লোন (Mr. Sloan), পাউএল (Mr. Powell), শ্রীমতী অস্‌বর্ণ লিওনার্ড (Mrs. Osborne Leonard), উইলিয়ম হোপ (Mr. William Hope) প্রভৃতি বেশ ভাল মিডিয়ম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের প্রথম Seance এ আমরা শ্লোনকে মিডিয়ম কর্ম্মে বরণ করিয়াছিলাম। ইহার জন্য আমরা তাঁহাকে এক গিনি পারিশ্রমিক দিয়াছিলাম।

বিরুদ্ধবাদীরা বলে, "মিডিয়ম যখন ফি (fee) লয় তখন সে যে নিজের কার্য্যদক্ষতা দেখাইবার জন্য লোককে ঠকাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহারা যদি Seanceএ কিছু অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইতে পারে তবে লোকে তাহাদিগকে ফি দিয়া ডাকিবে কেন? এই সকল Medium ও ঐন্দ্রজালিকের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই।"

বাংলায় একটা কথা আছে, "যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা", অর্থাৎ আমি যাহাকে ভাল বলি না, তাহার একটা না একটা খুঁত বাহির করা খুব সহজ। তুমি fee নাও এই জন্য তুমি ভাল হইতে পার না। তুমি যদি fee না লইতে তাহা হইলে হয়ত তোমাকে ভাল বলিতে পারিতাম। এই

প্রকার যুক্তি দিতে যাহারা লজ্জিত হয় না, তাহাদের বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ইহারা ভুলিয়া যায় যে, মিডিয়মরাও মানুষ। অপর সকলের মত মিডিয়মদেরও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আছে এবং তাহাদের ভরণ-পোষণ করিতে হয়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় এমন মিডিয়মও আছে যাহারা কি লয় না। ভারতবর্ষে আমি এই ভাবের একজন মিডিয়ম পাইয়াছিলাম। তাঁহার কথা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিলাতের প্রথম Seance

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমি Seanceএর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম Doyle, Bird এবং আরও পাঁচজন অপরিচিত লোক বসিয়া আছেন। ঐ পাঁচজনের একজন শ্লোন সাহেব। ইনিই আজ Mediumএর কাজ করিবেন। ইহার পরও ইহার সহিত আমার কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির এবং বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য। এ লোক যে কাহাকেও ঠকাইতে পারে, তাহা আমি ধারণাই করিতে পারি না।

অবশিষ্ট চারিজনের সকলেই আমেরিকার লোক এবং Bird সাহেবের বিশেষ বন্ধু। ইহাদের মধ্যে দুইজন Seanceএ উপস্থিত থাকিবে ও অপর দুইজন Seance কক্ষের দরজা ও জানালার বাহিরে বসিয়া পাহারা দিবে। উদ্দেশ্য,—বাহিরের কোনও লোক মিডিয়মকে সাহায্য করিতে না পারে। এই প্রকার সাবধানতার যে কোনও প্রয়োজন ছিল তাহা আমার মনে হয় না। Doyle সাহেবের মত লোক যে কোনও প্রকার চাতুরীর প্রশ্রয় দিবেন, ইহা আমার মনে হয় না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, Bird সাহেব আমেরিকার এক জগদ্বিখ্যাত সমিতির প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন।

তিনি এই Seance এমনভাবে সম্পন্ন করাইবার বন্দোবিস্ত করিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে কেহ কোনও প্রকার আপত্তি উঠাইতে না পারে। আজকার Seanceএ মিডিয়মকে লইয়া মোট ছয়জন লোক উপস্থিত থাকিবেন স্থির হইয়াছিল। এই ছয়জনের মধ্যে তিনজন আমেরিকান,—বার্ড ও বার্ডের বন্ধু। Doyle সাহেব বলিলেন যে, মিডিয়ম এই তিনজন ও আমার বিষয়ে কোনপ্রকার সংবাদ জানিত না। এমন কি আমাদের কাহারও নাম পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলা হয় নাই।

ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলাম। উহার ঠিক মধ্যস্থলে একটি গোল টেবিলের চারিদিকে ছয়খানি চেয়ার। টেবিলের উপর একটা বড় ফুলের তোড়া, একটা চোঙ, দুইখানা শ্লেট ও একটা ছোট হারমোনিয়ম। Bird আমাকে বলিলেন যে, এই কক্ষের সমস্ত দ্রব্য তিনি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছেন। Doyle বা মিডিয়মের এ বিষয়ে কোনও হাত ছিল না।

আমাদের বসিবার প্রণালীটা প্রথমে এইরূপ ছিল: আমার দক্ষিণে বার্ড, তাহার পর দুইজন আমেরিকান, তাহার পর Doyle এবং তাহার পর মিডিয়ম—অর্থাৎ মিডিয়ম আমার ও Doyleএর মধ্যে।

আমাদের নিজ নিজ স্থানে বসিবার পূর্ব্বে মিডিয়ম নিজের নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসিল। তখন বার্ড ও তাঁহার দুইজন বন্ধু মিডিয়মের হাত ও পা রেশমী টোয়াইন (twine) দিয়া এমন

ভাবে তাহার চেয়ারের সহিত বাঁধিয়া দিল যে, তাহার হস্ত ও পদ দ্বারা কোনও প্রকার কাজ করা দূরের কথা, সে উহা অতি সামান্য মাত্রও নাড়িতে পারিবে না। যে যে স্থানে গাঁট দেওয়া হইয়াছিল, সেই স্থানে এক এক টুকরা ছোট কাগজ কৌশলে রাখিয়া তাহার উপর বার্ড সাহেবের নামের মোহরের ছাপ দেওয়া হইল। পরে বার্ড সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন যে, মিডিয়মকে বাঁধিতে হইবে ইহা তিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি এই বন্ধনের কাজ একজন বিশেষ অভিজ্ঞ নাবিকের নিকট শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।

কিন্তু কথার ভাবে বোধ হইল Doyle সাহেব মিডিয়মকে ঐ ভাবে বাঁধিবার জন্য যেন বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে, মিডিয়মকে ঐ ভাবে বাঁধাতে পরলোকবাসী আত্মারা হয়ত নিজেকে অপমানিত মনে করিতে পারে এবং হয়ত ইহার জন্য তাহারা প্রকাশ নাও হইতে পারে। শ্লোন কিন্তু বলিল, "Doyle সাহেব, আপনি আপত্তি করিবেন না। আমার মনে হয় আত্মারা ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইবে। এই বন্ধনের জন্য তাহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। আপনি মনে রাখিবেন, আমেরিকা আজ আমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছে। যাহাতে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকে তাহা আমাদিগকে করিতে হইবে।"

ইহার পর Doyle সাহেব "Lead, Kindly Light," এবং বার্ডের এক বন্ধু "Onward, Christian Soldiers"

ভজন দুইটি পরে পরে গাহিলেন। দ্বিতীয় গান শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম মিডিয়ম যেন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। (বলিতে ভুলিয়াছি, কক্ষের মধ্যে একটি পেনি মোমবাতি ছাড়া অন্য কোনও আলো ছিল না। উহাও এমন ভাবে মোটা কাপড়ের পর্দ্দা দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল যে, কক্ষের মধ্যে আলো প্রায় ছিল না বলিলেও চলে)। সেই মৃদু আলোকে যতদূর স্পষ্ট সম্ভব আমি মিডিয়মকে দেখিতেছিলাম। আমার যেন মনে হইল এই সময় মিডিয়মের উপর এক নিমেষের জন্য একটা কোনও অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আসিয়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণে উহা আর দেখিলাম না। ইহার পর আরও কয়েকটি Seanceএ আমি ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

ঐ আলোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়মের মুখ হইতে এক অদ্ভুত স্বরে এবং ভাঙ্গা ও অশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় এই কথাগুলি বাহির হইল, "আমার এই পাশের লোকটি অনেক দূর হইতে আসিয়াছে—ইণ্ডিয়া হইতে। এ আমাদের জগতের সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছে—এইজন্য আমি ইহার প্রশংসা করি।" বার্ড অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! আমি জানি এ কোনও শ্বেতাঙ্গ হইতে পারে না। এ নিশ্চয়ই কোনও Red Indian।" (আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই নামে অভিহিত হয়)।

যখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথাগুলি বলা হইল

তখন আমাকে বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইল, "তুমি কে? কোথাকার লোক তুমি?" সেই স্বর বলিল, "আমি কোথা-কার বলিলে তুমি বুঝিবে না। এক সময় আমি আমেরিকার একটা বড় দেশের সর্দ্দার ছিলাম"।

আমি। "তুমি কতদিন হইল ওপারে গিয়াছ"?

স্বর। "ওঃ, সে অনেক দিন। এপারে আমরা সময়ের হিসাব তোমাদের মত রাখি না। আমি যখন জড়দেহ ছাড়ি, তখন ঐ দেশের সিংহাসনে বুঝি জেম্‌স্ বসিয়াছিল"।

আমি। "কোন্ জেম্‌স্—প্রথম না দ্বিতীয়"?

স্বর। "আমি ত' একজন জেম্‌সের কথাই জানি"।

ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর এই আত্মা বার্ড সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। বার্ড কেন এ দেশে আসিয়া-ছেন, ইংলণ্ড হইতে তিনি শীঘ্র অন্য কোন্ দেশে যাইবেন, (বার্ড শীঘ্র ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া যাইবেন মনে মনে স্থির করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এ সংবাদ আমরা কেহই জানিতাম না) প্রভৃতি যাহা যাহা বার্ডকে বলিল সমস্তই অবিকল মিলিয়া গেল।

বার্ড সাহেব পরে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, Auto-suggestionএর দোহাই দেওয়া যায় না। কারণ, আত্মাকে তিনি কোনও প্রশ্ন করেন নাই, সে আপনা আপনি উপরোক্ত সংবাদ দিয়াছিল। কেহ যদি কোনও প্রশ্ন করে তবে অনেক সময় প্রশ্নকারীর মনে উহার উত্তর থাকিতে পারে। প্রশ্নকর্ত্তা

এ অবস্থায় হয়ত প্রশ্নের জবাব প্রশ্নকারীর মন হইতে জ্ঞ
হইয়া বলিতে পারে। আর এক কথা, যাহারা মনের ক
বলে, তাহাদিগকে প্রশ্নকারীর মুখের চেহারা বেশ ভা
করিয়া দেখিতে হয়। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ম চক্ষু মুদ্রিত করি
অজ্ঞানের মত পড়িয়া ছিল এবং ঐ কামরার মধ্যে নামমা
একটা আলো ছিল। এ অবস্থায় মিডিয়মের পক্ষে বার্ডে
মুখের চেহারা দেখা অসম্ভব।

পরে শুনিলাম, যে প্রেতাত্মা আমার ও বার্ডের সহি
কথোপকথন করিল, শ্লোনের Seanceএতে সে এই প্রথ
আসিল। বার্ডের সহিত আলাপের পর এই আত্মা অদৃশ্য হইল
সে যেন জানিত যে, আজকার Seanceএ আমরা দুইজনই
প্রধান দর্শক।

ইহার পর চোঙের ভিতর হইতে কথা বাহির
হইতে লাগিল। পর পর তিনজন আত্মার এইভাবে
আবির্ভাব হইল, কিন্তু ইহারা তিনজনে ৭।৮ মিনিটের অধিক
কাল ছিল না। তাহারা তিনজন যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা ইহা
তাহাদের কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট বোঝা গেল। উহাদের মধ্যে একজন
ফ্রান্সের লোক। সে এক অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষায় কথা বলিল।
উহার মধ্যে প্রায় বারো আনা ফরাসী ভাষা ও অবশিষ্ট ভাঙ্গা
ইংরাজী।

এই Seanceএ চারিজন আত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল।
প্রথম আত্মা মিডিয়মের মুখে কথা বলিয়াছিল; শেষ তিনজন

চোঙের মুখে। ইহাদের প্রত্যেকের ভাষা, স্বর, কথা বলিবার ভঙ্গি প্রভৃতি সবই পৃথক্ পৃথক্। একের সহিত অন্যের তিল-মাত্র সাদৃশ্য ছিল না। ইহারা চারিজন যে সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ লোক ইহা আমাদের সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

এই তিনজন চলিয়া যাইবার পর চোঙটা টেবিল হইতে শূন্যে উঠিল ও অতি ধীরে ধীরে আমাদের প্রত্যেকের মস্তক স্পর্শ করিয়া গেল। Doyle বলিলেন যে, ইহা প্রথম আগত আত্মার (Red Indian) বিদায়-সম্ভাষণ।

এই Seance শেষ হইবার পর আমি ইহার বিষয়ে বার্ড সাহেবের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমি স্পষ্ট স্বীকার করিতেছি যে, আমার বুদ্ধি এখানে হার মানিয়াছে। প্রথমে যাহার কথা শুনিলাম সে যে একজন Red Indian তাহা বোধ হয় আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি। সে যে ভাবে কথা বলিল তাহা কোনও ইংরাজ বা আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নকল করিতে পারে না। চোঙের ঘুরিয়া বেড়ান ব্যাপারটা আপনি ত' স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। ঐ সময়ে আমি মিডিয়মের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। চোঙের [illegible] যে উহার বিন্দুমাত্র হাত ছিল না ইহা [illegible] বলিতে পারি"।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিলাতের আর একটি Seance

বার্ড সাহেব ইংলণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি Seanceএর অনুষ্ঠান করান। উহার মধ্যে চারিটিতে আমার যোগ দিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু উহার মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটি প্রায় প্রথমের মত বলিয়া আমি উহাদের বর্ণনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম না। কিন্তু তৃতীয়টি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বলিয়া নিম্নে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। বার্ড সাহেবের মতে এই তৃতীয়টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা দেখিবার পর তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে আসিবার সমস্ত কষ্ট তাঁহার সার্থক হইয়াছে কেবলমাত্র এই একটি Seance হইতে।

এই পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমি পাউএলের (Evan Powell) নাম উল্লেখ করিয়াছি। বার্ড সাহেবের মতে ইঁহার মত সুদক্ষ মিডিয়ম ইংলণ্ডে আর নাই। Doyleও প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করেন। এক রবিবার ইনি এক Seanceতে মিডিয়মের কাজ করিয়াছিলেন। বার্ড সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন না। শুনা গেল ঐ Seanceতে পাউএল দুই একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখান। পরদিন (সোমবার) বার্ড সাহেব ঐ কাহিনী শুনিয়া সেই দিনই তাঁহাকে মিডিয়ম করিয়া এক

Seance বসাইবার বন্দোবস্ত করেন। আজ দর্শকের সংখ্যা (মিডিয়ম ছাড়া) সাতজন: বার্ড সাহেব, Doyle, বার্ড সাহেবের বন্ধু আমেরিকার এক পাদরী ও তাঁহার স্ত্রী, বার্ড সাহেবের দুইজন আমেরিকার বন্ধু এবং আমি। আমাদের প্রথম Seanceএর কামরা ইহার জন্য মনোনীত হইল। স্থির হইল অপরাহ্ণ চারিটার সময় চক্র আরম্ভ হইবে। সময়টা একটু নূতন ধরণের। Seance সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতে পারে ইহা আমি জানিতাম না।

আরম্ভের প্রায় চল্লিশ মিনিট পূর্ব্বে আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। (বার্ড সাহেব, পাদরী, তাঁহার স্ত্রী, আমি ও বার্ডের দুইজন আমেরিকার বন্ধু।) ইহার দুই তিন মিনিট পূর্ব্বে Doyle পাউএলকে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই মিডিয়মকে বলিলেন, "আজ বিদেশের কয়েকজন ভদ্রলোক পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন যে, Seance জিনিসটা কি। তাঁহারা দেখিবেন প্রকৃতই ওপার হইতে প্রেতাত্মা আসে, না, মিডিয়ম বুজরুকি করিয়া লোককে ঠকায়। তুমি আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ মিডিয়ম। তোমার উচিত—ইঁহাদের পরীক্ষায় সাহায্য করা"। পাউএল ঈষৎ হাসিল মাত্র, কিন্তু কোনও জবাব দিল না।

ইহার পর Doyle বলিলেন, "আজ এই কামরার এক দিককার অনধিক তিন ফুট স্থান পর্দ্দা দিয়া একটি ছোট গ্রীণরুমে (Green-room) পরিণত করিতে হইবে। ইহার

সমস্ত আয়োজন আমার করা আছে। এই ক্ষুদ্র রুমের মধ্যে একটি ছোট টেবিল, একটা চোঙ, একটা বড় ফুলের তোড়া প্রভৃতি রক্ষিত থাকিবে। Seance এর সময় পর্দ্দা ফেলা থাকিবে। কেন যে এই নূতন বন্দোবস্ত তাহা আমি জানি না”।

যে স্থানটা ঘিরিয়া গ্রীণরুম করা হইল তাহাতে কোনও দরজা বা জানালা, এমন কি Sky-light পর্য্যন্ত ছিল না। আমরা যেখানে বসিব উহা অতিক্রম না করিয়া ঐ রুমে যাইবার অন্য কোনও উপায় ছিল না।

Seance এর জন্য যে প্রকার আয়োজনের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবারেও সেই ভাবের বন্দোবস্ত হইল। দর্শকের সংখ্যা অধিক হওয়াতে চেয়ারের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

তাহার পর পাউএল কোট খুলিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি বেশ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে বলিলেন। ইহার পর তাঁহার কোটের সমস্ত পকেট এমন কি লাইনিং (Lining) পর্য্যন্ত তাঁহার কথায় আমরা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম। তিনি সু (জুতা) খুলিয়া একজোড়া চটি পরিলেন।

পাউএল নিজের চেয়ারে বসিবার পর বলিলেন, “আমাকে এমনভাবে আপনারা বাঁধিয়া ফেলুন যাহাতে আমি তিলমাত্র নড়িতে না পারি”। ইহার জন্য বার্ড সাহেব প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রায় যাট ফুট দীর্ঘ একখণ্ড টোয়াইন (Twine) দিয়া তাঁহাকে প্রথমে তাঁহার চেয়ারের সহিত নানা

ভাবে টোয়াইন ঘোরাইয়া ফিরাইয়া তাঁহাকে এমনভাবে বাঁধা হইল যে, তিনি যেন তাঁহার অঙ্গের কোনও স্থান তিলমাত্র সরাইতে না পারেন। এই বন্ধন যখন শেষ হইল তখন দেখা গেল যে, তাঁহার অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সাতাশটা গাঁট দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেক গাঁটের উপর বার্ড সাহেবের মোহর লাগান হইল। ইহার পর রেশমের সূতার সাহায্যে আবার তাঁহাকে চেয়ারের সহিত বাঁধা হইল এবং এবার সাতচল্লিশ বার গাঁট দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বার্ড সাহেব এই বন্ধন-কার্য্য আমেরিকা হইতে শিখিয়া আসিয়াছিলেন। সেইজন্য বেশ জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এই কার্য্যে কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না।

পাউএল কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। তাহার বারম্বার অনুরোধে পুনরায় তাহার হাত ও পা পৃথক্‌ভাবে তাহার চেয়ারের সহিত নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিশেষ দৃঢ়ভাবে বাঁধা হইল। পাঠক মনে রাখিবেন, মিডিয়মকে তিনবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বন্ধন করা হইয়াছিলঃ দুইবার টোয়াইন দিয়া ও একবার রেশমী সূতার সাহায্যে। তাহার স্কন্ধের উপর হইতে পায়ের তলা পর্য্যন্ত এমনভাবে বাঁধা হইল যে, তাহার শরীরের কোনও অংশ সে তিলমাত্র সরাইতে পারিবে না। এমন কি তাহার পক্ষে ঘাড় পর্য্যন্ত ফেরান সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। বলা বাহুল্য, বার্ড সাহেব এই কার্য্য বিশেষ ভাবে শিখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া এ প্রকার সুনিপুণ ভাবে বাঁধা সম্ভব

হইয়াছিল। Seance আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বক্ষণে মিডিয়ম বলিল "আজ প্রেতাত্মা কি যে করিবে তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমি চেষ্টা করিব যাহাতে উহারা কোনও অলৌকিক কার্য্য করে। সেইজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ—আপনারা যেন কেহ Seanceএর সময় চীৎকার করিয়া না উঠেন বা লম্ফ দিয়া নিজের স্থান ছাড়িয়া না দেন। এরূপ হইলে পরিণাম মন্দ হইতে পারে"।

আজও মিডিয়ম বার্ড সাহেব ও আমার মধ্যে বসিলেন—আমি তাঁহার দক্ষিণে ও বার্ড বামে। পাউএলের অনুরোধে আমি নিজের বাম পদ তাঁহার দক্ষিণ পদের উপর এবং বার্ড সাহেব নিজের দক্ষিণ পদ তাঁহার বাম পদের উপর স্থাপিত করিলেন। একে উপরোক্ত নির্ম্মম ভাবে বন্ধন, তাহার উপর তাঁহার হস্ত ও পদ আমাদের সম্পূর্ণ অধীন থাকাতে, তাহার দ্বারা কোনও প্রকার চাতুরী অবলম্বিত হইবার আর সম্ভাবনা রহিল না। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার দুই হাত আমি ও বার্ড ধরিয়াছিলাম। বার্ড সাহেব পরে আমায় বলিয়াছিলেন যে, মিডিয়মের বিষয়ে আমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর হইতে পারে না। প্রথম Seance-এর ন্যায় আজও বার্ড সাহেবের দুইজন বিশেষ বন্ধু ঐ কক্ষের বাহিরে থাকিয়া উহার দরজা ও জানালা রক্ষা করিতেছিলেন।

Seance আরম্ভ হইবার অতি অল্পক্ষণ পরে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম যে,

প্রথম Seanceএর ন্যায় এ ব্যক্তিও একজন Red Indian. দর্শকের মধ্যে আমেরিকার লোক অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া ইহা হইল কি না ঠিক জানিতে পারিলাম না। এই আত্মার কণ্ঠস্বর, কথা বলিবার ভঙ্গি, ইংরাজী শব্দ-বিন্যাস প্রভৃতি সমস্তই প্রথম Seanceএর Red Indian হইতে কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক্। বার্ড সাহেবেরও এই মত। অধিকন্তু তিনি বলিলেন যে, এই লোকটা আসল Red Indian, উহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রথমে প্রায় ৪০।৪৫ মিনিট কাল আত্মা আমাদের সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিল। ইহা অনেকটা প্রথম Seanceএর মত বলিয়া আমি উহার বর্ণনা দিয়া বৃথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না। আজিকার যে ঘটনাগুলি আমার নিতান্ত অদ্ভুত ও অলৌকিক মনে হইয়াছিল কেবল সেইগুলিই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। আমার বিশ্বাস—প্রেতের অস্তিত্ব যাঁহারা মানেন না তাঁহাদের পক্ষে ঐ ঘটনাগুলির কারণ নির্ণয় করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই বিষয়ে বার্ড সাহেবের মত জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "আজকাল বিজ্ঞানের যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা অসম্ভব মনে হইত, এখন তাহা অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এই Seanceতে আজ আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকও বুঝাইতে পারিবেন না যে, উহা কিভাবে সম্পন্ন হইল। উহা যে প্রেতাত্মার কাজ তাহা আমি স্বীকার না করিলেও সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য যে, ঐ কার্য্যগুলি সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের

বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান না করিলে আমি ইহার অধিক বলিতে পারি না"। বার্ড সাহেব আমেরিকার এক জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সমিতির সহিত অতি নিকট ভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁহার পক্ষে স্পষ্টভাবে প্রেতাত্মা স্বীকার করা বোধ হয় সমীচান নয় বলিয়া তিনি এইরূপ ভাবে কথাটা এড়াইয়া গেলেন। আমি কিন্তু ইহাকে গৌণ স্বীকৃতি বলিয়াই মনে করি।

উপরে বলিয়াছি, আমরা একটি ক্ষুদ্র গ্রীণরুম প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে কয়েকটি দ্রব্য রাখিয়াছিলাম। উহাদের মধ্যে একটির নাম বলিতে আমি ভুলিয়াছি। উহা কয়েকটি ঘণ্টার সেট্ (Set)। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন কখনও কখনও ঘোড়ার গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা মালার আকারে পরাইয়া দেওয়া হয়। চারিটি করিয়া এই ঘণ্টার মালা গাঁথিয়া আমরা চারিটি মালা গ্রীণরুমে রাখিয়াছিলাম।

মিডিয়ম যেখানে বসিয়াছিলেন, গ্রীণরুমটা তাঁহার পশ্চাতে—মিডিয়ম হইতে উহার দূরত্ব ৬।৭ ফুটের কম হইবে না। ঠিক Seance-এর পূর্ব্বে একটি অতি ক্ষুদ্র লাল আলোর গোলা ছাড়া আর সব আলো সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ গোলার ক্ষীণ রশ্মিতে আমরা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিলাম বটে, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে। এখনও সন্ধ্যা হয় নাই বলিয়া আজ কক্ষের মধ্যে অন্ধকার বিশেষ গাঢ় ছিল না। আমরা দ্রব্যাদি ও পরস্পরকে অনেকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম।

প্রথমে ঐ ঘণ্টাগুলি গ্রীণরুমের মধ্যে বাজিয়া উঠিল। ২।১ সেকেণ্ডের মধ্যে ঘণ্টাগুলি গ্রীণরুমের ভিতর হইতে Seance রুমে শূন্যের উপর দিয়া বাজিতে বাজিতে উপস্থিত হইল। ইহার পর উহারা চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতে লাগিল। কখনও আমাদের ঠিক কানের পাশে, কখনও ঠিক মাথার উপর, কখনও একেবারে floorএর উপর, কখনও বা Ceilingএর উপর। পরে উহা ঘরের চতুর্দ্দিকে সবেগে ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে উহা আমাদের প্রত্যেকের গালের উপর যেন অতি সন্তর্পণের সহিত বাজিতে বাজিতে চলিয়া গেল। ব্যাপারটা এত অদ্ভুত যে, আমরা সকলে স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলাম। সর্ব্বশেষে এই চারি সেটের মধ্যে এক সেট্ ঘরের এক কোণে (মিডিয়ম হইতে প্রায় ১০ ফুট দূরে), এক সেট্ Doyle সাহেবের কোলের উপর ও অবশিষ্ট দুইটি গ্রীণরুমের মধ্যে রক্ষিত হইল। (আলো জ্বালিবার পর আমরা উহাদিগকে তিন স্থানে পাইয়াছিলাম)।

গ্রীণরুমে একটা বড় ফুলের তোড়া রক্ষিত ছিল। ঘণ্টার খেলা শেষ হইবার অৰ্দ্ধ মিনিটের মধ্যেই ঐ ফুলের তোড়া গ্রীণরুম হইতে খুব ধীরে ধীরে শূন্যের উপর দিয়া চলিয়া আসিল। প্রথমে আমার মুখের উপর দিয়া ও পরে আর আর সমস্ত দর্শকের মুখের উপর দিয়া চলিয়া গেল। জলসিক্ত ফুল আমি বেশ স্পষ্ট অনুভব করিলাম; (পরে শুনিলাম সকলেই ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন)। ইহার

পর তোড়ার ফুলগুলি পৃথক্ করিয়া প্রত্যেক দর্শককে একটি বা দুইটি ফুল প্রদত্ত হইল। পরে শুনিলাম দুইটির অধিক কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

ফুলের পর ফুলদানির পালা। উহাও কয়েকবার আমাদের কক্ষের চারিদিকে শূন্যের উপর ঘুরিয়া প্রত্যেক দর্শকের মস্তক স্পর্শ করিল। তাহার পর উহা বার্ড সাহেবের চেয়ারের পশ্চাতে floorএর উপর রক্ষিত হইল।

ইহার পর গ্রীণরুমের চোঙটা বাহির হইয়া আসিল এবং শূন্যে একবার কামরার চারিদিকে ঘুরিবার পর উহার ভিতর হইতে বেশ গম্ভীর স্বরে খুব উঁচু পর্দ্দায় ইংরাজী গান "Home, sweet home" বাহির হইতে আরম্ভ হইল। দুই লাইন গাহিবার পর উহার ভিতর হইতে অতি মিহি সুরে (বোধ হইল কোনও স্ত্রীলোকের) আর এক স্বর প্রথম স্বরের সহিত সুর মিলাইয়া বাহির হইতে লাগিল। এই দুই সুরে যতক্ষণ গান হইতেছিল, চোঙটা ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ইহার পর গ্রীণরুমের টেবিলটা খুব ধীরে ধীরে শূন্যের উপর দিয়া চলিয়া আসিল। তাহার পর উহা শূন্যের উপর ঘুরিতে লাগিল। টেবিলটা ছোট বটে কিন্তু উহা floor হইতে ৮।৯ ফুট শূন্যে ঐ ভাবে ঘোরান কোনও মানুষের সাধ্য নয়। ২।৩ মিনিট ঘুরিবার পর টেবিলটা আমাদের Seance রুমের এক পাশে দেওয়ালের নিকট রক্ষিত হইল।

উহা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের মধ্যে কয়েকটা
াল আলোর গোলা শূন্যের উপর দিয়া উপস্থিত হইল।
্রথমে ইহা খুব মৃদু বলিয়া মনে হইল। কিন্তু ২।৩ বার ঘুরিবার
র ইহার জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই
ালোর খেলা বোধ হয় ৫।৬ মিনিট পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।
ন্যের উপর ঐ আলোর সাহায্যে ইংরাজী 3, 4, 5, 8 এবং
্যামিতির ত্রিভুজ ও সমচতুর্ভুজ চিত্রিত হইয়াছিল।

এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখা ভাল যে,
ই Seance এর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মিডিয়মের হাত ও
া বার্ড সাহেব এবং আমার হাত-পায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।
ামরা যে অলৌকিক ব্যাপার দেখিলাম ইহাতে মিডিয়মের যে
ন্দুমাত্র হাত ছিল না তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। বার্ড
াহেবও স্পষ্ট বলিলেন, "আজ আমরা যাহা দেখিলাম তাহার
কানটাই এ পৃথিবীর কোনও মানুষের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণ
সম্ভব। বিজ্ঞানের যতটুকু আমরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি
াহা আজিকার এই ঘটনাগুলির কারণ নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অক্ষম।
ামি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ইহা আমার বিদ্যা ও বুদ্ধির অতীত"।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, বার্ড সাহেব সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক
ময়িক পত্র Scientific American এর Associate Editor.
িনি প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেন যে, উপরোক্ত ব্যাপার-
লি সম্পূর্ণ অমানুষিক।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কেমব্রিজের Seance

আমি প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম যে, Seanceএর বিষয়ে আমার ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা আমি পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে শেষ করিয়া দিব। কিন্তু বার্ড সাহেবের বিশেষ অনুরোধে আমাকে আর এক কাহিনী বর্ণনা করিতে হইল। এই Seanceএর সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না বলিয়া ইহাকে ঠিক চাক্ষুষ প্রমাণ বলিতে পারি না। তবে ইহাতে বার্ড ও Doyle দুইজনেই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়ে আমায় যাহা বলিয়াছিলেন নিম্নে আমি তাহাই বিবৃত করিলাম। এই দুইজনের উপর আমার এ প্রকার প্রগাঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের বর্ণনাকে আমি ঠিক চাক্ষুষ প্রমাণ বলিয়া মনে করি। মিডিয়মের কাজ কুমারী এ্যাডা বেসিনেট্ করিয়াছিলেন। বার্ডের মতে ইহার ক্ষমতা পাউএল অপেক্ষা কম বলিয়া মনে হইল না। বার্ড প্রেততত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য ফ্রান্স, ভিয়েনা এবং বার্লিন গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পাউএল এবং বেসিনেটের মত মিডিয়ম বোধ হয় সমগ্র য়ুরোপে আর ছিল না। তিনি এই উচ্চ সার্টিফিকেট্ দেওয়াতে আমাকে বাধ্য হইয়া এই Seance কাহিনী বর্ণনা করিতে হইল।

এই Seance কেম্‌ব্রিজ সহরে বসান হইয়াছিল। এখানেও মিডিয়মকে বিশেষ সাবধানতার সহিত চেয়ারের সহিত বাঁধা হইয়াছিল। এই চেয়ারের ঠিক পশ্চাতে একটা লোহার থাম্বা (pipe) ছিল। মিডিয়মকে চেয়ারের সহিত বাঁধিবার পর, মিডিয়ম ও তাহার চেয়ারকে এক সুদীর্ঘ Twineএর দ্বারা ঐ থাম্বার সহিত বাঁধা হইল। বলা বাহুল্য, মিডিয়ম যাহাতে কোনও প্রকার চাতুরী করিতে না পারেন; তাহার জন্যই এই প্রকার কঠিন ও নির্ম্মম ভাবে তাঁহাকে বাঁধা হইল।

প্রথমেই (যেমন সচরাচর হয়) প্রেতাত্মা আসিয়া নানা প্রকার বাক্যালাপ করিল। ইহার মধ্যে একটি ঘটনা মাত্র আমি বিবৃত করিব; কারণ, বার্ড সাহেবের মতে, ইহা প্রকৃতই বড় অদ্ভুত। এই Seance বসিবার সাতাশ দিন পূর্ব্বে বার্ড সাহেব আমেরিকা ত্যাগ করেন। জাহাজ-ঘাটে বিদায় দিবার জন্য যাহারা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বার্ড সাহেবের এক শ্যালক জোনাথন্ (Mr. Jonathon) একজন। ইহার সহিত বার্ড সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এই Seanceএ চোঙের ভিতর হইতে হঠাৎ সেই শ্যালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বার্ড সাহেব যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্বরটা খুব মৃদু ও কতকটা অস্পষ্ট; কিন্তু উহা যে জোনাথনের তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তবে কি আর সে ইহ-জগতে নাই? সত্যই তাই। সেই স্বর বার্ড সাহেবকে বলিল যে, মাত্র চারিদিন পূর্ব্বে এক বুধবারে বেলা প্রায়

চারিটার সময় সে আমাদের জগৎ ছাড়িয়া গিয়াছে। পরে বার্ড সাহেব আমেরিকা হইতে তারে সংবাদ পাইলেন যে, ঠিক ঐ দিবস, ঐ সময় জোনাথন্ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ বোধ হয় সম্ভব নয়। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই Seance-এর মিডিয়ম বার্ড সাহেবের পরিচয় আদৌ জানিতেন না। পাঠককে আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহারা Auto-suggestionএর দোহাই দেয় তাহারা যেন মনে রাখে যে, শ্যালকের মৃত্যুসংবাদ আদৌ বার্ড সাহেব জানিতেন না। এইজন্য Auto-suggestionএর কথা উঠিতেই পারে না।

এই Seanceএ তিনটা ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র (tambourines) আনীত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একটি ছোট tambourine-এর ঠিক মধ্যস্থল রেডিয়ম যুক্ত হওয়াতে হীরার ন্যায় জ্বলিতে-ছিল। প্রেতাত্মার কথাবার্ত্তা শেষ হইবার পর এই তিনটা যন্ত্রের ভিতর হইতে প্রায় সর্ব্বজন-পরিচিত একটি ইংরাজী গান বাহির হইতে লাগিল। বেশ স্পষ্ট বোধ হইল তিনটি বাদ্যযন্ত্র হইতে বিভিন্ন তিনজনের সুর বাহির হইতেছে। ২।৩ মিনিটের পর সেই রেডিয়মযুক্ত tambourine শূন্যপথে ঐ ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রেডিয়ম থাকাতে উহার গতিপথ বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। বার্ড সাহেব স্বীকার করিলেন ঐরূপ শূন্যপথে ঐ ভাবে যন্ত্রটিকে ঘোরান মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে মিডিয়মকে কি প্রকার দৃঢ়ভাবে চেয়ার ও খাম্বার সহিত বাঁধা হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক গ্রন্থিতে মোহর লাগান হইয়াছিল। টোয়াইন দিয়া বাঁধিবার পর আবার রেশমী সূতার দ্বারা বাঁধা হইয়াছিল এবং এই বন্ধনের স্থানে স্থানে ফাঁসের বদলে গাঁট দেওয়া হইয়াছিল। কারণ রেশমের গাঁট না কাটিলে খোলা অসম্ভব।

Jambourineএর খেলা শেষ হইলে প্রেতাত্মা বলিল, "এইবার আমার মিডিয়মের বন্ধন মোচন করিয়া দিব। তোমরা কিন্তু উহার হাত ও পা চাপিয়া যেমন বসিয়া আছ, সেই ভাবেই বসিয়া থাক"। ইহার প্রায় তিন মিনিট পরে প্রেতাত্মা বলিল, "আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে। তোমরা আলো আনিয়া দেখিতে পার"। তৎক্ষণাৎ আলো আসিল। দেখা গেল যে, মিডিয়ম সমস্ত বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে প্রকার নির্জীব ভাবে পড়িয়া ছিলেন তাহাতে মনে হইল তাঁহার জ্ঞান নাই; বার্ড সাহেব এই সময় মিডিয়মের অঙ্গে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু Doyle সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন, "উঁহার গায়ে হাত দিও না। উহাতে মিডিয়মের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে"।

বার্ড সাহেব আমাকে পরে বলিয়াছিলেন, "ঐ ভাবের বাঁধন তিন মিনিটের মধ্যে যে কি প্রকারে খুলিয়া ফেলা হইল, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত"। আমরা ব্যাপার দেখিয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলাম। Doyle পর্য্যন্ত

বলিলেন যে, ঐ ধরণের অত্যদ্ভুত ব্যাপার তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। পরে আমি প্রেতাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম, "এই কাজে তোমাদের বাহাদুরী স্বীকার করি। কিন্তু ঐ বন্ধন যদি আবার ঠিক আগেকার মত লাগাইয়া দিতে পার, তবে আমি মানিব যে, ইহা প্রকৃতই প্রেতাত্মার কাজ"।

ইহার পর উজ্জ্বল আলো সরাইয়া দেওয়া হইল। প্রায় চারি মিনিট পরে শুনিলাম, "বন্ধনের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। মোহরগুলা ও রেশমের সূতার গাঁটগুলা ভাল করিয়া দেখিও"।

অদ্ভুত ব্যাপার! দেখিলাম মিডিয়ম ঠিক আগেকার অবস্থায় রহিয়াছেন। যে স্থানে যে নম্বরের মোহর ছিল তাহা ঠিক সেইভাবে রহিয়াছে। রেশমের সূতার বন্ধনে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখিলাম না।

ঐ দিনের শেষ খেলা—কোরাসে গান। ৭।৮ জন অদৃশ্য লোক, স্ত্রী পুরুষ দুই, একই সুরে শূন্য হইতে একটি ইংরাজী গান সুন্দর তান ও লয়ে গাহিতে আরম্ভ করিল। দুই তিন জনের স্বর কতকটা অস্পষ্ট মনে হইল—কথাগুলি যেন স্পষ্ট বাহির হইতেছিল না। ৭।৮ জন ভিন্ন ভিন্ন লোক যে গাহিতেছিল উহাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। স্বরগুলি সমস্তই আমাদের মস্তকের উপর হইতে আসিতেছিল।

এই Seanceএর পর আমি বার্ড সাহেবকে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি

বলিলেন, "আমি Scientific Americanএর প্রতিনিধি ভাবে আসিয়াছি। Seanceএর বিষয়ে এখানে আমি যাহা যাহা দেখিতেছি, তাহা আমি অবিকল সেইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। আমি ফিরিলে কমিটির সম্মুখে আমার রিপোর্ট পড়া হইবে এবং ঐ কমিটিই বিচার করিয়া মতামত দিবে। আমি শুধু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি এমন সব ঘটনা দেখিয়াছি যাহা আমার বুদ্ধির অতীত এবং আমার নিকট সম্পূর্ণ অলৌকিক বলিয়া মনে হইয়াছে"।

দ্বিতীয় ভাগ

(আমেরিকায়)

সূচনা

ছুটি নিতান্ত কম বলিয়া আমাকে অনেক কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া আমেরিকা গমন করিতে হইল। মনে মনে সঙ্কল্প রহিল যখন দীর্ঘ অবকাশ পাইব বা পেন্সন্ লইব তখন আর একবার এখানে আসিয়া অসমাপ্ত কাজগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন করিব। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি ইংলণ্ডে যাহা শিখিয়াছি ও দেখিয়াছি তাহা ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ কালেও হয় নাই। প্রেততত্ত্ব আলোচনা যেমন এখানে হইতেছে এবং ঐ বিষয়ে উহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহা সভ্য জগতের আর কোথাও হয় নাই। আমাদের দেশে যাঁহারা এ বিষয়ের চর্চ্চা করেন বা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন একবার অনধিক কয়েক মাসের জন্য এদেশে আসিয়া বাস করেন। যাঁহাদের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই তাঁহারা, আমার ধারণা, বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন।

অবান্তর হইলেও এখানে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠ্যাবস্থা হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি এই প্রেততত্ত্বের আলোচনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল, "ব্যাপারটা সত্য, না মিথ্যা তাহা জানিতেই হইবে"। মনে মনে সর্ব্বদা এই সঙ্কল্প

ছিল বলিয়াই যেন ভগবান আমায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। এই সুযোগ না পাইলে আমার মত অবস্থার লোকের পক্ষে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাওয়া এবং তথাকার সর্ব্বপ্রধান সমিতি সকলের সাহায্য পাওয়া কখনই সম্ভব হইত না। অতি শুভক্ষণে Doyle সাহেবের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল এবং যে সময় আমি ইংলণ্ডে গিয়াছি ঠিক সেই সময় প্রেততত্ত্ব আলোচনার জন্য Bird সাহেবের মত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ইংলণ্ডে আগমন হইয়াছিল।

এই বার্ড সাহেবের সাহায্য লাভ করিয়াই আমি আমেরিকা যাইবার সাহস করিয়াছিলাম। আমি আমেরিকা যাইবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে বার্ড সাহেব আমেরিকায় উপস্থিত হইলেন।

এইখানে একটি কথার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। আমায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, প্রেতাত্মা আহ্বান করিতে হইলে আমরা মিডিয়মের সাহায্য গ্রহণ করি কেন? ইহার উত্তর আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমাদের আত্মা অমর। জড়দেহের মৃত্যু হইলেই এই আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে। তখন উহার মূর্ত্তি অবিকল জড়দেহের মূর্ত্তির মত। জড়দেহের মৃত্যুর পর আত্মার এই নবীন মূর্ত্তি জড়দেহের ভিতর হইতে বাহির

হয় অথবা বাহির হইবার পর এই মূর্ত্তি গ্রহণ করে তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা সঠিক জ্ঞাত নহি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের মতটি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহাদের মতে আমরা (অর্থাৎ জড়দেহধারী আত্মা) ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ্, তৈজ, মরুৎ, ব্যোম (অপ্=জল, মরুৎ=বায়ু, ব্যোম=আকাশ) এই পাঁচটি উপাদানে নির্ম্মিত। মৃত্যুর পর জড়দেহের মধ্যে মৃত্তিকা ও জল থাকিয়া যায়, আত্মা অবশিষ্ট তিনটি দ্রব্যনির্ম্মিত দেহ লইয়া জড়দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। আত্মার দেহ তেজ, বায়ু ও আকাশ নির্ম্মিত বলিয়া আমরা জড়চক্ষে উহা দেখিতে পাই না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, "আকাশ জিনিসটা কি"? এখন বিজ্ঞানের দয়ায় ইহার উত্তর অত্যন্ত সহজ হইয়াছে। আকাশ যে কি—এ বিষয়ে পূর্ব্বে মতভেদ ছিল। এখন কিন্তু সকলে স্বীকার করেন যে, আকাশ ইথর নামক এক প্রকার অদৃশ্য বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, আত্মা তিনটি অদৃশ্য দ্রব্য দ্বারা নির্ম্মিতঃ—তেজ (energy), ইথর এবং বায়ু। জড়দেহ হইতে এই তিনটি দ্রব্য চলিয়া গেলেই দেহের মৃত্যু হয়। আত্মা যে তিনটি দ্রব্য লইয়া চলিয়া যায় তাহারা সকলেই অদৃশ্য, এইজন্য আত্মাও অদৃশ্য। কোনও প্রকারে আত্মা যদি আবার কোনও দেহীর নিকট হইতে মৃত্তিকা ও জল পুনরায় নিজের অদৃশ্য শরীরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে তবে ঐ অদৃশ্য আত্মা আবার দৃশ্য হইতে পারে।

এই বিষয়ে আর একটি কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের দেশে যোগশাস্ত্রে নিপুণ এমন লোক আছেন এবং ছিলেন, যাঁহারা জীবিতাবস্থায় আত্মাকে জড়দেহ হইতে বাহির করিয়া তাহা দ্বারা ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। এই প্রকার কয়েকটি ঘটনা আমি আমার "মৃত্যুর পর" পুস্তকে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। সংযুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুরের প্রসিদ্ধ যোগী বাবা গোরক্ষ-নাথের ও মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এই ক্ষমতা ছিল, তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যোগবলে আমরা যখন আত্মাকে জীবদেহ হইতে পৃথক্ করিতে পারি, তখন পরলোকগত আত্মা যে আবার জীবদেহে ফিরিয়া আসিবে ইহা আর বিচিত্র কি ?

আমরা কথায় কথায় প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার আবার উহার অনুসরণ করি।

পরলোকগত আত্মা যদি পুনরায় আমাদের কাছে প্রকাশ হইতে চায় তাহাকে কোনও জীবদেহের নিকট হইতে মৃত্তিকা ও জল গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, এই দুইটি দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়াতেই আত্মাকে জীবদেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছে; (অর্থাৎ আমাদের হিসাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে)। পাশ্চাত্য জগতের প্রেততত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ১৮৫৫ খ্রীঃ ঐ দেশের কয়েকজন পণ্ডিত ইহা প্রকাশ করেন যে—মানুষের মৃত্যুর পর শুধু দেহের

বিনাশ হয়, আত্মার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। আত্মা চেষ্টা করিলে জীবিত মানুষের দেহ হইতে এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ করিয়া আবার কিয়ৎকালের জন্য ইহজগতে ফিরিয়া আসিতে পারে। এই পদার্থ অদৃশ্য মনে করিয়া ইহাকে তখন Odic Force নামে অভিহিত করা হইত। নানা প্রকার অনুসন্ধানের পর স্থির হয় যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে কোনও Force (energy) বা শক্তি নয়। ইহা একটি জড়বস্তু, কিন্তু ইহা এমন উপাদানে নির্ম্মিত যে, বিশেষ চেষ্টা না করিলে ইহা দেখা যায় না। পরলোকগত আত্মা যখন কোনও জীবদেহের ভিতর হইতে ইহা গ্রহণ করে, তখন একটা অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ জীবদেহ হইতে বাহির হইয়া আত্মার দেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া দেয়। এই পদার্থ তখন Ecto-plasm নাম গ্রহণ করে। (Ecto = outside বা বাহিরের, plasm = জীবদেহের শক্তিদাতা পদার্থ)। এই Ectoplasm-এর বিশেষত্ব এই যে, ইহা আলো সহ্য করিতে পারে না। এইজন্য Seance-এর সময় তীব্র আলো ব্যবহার করা নিষেধ।

ইহা যে জড়বস্তু তাহা নিম্নলিখিত ভাবে প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে:—Seance-এর পূর্ব্বে মনে কর মিডিয়মকে ওজন করিয়া দেখা গেল যে, উহার দেহভার একমণ সাঁইত্রিশ সের। Seance শেষ হইবার ঠিক আগে আবার ওজন করিয়া দেখা গেল যে, উহা একমণ চব্বিশ সের হইয়াছে। ইহাতে বেশ স্পষ্টই দেখা গেল যে, মিডিয়মের ওজন তের সের কম হইয়াছে অর্থাৎ

উহার শরীর হইতে তের সের ওজনের কোনও দ্রব্য প্রেতাত্মা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। যতবার মিডিয়মকে ওজন করা হইয়াছে, এই পার্থক্য লক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ স্পষ্টই জানা গেল যে, Ectoplasm এমন দ্রব্য যাহার ওজন আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বার্ড সাহেব আমাকে যে সব পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন তাহার সাহায্যে আমি আমেরিকায় পঁহুছিয়াই প্রেততত্ত্ব আলোচনার কাজ আরম্ভ করিতে পারিয়াছিলাম। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে একদিন আমি Seanceএ বসিয়া আত্মা কর্ত্তৃক শ্লেটের উপর লেখা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা যে ভাবে সম্পন্ন হইল তাহাতে আমি ঠিক সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। অন্ধকার ঘরের মধ্যে শ্লেট্ টেবিলের নীচে রক্ষিত হইল। সেখানে যে কি হইল তাহা দেখিবার বা বুঝিবার অবসর পাইলাম না। ইহা যে আত্মাই লিখিয়াছিল তাহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না।

বার্ড সাহেবের পরিচয়-পত্রের জোরে আমি যাহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে স্মলেট্ সাহেব (Mr. Smolett) বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। ইহার সাহায্যে আমি আমেরিকার কয়েকজন মিডিয়মের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। ইহা ছাড়া যখন আমার যে প্রকার সাহায্যের আবশ্যক হইয়াছিল, ইনি তাহা দিতে বিন্দুমাত্র কৃপণতা করেন নাই।

আমেরিকায় আমি প্রায় দুই সপ্তাহ অবস্থিতি করিবার পর বার্ড সাহেব য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বার্ড

সাহেবের যত্ন ও চেষ্টায় এবং আমার বিশেষ অনুরোধে আমার সম্মুখে ছয়বার Seanceএর অধিবেশন হয়। ইহার মধ্যে তিনটির বর্ণনা আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে দিতেছি।

পাঠক জানেন বার্ড সাহেব Scientific American Societyর তরফ হইতে য়ুরোপে পরলোক-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যে রিপোর্ট দিলেন তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই:—"বিষয়টা আমি যথাসাধ্য যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, এমন একটা শক্তি আছে যাহার বিষয়ে নবীন বিজ্ঞান বিশেষ কিছু জ্ঞাত নয়। সেইজন্য এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক। আমার মতে এই অনুসন্ধান আমাদের Societyর তরফ হইতে হওয়া উচিত"।

এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এক Sub-committee সংগঠিত হইল। বার্ড সাহেব উহার সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান-কার্য্য এখনও চলিতেছে এবং তাহার ফলে পরলোক সম্বন্ধে নিত্য নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। "আত্মা অমর এবং মৃত্যুর পর অতি অল্পায়াসে মৃতের আত্মাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনা যায়" ইহা Scientific Americanএর ন্যায় কঠোর বৈজ্ঞানিক সমিতিকেও গৌণভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছে। মাত্র চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা পরলোকের কথায় উপহাস করিত। এখন প্রায় ইহার প্রত্যেক

সহরে ও গ্রামে পরলোক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এখন পরলোক সম্বন্ধে আমেরিকা যে প্রকার অগ্রসর, ইংলণ্ড ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও দেশ তেমন নয়।

উপরোক্ত Sub-committee স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কেহ যদি এ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত সংবাদ জানিতে চাহেন, তাঁহাকে আমরা ইহার বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এই কমিটি স্থাপিত হইবার পর আমি প্রায় দুইমাস কাল আমেরিকায় ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে ছয়বার Seance বসিয়াছিল। উপরেই বলিয়াছি, এস্থলে মাত্র তিনটির বর্ণনা দিলাম; কারণ, অপর তিনটির মধ্যে আমি নূতন কোনও কথা পাই নাই।

(১)

নিউইয়র্ক সহরের Bureau for Scientific Investigation and Demonstration of Psychic Phenomena নামক এক সমিতি আছে। Scientific American এর Sub-committee স্থাপিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ঐ Bureau র জন্ম হইয়াছিল। Scientific American এতদিন পরকাল-তত্ত্বকে

সুনজরে দেখিত না বলিয়া এতদিন Bureauর সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। বার্ড সাহেব য়ুরোপ হইতে ফিরিবার পর Bureauর সহিত Scientific Americanএর একটা সন্ধি সংস্থাপিত হইল—ইহাতে স্থির হইল যে, Bureauর তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত Seance বসিবে, তাহাতে Scientific American-এর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মেম্বর উপস্থিত থাকিবেন এবং তাঁহারা Seanceএর প্রত্যেক কার্য্য বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষা করিবেন।

বিশেষ কার্য্যবশতঃ Bureauর প্রথম Seanceএর বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম না। Seanceএর অধিবেশন অবশ্য Bureauর কর্ত্তারা বসাইলেন, কিন্তু উহা বসিল Scientific Americanএর দপ্তরের এক কামরায়। দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং উহাও পূর্ব্বোক্ত কামরায় বসিয়াছিল।

এই সময় Mr. Frank Decker আমেরিকার বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান Medium বলিয়া প্রসিদ্ধ। য়ুরোপেও ইহার বেশ খ্যাতি শুনিয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে ইনি এই সময় নিউ-ইয়র্ক সহরে উপস্থিত থাকাতে এই দ্বিতীয় অধিবেশনে ইহাকেই Medium নিযুক্ত করা হইল।

এই অধিবেশনে Medium ও আমাকে লইয়া সাতজন লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে তিনজন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক। অধিবেশন আরম্ভ হইবার কয়েক

মিনিট পূর্ব্বে অধ্যাপক Dr. Sandringham একটি নূতন ডাক ব্যাগ (Mail-sack) বাহির করিলেন। ইহা অতি উৎকৃষ্ট Waterproof কাপড়ের প্রস্তুত, দৈর্ঘ্যে চারি হাত এবং প্রস্থে প্রায় আড়াই হাত। Dr. Sandringham প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার প্রার্থনা—Mediumকে ইহার মধ্যে থাকিতে হইবে। বার্ড সাহেব আমার দক্ষিণদিকে বসিয়াছিলেন। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ইহা অন্যায়! Medium কখনই রাজী হইবে না"। কিন্তু আমরা সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইলাম যে, তিনি এই অপমানকর প্রস্তাবে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিলেন না। শুধু বলিলেন, "আমি জানি এই দেশের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সমিতি এই Seance বসাইতেছেন। ইহা খুব স্বাভাবিক যে, তাঁহারা আমার প্রত্যেক কার্য্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিবেন। যাহাতে কোনও বিষয়ে তাঁহাদের মনে কোনও প্রকার সন্দেহ না থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। আজ যদি আমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তাহা হইলে পরলোক-তত্ত্বের সমূহ উপকার হইবে। উহার বিস্তার-কার্য্যে আমি যে কোনও প্রকার অসুবিধা সহ্য করিতে প্রস্তুত"।

ইহার পর Medium সেই ব্যাগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম Mediumএর পদতল হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত ব্যাগের মধ্যে বন্ধ করা হইবে। কিন্তু যখন দেখা গেল অধ্যাপক Mediumএর সমস্ত দেহ ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া

দিলেন, তখন দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, ঐ ভাবে লোকটার শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা। অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কি মনে কর যে, আমি এই অতি সাধারণ কথাটা ভাবি নাই? এই ব্যাগের উপরের দিকে এমন কয়েকটা ছিদ্র রাখা হইয়াছে যে, Medium-এর শ্বাস-প্রশ্বাসে বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না"। ইহার পর ব্যাগের উপরকার মুখ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া একটা তালা লাগাইয়া দেওয়া হইল এবং তালার উপর কয়েকটা সিল মোহর করা হইল। আমরা নীরব নিস্তব্ধ ভাবে অধ্যাপকের এই কার্য্যপ্রণালী দেখিতে লাগিলাম। Medium যে কোনও প্রকার চাতুরী করিবেন তাহার কোনই সম্ভাবনা রহিল না। বার্ড সাহেব আমাকে বলিলেন, "এভাবে Medium এর গতিবিধি বন্ধ করিবার কথা কখনও শুনি নাই। ইহার পরও যদি প্রেতাত্মা আসে তাহা হইলে আমাদের অনুসন্ধানের কাজ একেবারে সরল হইয়া যায়। কিন্তু প্রেতাত্মার অস্তিত্ব যদি সত্য হয় আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, Mediumকে এই ভাবে অপমানিত করায় সে নাও আসিতে পারে"।

ইহার পর অধিবেশন রীতিমত আরম্ভ হইল। ভজনের দুই কলি গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিলাম কক্ষের মধ্যে আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে: প্রথমেই একটা অতি ক্ষীণ নীল রঙের আলোর শিখা কক্ষের চারিদিকে তিন চারি সেকেণ্ড কাল ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর

Medium এর ঠিক মস্তকের উপর আসিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার ঠিক পরেই শূন্যের উপর হইতে এক পনর ষোল বৎসরের বালকের কণ্ঠে ইংরাজী ভাষায় প্রশ্ন হইল, "অধ্যাপক S. মহাশয়! আমি যদি আপনার ব্যাগটা Medium এর শরীর হইতে বাহির করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ব্যাগটা আমাকে দিবেন কি"?

Mr. S. ইহা একেবারে অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন বলিয়া পরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই, বরং আরও একটা পুরস্কার দিব। কিন্তু ইহা করিতে কয় দিন লাগিবে"? শূন্য হইতে উত্তর হইল, "আমার বোধ হয় বিশ মিনিটের মধ্যে ইহা সম্পন্ন করিতে পারিব"।

ঠিক ইহার পর শূন্যবাণী বলিল, "আজ তোমরা মিডিয়মকে যে মেলব্যাগে বন্ধ করিয়াছ, ইহাতে আমি ও আমার সাথীরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমরা Seanceতে যাহাই করি না কেন, তোমরা তাহা মিডিয়মের চাতুরী বলিয়া উড়াইয়া দাও। আজ অধ্যাপকের সুবিবেচনায় এমন একটা কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি যাহা (আমি জোর করিয়া বলিতে পারি) তোমাদের জগতের কেহই করিতে পারিবে না। আমাদের বিষয়ে তোমাদের যে একটা অন্ধ অবিশ্বাস আছে তাহা হয়ত দূর হইবে"।

দুই এক মিনিট নীরব থাকিবার পর ঐ স্বর আমার নাম ধরিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ গুটাবাবু,

তোমার দেশ হইতে তোমার এক নিকট আত্মীয় আমাদের পারে আসিয়াছে। সে এখন এইখানে উপস্থিত আছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা—সে তোমাকে কিছু বলে"। আমি এই সংবাদে স্বভাবতঃই অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলিলাম; "আমার আত্মীয়! কে সে"?

শূন্যবাণী বলিল, "মজ্জাপুরে (মৃজাপুর—আত্মা কিন্তু মজ্জাপুর বলিয়াছিল) তোমার কোনও আত্মীয় ছিল কি"? 'মৃজাপুরে' সত্যই আমার এক অতি নিকট আত্মীয় থাকিত। আমি তাহার নাম করিলাম। (এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি ভারতবর্ষ হইতে যে শেষ পত্র পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাহার পীড়ার বা মৃত্যুর কোনও সংবাদ পাই নাই)।

শূন্যবাণী বলিল "সেই। গত বুধবার বেলা তিনটার সময় সে কলেরায় দেহত্যাগ করিয়াছে। এই সংবাদ তুমি পরের ডাকে পাইবে"।

আমি আর কোনও প্রশ্ন না করাতে শূন্যবাণী বলিল, "তোমার আত্মীয় তোমাকে জানাইতে চায় যে, সে এপারে আসিয়া বেশ সুখে আছে। ইহার দেহত্যাগের জন্য তোমরা যেন বিন্দুমাত্র শোক প্রকাশ না কর। তোমাদের আনন্দ করা উচিত যে, সে তোমাদের সংসারের সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া এই চিরসুখের জগতে আসিয়াছে"। কথাটা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলাম; কারণ, আমার এই আত্মীয়টি প্রায় অর্দ্ধ-সন্ন্যাসী ছিল;—বিবাহ করে নাই। সে সর্ব্বদাই

বলিত, "এই দুইদিনের সংসারে সবই মিথ্যা। যত শীঘ্র এখান হইতে পালান যায়, ততই মঙ্গল"। যাহা হউক, পরে জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, এই আত্মীয় প্রেতাত্মা-কথিত স্থান, সময় ও দিনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল।

ইহার পর প্রেতাত্মা অধ্যাপক S.কে বলিল, "তুমি এখানে আসিবার ঠিক পূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা যে শেষ করিতে পার নাই ভালই হইয়াছে"। অধ্যাপক নিতান্ত বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "ঐ সময় আমি যে পত্র লিখিতেছিলাম তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? আচ্ছা, বল ত' আমি কি লিখিয়াছি"?

প্রেতাত্মা যখন এই অসমাপ্ত পত্রের প্রথম লাইন হইতে শেষ কথাটি পর্য্যন্ত বলিয়া দিল, অধ্যাপক ঘোর বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আজ আমি স্বীকার করিতেছি যে, এই জগতে এমন একটা শক্তি আছে যাহা আধুনিক বিজ্ঞান এখনও পর্য্যন্ত জানে না। তুমি প্রেতাত্মা, না, একটা অজ্ঞাত শক্তি তাহা আমি জানি না। কিন্তু ইহা সত্য যে, তুমি এমত কার্য্য করিলে, যাহা আমরা কেহই করিতে পারি না। ভাল, তোমার ব্যাগ খুলিবার কাজ কতদূর অগ্রসর হইল? তেইশ মিনিট সময় অতীত হইয়াছে"।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেলব্যাগটা অধ্যাপকের কোলের উপর আসিয়া পড়িল। ঠিক ঐ সময় প্রেতাত্মা "Good Night" বলিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিল। আমরা

বুঝিলাম Seance শেষ হইল। ল্যাম্প প্রজ্বলিত হইলে দেখা গেল যে, মেলব্যাগের তালা এবং সিলমোহর ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়াছে—উহাদের কোনও স্থানে তিলমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। কি প্রকারে যে উহা মিডিয়মের শরীর হইতে খুলিয়া লওয়া হইয়াছিল আমরা আদৌ বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাগের প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন ভাবে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক S. বলিলেন, "ইহা যে সম্ভব হইতে পারে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে আমি কখনও বিশ্বাস করিতাম না; এমন কি, আমার নিকটতম বন্ধুও যদি বলিত যে, সে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না"।

ইহার পর Seance শেষ হইল। যাইবার সময় বার্ড সাহেব উপস্থিত দর্শকদিগকে ঐ দিনকার কার্য্যাবলীর বিষয় মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহা সাধারণ জ্ঞানের নিয়মের বাহিরে। এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আর অনুসন্ধান করিতে হইবে"। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই স্পষ্ট স্বীকার করিলেন না যে, ইহা ভৌতিক কাণ্ড।

(২)

ইংলণ্ডে আমি এক Seanceএ শ্লেটের উপর প্রেতাত্মার লিখিবার অভিনয় দেখিয়াছিলাম। ('অভিনয়' এইজন্য বলিলাম যে, উহাতে যে চাতুরী নাই তাহা আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারি নাই)। আমেরিকায় আমি দুইবার

এই ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। উহাতে যে কাহারও কোনও প্রকার চাতুরী ছিল না ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

বার্ড সাহেবের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এই Seance বসিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ডেকার সাহেব ইহার Medium ছিলেন। ইংলণ্ডে যেভাবে ইহা দেখান হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে এই ঃ

যে শ্লেটের উপর লেখা হইবে উহা Medium সঙ্গে আনিয়াছিল। দুইখানা এক মাপের শ্লেট্ আমাদিগকে দেখান হইল। আমরা যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উহার উপর কোনও প্রকার লেখা আছে বলিয়া মনে হইল না। তাহার পর আমাদের সম্মুখে একখানা শ্লেটের উপর একটা শ্লেট্-পেন্সিল্ রাখিয়া অপর শ্লেট্ দ্বারা উহা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর আলো সরাইয়া দেওয়ার পর Medium নিজে উহা দুই হাতে ধরিয়া টেবিলের নীচের দিকে (টেবিলের যে অংশটা আমাদের সম্মুখে থাকে তাহার অপর অংশটা) ধরিয়া রহিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা লিখিবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইহার পূর্ব্বে একটা প্রশ্ন Medium এর অসাক্ষাতে লিখিয়া আমরা একটা খামে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। শ্লেটের উপর ঐ প্রশ্নের উত্তর আসিবে শুনিয়াছিলাম। পরে কিন্তু দেখিলাম যে, শ্লেটের উপর এমন ভাবে লেখা হইয়াছে যাহা যে কোনও প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে। যে টেবিলের সম্মুখে

আমরা বসিয়াছিলাম, উহার উপর একখানা বনাত এমন ভাবে পাতা ছিল যে, উহা টেবিল ঢাকিয়া প্রত্যেক দিকে প্রায় দুই ফুট করিয়া ঝুলিয়া ছিল। টেবিলের তলায় কি আছে না আছে তাহা আমরা দেখি নাই।

আমেরিকার প্রণালী এইবার সংক্ষেপে বিবৃত করিব। যে স্থানে Seanceএর টেবিল রক্ষিত ছিল, সেই স্থানটা আমরা বিশেষ তন্ন তন্ন ভাবে অনুসন্ধান করিলাম। কামরার মেঝের (floor) উপর ম্যাটিং করা ছিল। বার্ড সাহেব একখানা সতরঞ্চি ঠিক টেবিলের নীচে বিছাইয়া দিলেন; উদ্দেশ্য, যদি ঠিক টেবিলের নীচে floorএ কোনও গুপ্তদ্বার থাকে তাহা হইলে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। এ সতরঞ্চির চারি কোণ টেবিলের চারি পায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়া প্রত্যেক বন্ধন-রজ্জুর উপর চারিটি করিয়া সিলমোহর করা হইল।

দুইখানি শ্লেট্ ও একটা পেন্সিল্ বার্ড সাহেব ও আমি বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। উহা প্রায় অর্দ্ধঘন্টা কাল এসিড ও চূণ দিয়া যথাসাধ্য মাজিয়া ঘসিয়া দেওয়া হইল। প্রশ্ন আমি লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। দুইটি প্রশ্ন লিখিয়াছিলাম। প্রথমটি :—আমার পিতার নাম কি ও তাঁহার কোথায় মৃত্যু হইয়াছে? দ্বিতীয়টি :—আমি কেন এ দেশে আসিয়াছি ও কোন্ জাহাজে আসিয়াছি?

বার্ড সাহেব স্বয়ং শ্লেট্ দুইখানি বাঁধিলেন এবং তাহার কয়েক স্থানে সিলমোহর লাগাইলেন। তাহার পর উহা

দুইটি পুরু কার্ডবোর্ডের উপর রাখিয়া টোয়াইন (twine) দ্বারা বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া পুনরায় সিলমোহর করা হইল।

ঐ দিন Medium আমার ও Prof. Darling এর মধ্যে বসিয়াছিলেন। আলো সরাইয়া দেওয়া হইলে শ্লেট্ দুই-খানা টেবিলের উপর ঠিক Medium এর সম্মুখে রক্ষিত হইল। (ইংলণ্ডে কিন্তু টেবিলের নীচের দিকে রাখা হইয়াছিল)। Medium উহার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিলেন। আমি (আমি তাঁহার দক্ষিণে বসিয়াছিলাম) আপন বাম হস্ত তাঁহার ঐ দক্ষিণ হস্তের উপর স্থাপন করিলাম ও Prof. Darling মিডিয়মের বাম হস্ত আপন উভয় হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন। নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহাতে কোনও প্রকার চাতুরী করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

উপরোক্ত ব্যাপারের অনধিক তিন মিনিট পরে শ্লেটের উপর লিখিবার ঘস্ ঘস্ শব্দ বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমার বাম হস্ত বিন্দুমাত্র নড়িল চড়িল না। পাঠক মনে রাখিবেন আমার বাম হস্ত শ্লেটের উপর রক্ষিত ছিল। এ অবস্থায় শ্লেটে লিখিবার সময় আমার বাম হস্ত নড়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা আদৌ হইল না।

ঘস্ ঘস্ শব্দ থামিয়া গেল। আমরা বুঝিলাম প্রেতাত্মার কার্য্য সমাপ্ত হইল। অবিলম্বে আলো আনীত হইল। শ্লেট্

খুলিবার সময় সিলমোহর আমরা বিশেষ সাবধানতার সহিত পরীক্ষা করিলাম। তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র গোলযোগ পাইলাম না। দুইখানি শ্লেটেই বার্ড সাহেব নিজের দস্তখত করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, শ্লেট্ যেন বদল না হয়। বলা বাহুল্য, উহার মধ্যে কোনও প্রকার চাতুরী পাইলাম না।

তাহার পর আমার প্রশ্ন দুইটির জবাবের কথা। যে প্রকার জবাব হওয়া উচিত তাহাই লিখিত ছিল। উহার মধ্যে একটি শব্দও অতিরিক্ত ছিল না। এই স্থানে একটি আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে যে, আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল—"আমার পিতার নাম কি ও তাঁহার কোথায় মৃত্যু হইয়াছে"? ইহার সঠিক উত্তর দিতে পারে এমন লোক আমি ছাড়া আমেরিকায় কেহই ছিল না। এই প্রশ্নের উত্তর শুধু যে সঠিক লিখিত হইয়াছিল তাহা নয়। ইহা বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কি জানি কেন, আমার বিশ্বাস—ইহা কোনও বাঙ্গালীর লেখা। এ প্রকার সুন্দর হস্তাক্ষর ও বিশুদ্ধ বানান য়ুরোপ বা আমেরিকার কেহ লিখিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

শ্লেটের লেখা পড়িবার পর আমরা আবার বৈঠক (Seance) বসাইলাম। এবার মিডিয়মের চেয়ার একটা Self-registering Balance এর (১) উপর রক্ষিত হইয়াছিল।

(১) এই Balanceএর বর্ণনা পরে দেওয়া হইবে।

এবারও মিডিয়ম আমার ও Prof. Darlingএর মধ্যে বসিয়াছিলেন। আলো সরাইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইল। দুই তিন মিনিট পরে বার্ড সাহেব বলিলেন, "আমরা কোনও প্রেতাত্মার মূর্ত্তি দেখিতে চাই। ইহা কি সম্ভব"? উত্তর হইল, "অসম্ভব নয়, তবে ইহা আমাদের মধ্যেও বিরল। এ ক্ষমতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে কঠিন সাধনা করিতে হয়। তোমরা কি ইহা আজই দেখিতে চাও"? অধ্যাপক বলিলেন, "যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় এবং ইহার জন্য তোমাদের বিশেষ অসুবিধা না হয়"।

ইহার পর প্রায় ছয় সাত মিনিট কাল আমরা সকলে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলাম। অপর পক্ষ হইতে কোনও প্রকার সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। আমরা কেহ কেহ ভাবিলাম Seance সম্পূর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু না, হঠাৎ শব্দ শুনিলাম, "আজই তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু কয়েকটা কথা তোমরা মনে রাখিও। যদি ইহার অন্যথা হয় Mediumএর ঘোর অনিষ্ট হইতে পারে; এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। তোমরা কেহ স্থান ত্যাগ করিও না"।

এই সময় বার্ড সাহেব বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, যখন কোনও প্রেতাত্মা আমাদের জগতের কাহারও সহিত দেখা করিতে বা কথা কহিতে চাহে, তখন ঐ আত্মাকে মিডিয়মের নিকট হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা কি

সত্য” ? শব্দ বলিল, “হাঁ, আমাদের দেহ সূক্ষ্ম দ্রব্যে নির্ম্মিত। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে জড়ভাব না আসে আমরা তোমাদের মত জড়দেহীর কাছে প্রকাশ হইতে পারি না। সেইজন্য আমরা মিডিয়মের নিকট হইতে খানিকটা জড়শক্তি সংগ্রহ করি”।

ইহার পর আমরা প্রায় দশ বার মিনিট কাল সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রায় নীরবে বসিয়া রহিলাম—‘প্রায়’ এইজন্য যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি ক্ষীণ স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একটা ক্ষীণ আলোক-রশ্মি সেই কামরার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। প্রথমে ইহার আয়তন একটা ছোট টেনিস্ বলের মত ছিল। তাহার পর ইহা বাড়িতে লাগিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যে দেখা গেল ইহার মধ্যে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি। প্রথমে মূর্ত্তি ছায়ার মত মনে হইতেছিল। কিন্তু অবিলম্বে এই ছায়ামূর্ত্তি বেশ স্পষ্ট এক নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মূর্ত্তির বয়স ৪০।৪২ বলিয়া মনে হইল। ইহার চেহারা ও গায়ের রং দেখিয়া, এ যে শ্বেতাঙ্গ নয়, তাহা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু এ যে কোন্ দেশের তাহা আমি ধরিতে পারিলাম না।

বার্ড সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি” ? মূর্ত্তি বলিল, “তোমাদের হিসাবে প্রায় ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি কলিফর্ণিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলাম এবং প্রায় ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই জগতে আসিয়াছি"। যে বাড়ীতে এই নারী জন্মিয়াছিল তাহার অন্যান্য নরনারী সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলাম। পরে অনুসন্ধান দ্বারা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ঐ প্রেত-নারী যে যে সংবাদ দিয়াছিল তাহার সমস্তই সত্য। উহার জন্মদাতা একজন স্পেনদেশীয় মূর এবং মাতা আমেরিকার আদিম অধিবাসী (Red Indian)। এই ভাবে জন্ম বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি নাই ঐ নারী কোথাকার অধিবাসী।

ঐ নারীর বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান করিতে প্রায় তিন মাস লাগিয়াছিল। যখন অনুসন্ধান শেষ হইল তখন আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু বার্ড সাহেব প্রতিশ্রুত ছিলেন বলিয়া অনুসন্ধানের ফল আমাকে সংক্ষেপে লিখিয়াছিলেন। নিম্নে আমি উহার কয়েক স্থানের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম :—

"......Societyর তরফ হইতে আমি নিজে California গিয়াছিলাম।......ঐ নারীর বাসস্থান বাহির করিতে আমায় বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। উহার এক পুত্র ও এক কন্যা এখনও জীবিত। শুনিলাম ঐ প্রেত-নারীর নাম আরিনি (Arene) ছিল। উহার আত্মীয় সম্বন্ধে যে যে সংবাদ পাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে কোনও ব্যতিক্রম পাইলাম না। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, উহার পুত্রের কাছে

উহার মায়ের দুইখানা ফটো রহিয়াছে। ঐ ফটো বোধ হয় উহার ২৫।২৬ বৎসর বয়সে লওয়া হইয়াছিল। আমরা Seance-roomএ যাহাকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স ৪০ হইতে ৪৫ এর মধ্যে। এই বয়সের পার্থক্য মনে রাখিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ঐ প্রেত-রমণী এবং এই ফটোর মূর্ত্তি একই লোকের। প্রেতাত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ বোধ হয় আর হইতে পারে না"।

এইবার উপরোক্ত Self-recording Balance (ওজন করিবার যন্ত্র—ইহাতে আপনা-আপনি ওজন হইয়া যায়। এই ওজনের ফল লিপিবদ্ধ করাকে Record করা বলে। অধ্যাপক Darling এই কাজ করিতেছিলেন) সম্বন্ধে কয়েকটি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ করিব। এই Balance পরিচালনার ভার Prof. Darlingএর হাতে ছিল। Seanceএ কক্ষে মূর্ত্তি প্রকাশের সময় হইতে উহার অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত Balanceএর record তিনি লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন। (Balanceএর record হইবার স্থানে Radium লাগান ছিল)। মূর্ত্তি প্রকাশের পূর্ব্বে Mediumএর ওজন ৭৮ সের ছিল। মূর্ত্তি প্রকাশ হইবার সাত মিনিট পরে ৬৪ সের এবং বাইশ মিনিট পরে ৫৮ সের হইয়াছিল। ইহার পর মূর্ত্তি যেমন ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতে লাগিল, Mediumএর ওজন আবার বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে আমরা মানিতে বাধ্য যে, Seance-

এর সময় কোনও অদৃশ্য শক্তি মিডিয়মের শরীর হইতে এমন একটা জিনিস বাহির করিয়া লয় যাহাতে তাহার শরীরের ওজন কমিয়া যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রেততত্ত্ববিদেরা এই জিনিসকে Ectoplasm বলিয়া অভিহিত করেন।

(৩)

চিকাগো সহরের নাম অনেকেরই পরিচিত। একদিন বার্ড সাহেব বলিলেন, "সম্প্রতি এক রমণী চিকাগো হইতে এখানে (New York) আসিয়াছে। আমার এক বিশেষ বন্ধুর নিকট হইতে এক পরিচয়-পত্র আনিয়াছে। বন্ধু লিখিয়াছে যে, 'এই রমণী একজন ভাল মিডিয়ম। ইহার এক বিশেষত্ব এই যে, প্রকাশ্য দিনের আলোতেও Seance বসিতে পারে। আমি য়ুরোপের সমস্ত বড় বড় সহরে Seanceএ বসিয়াছি, কিন্তু কোনও Mediumকে দিনের বেলায় বসিতে দেখি নাই। শুনিয়াছি ইংলণ্ডে নাকি একজন Medium আছে, সে দিনের বেলায় Seanceএ বসে, কিন্তু যে কামরায় Seance বসে তাহাকে অন্ধকারে পূর্ণ করা হয়। চিকাগোর Medium নাকি তাহা আদৌ করে না। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা প্রেততত্ত্ব-বিজ্ঞানের এক সম্পূর্ণ নূতন জিনিস হইবে"।

ইহার দুইদিন পরে বার্ড সাহেবের নিজের বাড়ীতে অপরাহ্ণ তিনটার সময় Seance বসিল। Medium (উপরোক্ত চিকাগো রমণী) ছাড়া পাঁচজন লোক উপস্থিত ছিলেন—বার্ড সাহেব, তাঁহার স্ত্রী, আমি ও দুইজন বৈজ্ঞানিক।

শেষের দুইজনের মধ্যে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। (শুনিলাম মিডিয়মের অনুরোধে এইরূপ করা হইয়াছিল। ইহার কারণ পরে জানিতে পারিলাম)।

বার্ড সাহেবের অনুরোধে আমি এক অপ্রসিদ্ধ দোকান হইতে দুইখানি শ্লেট্ ও একটি পেন্সিল্ ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম। শ্লেট্ দুইখানার চারিকোণে বাংলা অক্ষরে আমার নাম লিখিয়া রাখিলাম (বার্ড সাহেবের পরামর্শে)।

যে কামরায় আমরা বসিয়াছিলাম তাহার একটি গবাক্ষ-পথে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করিতেছিল। মিডিয়মের অনুরোধে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কামরায় একটি দরজা ও একটি গবাক্ষ ছিল। বার্ড সাহেব দ্বার বন্ধ করিলেন, কিন্তু গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিল। বলা বাহুল্য, কামরার মধ্যে আলোকের কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু *সূর্য্যের কিরণ যাহাতে ঐ কক্ষের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে না পারে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সাবধান হইয়াছিলাম।*

Seance আরম্ভ হইল। একখানি শ্লেটের উপর পেন্সিল্ রাখিয়া অপর শ্লেট্ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। মিডিয়মের অনুরোধে আমরা একখানা মোটা কাগজে শ্লেট্ দুইখানা মুড়িয়া সূতলি দ্বারা ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিলাম। (দিনের আলোতে সমস্ত কাজ হইতেছিল বলিয়া এইভাবে বাঁধিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল মনে করি নাই। মিডিয়ম না বলিলে আমরা হয়ত কিছুই করিতাম না)।

শ্লেট্ দুইখানার উপর আমি দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বসিলাম। আমার বাম হস্ত মিডিয়মের দক্ষিণ হস্তের সহিত সংযুক্ত ছিল। মিডিয়ম শ্লেট্ স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। এইভাবে বসিবার পর মিডিয়ম আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্লেটের উপর কি লেখা হইবে? আপনি ইচ্ছা করিলে ছবি, গান প্রভৃতি কিম্বা যে কোনও প্রশ্নের উত্তর লিখিত হইবে। কিন্তু আপনার যাহা ইচ্ছা হইবে, কাহাকেও বলিবেন না, একখানা কাগজে লিখিয়া নিজের পকেটে রাখিয়া দিবেন"। আমি পকেট-বুকে লিখিয়া রাখিলাম, "আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের ছবি"।

চারি লাইনের একটি ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিয়া Seance আরম্ভ হইল। গানের প্রথম লাইন শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, শ্লেটের উপর যেন কেহ লিখিতেছে—আমার হাত বেশ স্পষ্ট উঠিতে নামিতে লাগিল। শুধু তাহাই নয়, লিখিবার স্পষ্ট ঘস্ ঘস্ শব্দ উপস্থিত সকলেই শুনিতে পাইলেন। পাঠকেরা মনে রাখিবেন, বেলা তিনটার সময়—পরিষ্কার দিনের আলোতে এই ব্যাপার হইতেছিল। শ্লেট্ দুইখানা টেবিলের উপর সকলের সম্মুখে রক্ষিত ছিল। মিডিয়মের সহিত উহার তিলমাত্র সংস্পর্শ ছিল না। এ অবস্থায় যদি শ্লেটের উপর কিছু লিখিত হয় (বিশেষ আমি যাহা কিছু চাহিয়াছিলাম ঠিক সেইটিই) তাহা হইলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কার্য্য কোনও অপ্রাকৃতিক উপায়ে সম্পন্ন হইয়াছে।

লিখিবার শব্দ শেষ হইবামাত্র মিডিয়ম ইঙ্গিতে বলেন যে, শ্লেট্ খুলিয়া দেখা যাউক। আমি নিজে শ্লেট্ দুইখানাকে বন্ধনমুক্ত করিলাম। শ্লেটে যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম—দেখিলাম, উহার উপর আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিকৃতি। ছবি যে প্রথমশ্রেণীর হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু উহা যে তাহার ছবি তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। স্পষ্ট দিনের বেলায় এ প্রকার ঘটনা দেখিয়াও যদি কেহ বলেন যে, প্রেততত্ত্ব মিথ্যা তাহা হইলে তাঁহাকে শুধু এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব যে, স্বয়ং ভগবান আসিয়া যদি বলেন, "প্রেত আছে এবং অতি অল্প আয়াসে তাহাকে এই জগতে ফিরাইয়া আনা যায়" তাহা হইলে ঐ অবিশ্বাসীর দল বলিবে, "বাপু হে, তুমি যে ভগবান তাহার প্রমাণ কি" ?

তৃতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড

(ভারতবর্ষে)

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পুস্তকের প্রথমেই আমি বলিয়াছি যে, অধ্যাপক Venice সাহেবের অনুগ্রহে প্রেততত্ত্বের উপর আমার দৃষ্টি প্রথম পতিত হয়। তাঁহার শিক্ষা ও উৎসাহ না পাইলে প্রেত-তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য আমি কখনও পাশ্চাত্য দেশে যাইতাম না।

য়ুরোপ গমনের সময় প্রেততত্ত্বে আমার বিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল ছিল। মনে মনে ভাবিতাম, ভিনিসের ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তি যখন ইহার সমর্থন করেন তখন হয়ত ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু তিনিও যখন এ বিষয়ে আমার পূর্ণ বিশ্বাস আনিতে পারেন নাই, তখন য়ুরোপ ইহার অধিক আর কি করিতে পারিবে! কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় আমি এ সম্বন্ধে যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে আমি সম্পূর্ণ ভাবে বুঝিলাম যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাহার অস্তিত্ব আদৌ লোপ পায় না। এপারে যেমন ছিল ওপারেও ঠিক সেইভাবে থাকে, তবে তাহার দেহ অতি সূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া আমরা স্থূল চক্ষে তাহাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু এমন উপায় আছে যাহা দ্বারা আমরা তাহাকে দেখিতে পারি, স্পর্শ করিতে পারি, এবং তাহার সহিত কথা কহিতে পারি।

ভারতবর্ষে ফিরিবার পর আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, ঘোর জড়বাদী য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক লোক প্রেততত্ত্বে আজকাল বিশ্বাস করিতেছে এবং এই বিষয়ের বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধানের নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছে। তবে ভারতের লোকের এ বিষয়ে এত অমনোযোগ কেন? তবে কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরলোক বিশ্বাস করিতেন না? আমার আজন্ম বিশ্বাস যে, আমাদের প্রাচীন ঋষিরা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎ যাহা এখন অনুসন্ধানের বলে জানিতে পারিয়াছে আমাদের ঋষিরা কি তাহা জানিতেন না? ইহা আমি সম্ভব মনে করিলাম না।

আমার বিশ্বাস, গীতার ন্যায় পুস্তক এ জগতে আর নাই। ইহাতে যেমন নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত ধর্ম্মের সমন্বয় করা হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখি নাই। যে মহামানবের লেখনী হইতে ইহা বাহির হইয়াছি[ল] তিনি যে ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিংশতি ও দ্বাবিংশতি শ্লোকে আত্মা ও জড়দেহ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতুলনীয়। শ্লোক দুইটি এই:

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্-
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

অর্থাৎ আত্মার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। জন্মগ্রহণ না করিয়াও ইহার অস্তিত্ব থাকে; এ সর্ব্বদাই আছে। এ জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং প্রাচীন। শরীর নষ্ট হইলেও ইহার নাশ হয় না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী॥

অর্থাৎ মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেইভাবে জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর পরিগ্রহ করে।

অনেকে এই দ্বিতীয় শ্লোককে আত্মার পুনর্জ্জন্মবাদের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করেন। তাঁহারা 'নবানি দেহী'র অর্থ পুনর্জ্জন্মের নূতন দেহ মনে করেন। কিন্তু এ অর্থ আমরা স্বীকার করি না। ইহাই যদি অর্থ হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যাহার মৃত্যু হইবে সে-ই তৎক্ষণাৎ নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া এই জগতে আবার ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন মানবকে কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করিতে হয়, এ জগতে মৃত্যুর পরই ফিরিয়া আসিতে হয় না। হয়ত কর্ম্মফলের জন্য কেহ কেহ মরিবার পরই ফিরিয়া আসে, কিন্তু সকলে নয়। আর এক কথা;— মৃত্যুর পরই যদি মানুষ ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে শাস্ত্রে

শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা থাকিত না। অতএব এখানে 'নবানি দেহী'র অর্থ 'নূতন সূক্ষ্মদেহ' বুঝিতে হইবে।

আত্মা অমর। কর্ম্মানুসারে ইহাকে পুনঃপুনঃ (ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে ও ভিন্ন ভিন্ন লোকে) জন্মগ্রহণ করিতে হয়—ইহার বহুতর উল্লেখ আমরা বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই। আমার বিশ্বাস হিন্দুমাত্রেই ইহা জানেন। এইজন্য তাহার সবিস্তার উল্লেখ আর আবশ্যক বোধ করিলাম না।

এই জগতের লোক ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করিতে পারে বা অপর লোকের প্রাণী এখানে আসিতে পারে—ইহার উল্লেখ আমাদের প্রাচীন পুস্তকে অধিক পাওয়া যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে কিন্তু এই উভয় বিষয়েরই স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। বনপর্ব্বে আছে যে, অর্জ্জুন একবার অস্ত্রশিক্ষার জন্য ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন। মহাভারতের মহাযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর ধৃতরাষ্ট্র মহামুনি বেদব্যাসকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন যুদ্ধে নিহত তাঁহার সমস্ত নিকট আত্মীয়দিগকে এ জগতে পুনরায় আনয়ন করেন। বেদব্যাস অন্ধ রাজার এ অনুরোধ রক্ষা করেন। এ ঘটনা রাত্রিকালে হইয়াছিল এবং পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঐ সকল আত্মা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যায়। মৃত আত্মাকে ফিরাইয়া আনিবার এ প্রকার স্পষ্ট কাহিনী আর কোনও প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাসদেবের এই কাহিনীকে যাঁহারা নিছক গল্প

মনে করিতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন ; কারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের প্রেততত্ত্ববিদেরা এই প্রকারের কার্য্য প্রায় প্রতিদিন করিতেছেন। প্রভেদ এই যে, মহাভারতকার বহুতর প্রেতাত্মাকে একসঙ্গে আনিয়াছিলেন, আজকালকার প্রেততত্ত্বজ্ঞেরা এক বা দুইজন আত্মাকে আনিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কিছুদিন পরে ইঁহারাও বহুতর আত্মাকে একত্রে আনিবেন।

আমি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় বৎসরাবধি প্রেততত্ত্ব বিষয়ে নানা প্রকার আলোচনা করি ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করি। ইহার ফলে আমি বুঝিলাম যে, দক্ষিণ ভারতে দুই এক স্থান ব্যতীত ভারতে এ বিষয়ে প্রকৃত আলোচনা কোথাও হয় না। য়ুরোপ ও আমেরিকায় এ বিষয়ে যে তুমুল আন্দোলন হইতেছে তাহার কোনও সংবাদ এ দেশের লোক রাখে না। নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জনের ও সাহেবিয়ানা শিখিবার জন্য আমাদের দেশের অনেক লোক পাশ্চাত্য দেশে গমন করিয়া সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় ও অপব্যয় করিতেছে, কিন্তু প্রেততত্ত্ব শিখিবার জন্য সেখানে কেহ গিয়াছেন বলিয়া শুনিলাম না। আমি নিজে পশ্চিম প্রবাসী এবং আমাকে পেটের দায়ে চাকুরী করিতে হয় এবং সেইজন্য কখনও এক স্থানে স্থায়ী ভাবে থাকিবার অবসর পাই নাই। তথাপি আমি যখন যেখানে থাকিতাম দুই চারিজন বন্ধু-বান্ধব লইয়া প্রেততত্ত্ব আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতাম।

আমরা Seance বসাইবার চেষ্টাও কয়েকবার করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ সফল হইতে পারি নাই। ইহার কারণ এই যে, Seanceএ সফল-মনোরথ হইতে গেলে প্রথম প্রথম ভাল গুরুর বিশেষ প্রয়োজন। শুধু 'পুঁথিগত বিদ্যায়' কোনও কাজ হয় না। এই স্থানে একটি কথা বলিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রেততত্ত্ব (বিশেষতঃ Seance) বিষয়ে আজকাল পুস্তকের কোনও অভাব নাই। Seance বসাইবার বিষয়ে নিত্য নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ যে, কেহ যেন সকল পুস্তকের সাহায্যে Seance বসাইবার চেষ্টা না করেন। ইহাতে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভিজ্ঞ গুরু না পাওয়া যায় ততদিন পর্য্যন্ত প্রেত আহ্বান করিবার চেষ্টা করিবেন না। প্রেত সত্য সত্যই আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে এ জগতে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে। হয়ত তোমার সামান্য আহ্বানেই কেহ না কেহ উপস্থিত হইবে। তাহার পর তাহাকে দমন করিবার উপায় না জানিলে সে নানা প্রকারে তোমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে পারে। মনে রাখিও, যে সকল প্রেতাত্মা এ জগতে ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত, তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুষ্ট-প্রকৃতির। সৎ-প্রকৃতির আত্মা বড় একটা এখানে ফিরিয়া আসিতে চায় না।

আমি তখন মুরাদাবাদে। ঘটনাচক্রে এক গুজরাটি সাধু ঐ সময় মুরাদাবাদে উপস্থিত হ'ন এবং আমার তাঁহার

সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইনি শিবানন্দ নামে নিজের পরিচয় দেন। বয়স ৬০।৬৫ মনে হইল।

ইনি সাধুজন-সুলভ গেরুয়া রঙের বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন না এবং বাহ্যিক আড়ম্বর আদৌ ছিল না। তথাপি আমি তাঁহাকে 'সাধু' বলিলাম এইজন্য যে, বাল্যকাল হইতেই ইনি সংসার-ত্যাগী। দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান ও সামর্থ্যে কুলাইলে পরের উপকার করা ইঁহার প্রিয় কাজ ছিল। অর্থাদি কখনও কাহারও নিকট হইতে লইতেন না। আমার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইবার দিনই আমি বুঝিলাম যে, পরলোকগত আত্মার বিষয়ে ইঁহার জ্ঞান অসাধারণ। যাহা একান্তমনে প্রার্থনা করা যায় ভগবান তাহা মিলাইয়া দেন। এতদিন আমি যাহা খুঁজিতেছিলাম তাহা যেন নিজে আমার নিকট উপস্থিত হইল।

ইহার পর আমার বাড়ীতে আমি Seanceএর বন্দোবস্ত করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল—ইহা প্রত্যহ বসে। কিন্তু সাধুজির পরামর্শে উহা প্রত্যেক সপ্তাহে দুইদিন বসিবে স্থির হইল—শনিবার ও বুধবার।

পরলোকগত আত্মাকে আহ্বান বিষয়ে ইনি প্রথম দিন আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি নিম্নে অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

১—প্রথম কয়েকটি চক্র (Seance) সূর্য্যাস্তের পর হওয়াই উচিত। আত্মার সূক্ষ্মশরীর এ প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত যে,

সাধারণতঃ উহা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এমন আত্মাও দেখা গিয়াছে, যাহারা প্রকাশ্য দিবালোকে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ হইতে পারে।

২—যাহারা প্রেততত্ত্ব বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে চক্রে আহ্বান না করাই উচিত।

৩—যেখানে চক্র বসিবে সেখানে যেন অকস্মাৎ তীব্র আলো না আনা হয়।

৪—পরলোকগত সমস্ত আত্মার এ জগতে ফিরিয়া আসিবার, কথা কহিবার বা আমাদিগকে দেখা দিবার ক্ষমতা সমান হয় না। দেখা গিয়াছে যে, অনেক আত্মা দেহত্যাগের (মৃত্যুর) পরই এ জগতে আসিয়া কথোপকথন করিতে পারে। অনেকে অনেকদিন পরে এই ক্ষমতা পায়। শরীর ধারণ করিয়া দেখা দিবার ক্ষমতা কিন্তু অতি অল্প আত্মা লাভ করে। যাহারা কথা কহিতে পারে তাহাদের মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। (ক) কেহ কেহ শুধু ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া প্রশ্নাদির উত্তর দেয়। (খ) কেহ কেহ চোঙের ভিতর দিয়া কথা কহে। এইজন্য প্রত্যেক চক্রে একটা চোঙ (horn) রাখিতে হয়। (গ) কেহ কেহ Mediumএর মুখ দিয়া কথা কয়। এক্ষেত্রে কিন্তু গলার আওয়াজ, কথা কহিবার ভঙ্গি প্রভৃতি সমস্তই আত্মার পার্থিব জীবনের মত হয়। (ঘ) কেহ কেহ নিজেই কথা কহে। তখন মনে হয় যেন কথাগুলা শূন্য হইতে আসিতেছে।

৫—মৃত্যুর পর অনেক আত্মাই আমাদের সহিত আসিয়া কথা কহিতে চায়। ইহার মধ্যে দুষ্ট আত্মা অনেক থাকে। Seance বসিলেই ইহারা ভাল আত্মাকে দূরে সরাইয়া নিজেরা প্রকাশ হইতে চেষ্টা করে। এ সময় মিডিয়ম বিশেষ অভিজ্ঞ ও ক্ষমতাধারী না হইলে দুষ্ট আত্মা আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তাহাকে দূর করা বিশেষ আয়াসসাধ্য হয়।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল। প্রথম কয়েকটি চক্রে যে সকল আত্মা আসিয়াছিল তাহারা অতি সাধারণ ধরণের সংবাদ ভিন্ন আর কিছু বলে নাই বা বলিতে পারে নাই। ইহার পর কিন্তু এমন দুইজন আত্মা (কয়েকবার) আসিয়াছিল যাহাদের নিকট আমরা পরলোক সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য শুনিয়াছিলাম। পুস্তকের এই খণ্ডে কিন্তু আমরা ঐ সকল তথ্যের আদৌ উল্লেখ করি নাই। এই সমস্ত সংবাদ আমরা পরবর্ত্তী খণ্ডে যথাসাধ্য বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। পাঠকগণ কিন্তু মনে রাখিবেন যে, ঐ সকল সংবাদ ও মতামত সমস্তই পরলোকগত আত্মাদের। আমরা উহার মধ্যে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করি নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধুজির সহিত আমরা যে কয়েকটি চক্র বসাইয়াছিলাম তাহা আমার নিজের বাড়ীতে। ঐ চক্রে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই আমার আত্মীয় বা অতি নিকট বন্ধু। সাধুজির কোনও পরিচিত লোক বা তাঁহার কোনও শিষ্য (চেলা) কোনও চক্রে উপস্থিত ছিল না। ইহার কারণ এই যে, এরূপ কোনও লোক মুরাদাবাদে ছিল না। আমার সহিত আলাপ হইবার পর ইনি যতদিন মুরাদাবাদে ছিলেন, আমার বাড়ীতেই থাকিতেন।

উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, চক্রের মধ্যে কোনও প্রকার ছলনা বা চাতুরী করা সাধুজির পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। তথাপি আমি প্রথম চারিটি চক্র বসিবার পূর্ব্বে সাধ্যমত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। যে ঘরে চক্র বসিত তাহাতে একটি দ্বার ও একটি গবাক্ষ ছিল। চক্র আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ঐ দুইটি এমন ভাবে বন্ধ করা হইত যে, ঘরের ভিতর হইতে বাহির হওয়া বা ভিতরে প্রবেশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। চক্রের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ছাড়া ঐ কক্ষে আর কিছুই থাকিত না। ঐ দ্রব্য-গুলির তালিকা এইঃ একটা টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার (যতগুলি লোক থাকিত চেয়ারের সংখ্যা ততগুলিই থাকিত),

একটা Horn, একটা ফুলদানি, একটা বক্স হারমোনিয়ম, কয়েকখানা সাদা কাগজ, একটা পেন্সিল্, একটি টেবিল-ল্যাম্প ও একখানি গীতা। (সাধুজির বিশেষ অনুরোধে গীতাখানি রাখা হইত)।

প্রথম দিন চক্র (১) বসিবার সময় সাধুজিকে লইয়া আমরা পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম। ইহার মধ্যে তিনজন (আমাকে লইয়া) বাঙ্গালী ও একজন হিন্দুস্থানি উকিল। উকিল মহাশয় পরলোক সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন না। তবে বলিতেন যে, চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলে তিনি মত পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত। চক্রে বসিবার পূর্ব্বে ইনি কক্ষটি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন ও তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে সাধুজির ঠিক দক্ষিণ দিকে বসান হইয়াছিল।

প্রথমেই একটি হিন্দুস্থানি ভজন গাওয়া হইল—খুব মৃদুকণ্ঠে। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কামরার আলোটি যথাসম্ভব মৃদু করা হইয়াছিল। বিলাতে ও আমেরিকায় দেখিয়াছি—সচরাচর আলো একেবারে নিবাইয়া দেওয়া হয়। সাধুজি কিন্তু কোনও চক্রেই ইহা করেন নাই। আমাদের চক্রের আলো মৃদু করা হইত; কিন্তু আমরা পরস্পরকে দেখিতে পাইতাম। কেহ নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া গেলে অথবা হস্ত কিম্বা পদ দ্বারা কোনও

---

(১) কিভাবে চক্র বসাইতে হয় এবং ঐ বিষয়ে অন্যান্য কথা আমরা এই পুস্তকের পরিশিষ্টে বিবৃত করিয়াছি।

প্রকার চাতুরীর কাজ করিতে গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা ধরা পড়িত।

আমি ছাড়া যে দুইজন বাঙ্গালী উপস্থিত ছিল, তাহারা উভয়েই উচ্চশিক্ষিত। প্রেততত্ত্ব বিষয়ে তাহাদের কোনও প্রকার মতামত ছিল না। তবে ইহা তাহারা আমাকে স্পষ্ট বলিয়াছিল, "তুমি লেখাপড়া শিখে শেষে কিনা একটা গুজরাটি হম্‌বগের পাল্লায় পড়লে! এ বিষয়ে বিলাতে ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধান চল্‌ছে স্বীকার করি। কিন্তু এই beggarটা তাহার কি জানে"?

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই ধরণের (পাখীপড়া) শিক্ষিত বাঙ্গালী আমি অনেক দেখিয়াছি। এই শ্রেণীর প্রধান দোষ এই যে, তাহারা (১) সর্ব্বদা মনে করে যে, ভারতে বাঙ্গালী ছাড়া আর কেহ কিছুই জানে না বা যাহা জানে তাহা না জানার সামিল; (২) যে সামান্য পোষাক পরিয়া বেড়ায় তাহাকে 'মানুষ' বলিয়া মনে করা ভুল; (৩) নূতন কোনও তথ্য যতদিন না পাশ্চাত্য জগতের ছাপ খাইয়া আসিবে, ততদিন তাহা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। বলিতে বড়ই কষ্ট হয় যে, এই জাতীয় বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির জন্য আজ বাঙ্গালীরা ভারতের সর্ব্বত্র অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছে।

চক্র আরম্ভ হইবার সময় দেখিলাম ইহারা দুইজনেই বিশেষ তাচ্ছিল্যভাবে মৃদু মৃদু হাসিতেছে; মনের ভাব—তুমি যাহাই কর না, আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না। উপরে

বলিয়াছি একটি ভজন গাহিয়া চক্র আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার চারিকলি গাহিবার পরই আমার বেশ স্পষ্ট মনে হইল যে, এই কক্ষের মধ্যে যেন কোনও নূতন লোক আসিয়াছে। সে যেন শূন্যের উপর দিয়া অতি দ্রুতবেগে যাতায়াত করিতেছে। ইহার বোধ হয় এক মিনিট পরে আমার ঠিক মস্তকের উপর এক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের স্বর বলিয়া উঠিল, "কি গো, চিনিতে পার" ? স্বরটা অত্যন্ত পরিচিত; কিন্তু এই অকস্মাৎ আবির্ভাব ও প্রশ্নে আমি এ প্রকার বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলাম না। তখন আবার ঐ প্রশ্ন হইল। আমি তখন অনেকটা সামলাইয়াছি। আমি বলিলাম, "তুমি কে" ?

স্বর। "আমি রমা। চিনিতে পারিয়াও ও কথা বলিলে কেন" ?

আমি। "তোমার স্বর চিনিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু এভাবে ওপারের লোকের সহিত কখনও আমার এ দেশে দেখা হয় নাই। সেইজন্য ঠিক বিশ্বাস করিতে পারি নাই। কিন্তু তুমি ত' প্রায় ১৫ বৎসর দেহত্যাগ করিয়াছ। এতদিন কোথায় ছিলে" ?

স্বর। "যেখানে এখন আছি, এতদিন সেইখানেই ছিলাম"।

আমি। "ধরণী (ইহার স্বামীর নাম। স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় আট বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যু হয়) কোথায়" ?

স্বর। "এখানে আসিবার পর প্রায় দুই বৎসর আমার খুব নিকটে ছিলেন। তাহার পর চলিয়া গেলেন। এখন কোথায় ঠিক বলিতে পারি না"।

আমি। "ব্যাপারটা ঠিক বুঝিলাম না। সে কি আবার আমাদের লোকে ফিরিয়া আসিয়াছে"?

রমা কিন্তু এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না। তাহার পর জানিতে পারিলাম যে, উহার কথা কহিবার শক্তি শেষ হওয়াতে সে আর কথার জবাব দিতে পারিল না। এই ক্ষমতা (পরে জানিয়াছিলাম) সকল আত্মার সমান হয় না।

পাঠকগণকে বলিয়া রাখা ভাল যে, রমা নামে আমার যে কোনও আত্মীয়া আছেন তাহা গুজরাটি সাধু অবশ্যই জানিতেন না। চক্র বসিবার সময় কি উহার ঠিক পূর্ব্বে এই রমার কথা আদৌ আমার মনে হয় নাই। প্রায় [illegible] বৎসর পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হওয়াতে আমি ইহার কথা [illegible] ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এমন কি আমার বাড়ীতেও ইহার বিষয়ে চর্চ্চা হওয়া প্রায় শেষ হইয়াছিল।

তাহার পর ইহার গলার স্বরের কথা। ইহার মধ্যে আমি বিন্দুমাত্র পার্থক্য পাই নাই। জীবিতাবস্থায় রমা যে স্বরে যেভাবে কথা বলিত, উহার প্রেতাত্মাও ঠিক সেই স্বরে সেইভাবে কথা বলিল। আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমাদের সাধুজি বাংলা ভাষা

আদৌ জানিতেন না। অথচ রমার আত্মা পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কথা বলিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই চক্রে একজন হিন্দুস্থানি উকিল উপস্থিত ছিলেন। রমার আত্মা নীরব হইলে এক হিন্দুস্থানি আত্মা উপস্থিত হইল। ইহার স্বর হর্ণের ভিতর দিয়া আসিল। এই আত্মা উকিলের সহিত প্রায় ৭।৮ মিনিট কথোপকথন করিয়াছিল। পরে উকিল মহাশয় আমায় বলিয়াছিলেন যে, উহা তাঁহার বড় ভাইয়ের আত্মা। তিন বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিলেন যে, উহার ভাষা, বলিবার ভঙ্গি এবং স্বর অবিকল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার। বিশেষ তিনি এমন সব কথা বলিলেন যাহা তাঁহার অতি নিকট আত্মীয় ভিন্ন আর কাহারও জানা অসম্ভব। ইহার পর প্রেতাত্মার পুনরায় ফিরিয়া আসার বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে উকিল বলিলেন, "দেখুন, এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমি যে সকল কথা শুনিতাম বা পড়িতাম তাহা আমি গল্পই মনে করিতাম। তবে এ বিষয়ে ভাল করিয়া আলোচনা বা অনুসন্ধান কখনও করি নাই। আপনার এই চক্রে আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম ও নিজের কানে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছি যে, প্রেততত্ত্ব এক নূতন জিনিস। ইহার মধ্যে অনেক কিছু জানিবার ও শিখিবার আছে"।

এই চক্র প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় চক্রে আমরা সর্ব্বসমেত সাতজন উপস্থিত ছিলাম। প্রথম চক্রের সকলেই ছিলেন—অবশিষ্ট দুইজন মুসলমান ভদ্রলোক—স্থানীয় সরকারি কলেজের শিক্ষক (Lecturers)। চক্রের পূর্ব্বে যখন সাধুজি শুনিলেন যে, দুইজন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি আমাকে বলিলেন, "মুসলমান থাকাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু এ জাতীয় লোক লইয়া আমি এ পর্য্যন্ত কোনও চক্র করি নাই। প্রেতাত্মার ইহাতে আপত্তি হইবে কি না তাহা আমি ঠিক জানি না। এইজন্য এই চক্রের ফলাফল সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতে পারিব না"। ঐ দুইজন আমার বিশেষ বন্ধু। আমাদের চক্রের কথা শুনিয়া তাঁহারা দুইজন স্বেচ্ছায় আ সিয়াছেন। দুইজনেই উচ্চশিক্ষিত। এইজন্য আমি সাধুজি এ প্রকারের আপত্তি শুনিলাম না।

আমার অনুরোধে ঐ দুইজনের একজন (ইঁহার নাম সুলতান মহম্মদ) একটি উর্দ্দু ভজন গাহিলেন। (এই উর্দ্দু ভজনের বিষয় সাধুজি স্পষ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না)। ইহার দুইটি কলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপরকার চোঙটা হঠাৎ টেবিল ছাড়িয়া শূন্যের উপর ঘুরিতে লাগিল। আমরা এই অদ্ভুত

ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত! কক্ষের মধ্যে যে সামান্য আলো ছিল তাহাতে আমরা দেখিলাম মিডিয়ম ও অপর পাঁচজন নিস্তব্ধ ভাবে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট। এই ব্যাপারে তাঁহাদের কাহারও যে কোনও প্রকার হাত ছিল না তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলাম। বিশেষ আমরা যদি চেষ্টা করিতাম তাহা হইলেও চোঙটাকে ঐ ভাবে ঘুরাইতে পারিতাম না। কারণ, এক একবার উহা প্রায় আমাদের মাথার উপর আসিতেছিল, আবার একেবারে Ceiling পর্য্যন্ত যাইতেছিল। কখনও কখনও উহা অতি ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের এক দিক হইতে অন্য দিকে গমন করিতেছিল। তাহার এই প্রকার বিচিত্র গতি আমাদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। ইহা, শুধু আমি নই, উপস্থিত সকলেই স্পষ্ট স্বীকার করিলেন। শেষে ইহার গতি এত বৃদ্ধি হইল যে, উহা আমরা পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম না।

ইহার পর ইহা মিডিয়মের মস্তকের প্রায় তিন ফুট উপরে আসিয়া আপন গতি স্থগিত করিল (অবশ্য শূন্যের উপর)। প্রথমে উহার ভিতর হইতে অতি অস্পষ্ট ভাবে শব্দ বাহির হইতে লাগিল। উহা যে কিসের শব্দ আমরা কেহই তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বোধ হয় অর্দ্ধ মিনিট পরে শব্দ বেশ স্পষ্ট হইল। তখন বুঝিলাম কেহ বিশুদ্ধ উর্দ্দু ভাষায় কথা বলিতেছে। স্বরে বোধ হইল বক্তা বয়সে অত্যন্ত প্রবীণ। যখন শব্দ বেশ স্পষ্ট হইল, তখন বুঝিলাম উহা বলিতেছে, "সুলতান, তুমি কি আমায় চিনিতে পার নাই" ? ভাবে বোধ

হইল—ঐ ভদ্রলোক এই ব্যাপারের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিল না—বোধ হয় তাহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইল না। অদৃশ্য বক্তার স্বর যখন পুনরায় ঐ প্রশ্ন করিল, তখন সে বলিল, "আপনি—আপনি কে? আপনি কি আব্বাজান (পিতা)"?

ইহার পর পিতাপুত্রে প্রায় ৭।৮ মিনিট কথোপকথন চলিল, সমস্তই উর্দ্দু ভাষায়। পরে আমি সুলতানের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ব্যাপারটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রেতাত্মাকে এমন কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যাহার উত্তর বাহিরের কোনও লোকের জানা অসম্ভব। যথাঃ (১) তাঁহার পিতার মৃত্যুর তারিখ, দিন ও সময়; (২) মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সুলতানকে কি বলিয়াছিলেন এবং পুত্র কি জবাব দিয়াছিল; (৩) তাঁহার (সুলতানের) মাতা এখন কোথায় এবং (যে সময় চক্র বসিয়াছিল, সেই সময়ে) কি করি[illegible]ছেন; (৪) সুলতানের কয় পুত্র এবং কয় কন্যা (পাঠকগণ[illegible] বলিয়া রাখা ভাল সুলতান তখন পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই)।

সুলতান স্বীকার করিল যে, প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ঠিক হইয়াছিল। সুলতানের মাতার মৃত্যু তাহার পিতার পূর্ব্বেই হইয়াছিল এবং তাহার পর তাহার পিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। সেইজন্য আত্মা তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করিল, "তোমার নিজের জননীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, না, আমার দ্বিতীয়া স্ত্রীর"? সুলতান ইহার উত্তর না দিয়া চতুর্থ প্রশ্ন করিল।

এইবার আত্মা হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, "দেখ, তুমি আমায় পরীক্ষা করিতেছ। আমি যে সত্য সত্যই তোমার পিতার প্রেতাত্মা তাহা এখনও তোমার বিশ্বাস হয় নাই। দেখ, মৃত্যুর পর আমাদের জড়দেহ নষ্ট হইয়া যায়, আর কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। এমন কি, আমাদের মন পর্য্যন্ত অবিকল পূর্ব্বের মত থাকে। আমার কথা কহিবার সময় শেষ হইয়া আসিল, তাহা না হইলে তোমাকে এখানকার অনেক কথা বলিতাম"। ইহার পর ঐ হর্ণটা (চোঙ) ধীরে ধীরে টেবিলের যথাস্থানে রক্ষিত হইল। পাঠক, মনে রাখিবেন সাধুজি উর্দ্দু আদৌ জানিতেন না।

ইহার পর শূন্যের উপর হইতে এক বৃদ্ধের স্বর শুনা গেল। প্রথম চক্রে দুইজন বাঙ্গালী দর্শকের কথা বলিয়াছি। এই দুইজন প্রেত-আহ্বানকে হম্‌বগ্ (Humbug) মনে করিত। উপস্থিত আত্মা ইহাদের একজনের মাতামহ। প্রথম চক্রের পর আমি ইহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করি। ইহারা উহার উত্তর না দিয়া বলিয়াছিল, "আরও দেখি, তারপর বলিব"।

এই নবাগত প্রেতাত্মার নাতির নাম সুধাংশু। আত্মা বেশ স্পষ্ট স্বরে বলিল, "কি রে সুধা! আমাকে চিন্‌তে পারিস্"? সুধাংশু বোধ হয় এ প্রকার ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ এই প্রশ্নে সে নিতান্ত স্তম্ভিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না। তখন স্বর বলিল, "কি গো বুড়োকে কি এরই মধ্যে ভুলে গেলি? এই ত' মোটে

তিন বৎসর তোদের ছেড়ে এসেছি”। সুধাংশু এবার বলিল, “দাদা মহাশয়, সত্যই কি তুমি কথা বলিতেছ”? স্বর এবার হাসিয়া বলিল, “ওরে বাবা, এখন কি আমি আর তোর দাদা মহাশয় আছি! আমি তার ভূত হয়েছি! তুই নাকি আমাদের আমোল দিতে চাস্ না? তুই নাকি বলিস্, মর্‌বার পর কিছু থাকে না”?

সুধাংশু বলিল, “আমি ত’ তাহাই মনে করিতাম। আচ্ছা, এমন কিছু করিয়া দেখাইতে পার যে, আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে, মৃত্যুর পর সত্য সত্যই মানুষ থাকে এবং তাহারা আবার আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে পারে”?

প্রেতাত্মার হাসি আমরা সকলেই স্পষ্ট শুনিলাম। তাহার পর শুনিলাম, “হাঁ রে সুধা, তোর দাদামশায় কি যাদুকর যে, তোকে নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইবে তবে তুই দয়া করিয়া বিশ্বাস কর্‌বি যে, আমি তোর সেই পুরাতন দাদা? আমি ভাই হার মানিলাম। তুই না হয় মনে কর্ যে, আমি তোদের বাড়ীর সেই হ’রে দু’লে”।

প্রেতের এই কথায় সুধাংশু লজ্জিত হইল কি না ঠিক বুঝা গেল না, কিন্তু সে বলিল, “তোমার স্বর যে প্রায় আমার দাদা মহাশয়ের মত তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি মরা মানুষের ফিরিয়া আসার কথা মোটে বিশ্বাস করি নাই। ব্যাপার আরও ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য

আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। ইহার উত্তর যদি ঠিক ঠিক পাই তাহা হইলে বুঝিব তুমি সত্যই আমার দাদা মহাশয়। রাজী আছ”?

আত্মা আবার হাসিয়া বলিল, “তোর মত নাস্তিকের নম্বর তোদের জগতে বড় বেশি। আমরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি যা'তে তোদের এই ভুল ধারণা দূর হয়। তোর যা' ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর্। কিন্তু এমন কথা জিজ্ঞাসা করিস্ যাহা আমি জানি। তোরা হয়ত মনে করিস্ যে, এ জগতে আসিলে আমরা সবজান্তা হইয়া পড়ি। ইহা একেবারে ভুল”।

তখন সুধাংশু এই কয়টি প্রশ্ন করিল :—

(১) আমি কোন্ তারিখে, কোন্ মাসে, কোন্ বারে এবং কোন্ সময়ে জন্মিয়াছি। (২) আমার পিতার কোন্ সালে এবং কোন্ স্থানে বিবাহ হইয়াছিল এবং ঐ বিবাহে বাবার কি অনিষ্ট হইয়াছিল (তোমাকে ঐ অনিষ্টের কথা বলা হইয়াছিল)। (৩) ঠিক এই সময় তোমার নাত্‌বৌ (আমার স্ত্রী) কোথায় এবং কি করিতেছে।

যখন সুধাংশু প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইল, তখন সে দুই তিন মিনিট কাল নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অগত্যা আমাদের চক্রও সেদিনকার মত শেষ হইল।

সুধাংশু আমার একজন বন্ধু। তাহাকে পরদিন যখন পূর্ব্বরাত্রির ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম সে বলিল, “কালকার ঘটনায় আমি পরিষ্কার বুঝিয়াছি যে, মৃত্যুর পর মানুষ থাকে এবং ডাকিলে ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা এত অসাধারণ যে, উহা আমি সকলের সম্মুখে স্বীকার করিতে পারিলাম না”।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাদের তৃতীয় 'চক্রে' সর্ব্বসমেত পাঁচজন উপস্থিত ছিল—মিডিয়ম, আমি, পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানি উকিল, সুলতান আহম্মদ ও তাহার বন্ধু আল্‌তাফ্‌।

চক্র আরম্ভ হইবামাত্র আমার পূর্ব্বোক্ত আত্মীয়া রমার স্বর শুনিতে পাইলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে আমার সেদিনকার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল কেন। সে উত্তর দিল, "তোমরা জান না যে, আমরা এখানে যাহা ইচ্ছা করিতে পারি না। তোমাদের সহিত কথা বলিবার সময় আমাদিগকে কোনও জড়দেহীর নিকট হইতে ক্ষমতা সংগ্রহ করিতে হয়। ঐ ক্ষমতা যতক্ষণ থাকে আমরা কথা বলি। সেদিন আমার কথা বলিবার আর শক্তি ছিল না বলিয়া আমি তোমায় জবাব দিতে পারি নাই। আমার ওপারের স্বামী যে এখন কোথায় তাহা আমি জানি না। এমন হইয়া থাকে। একজনকে হয়ত রোজ দেখিতেছি, একদিন অকস্মাৎ সে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেন যায়, কোথায় যায়, আমি জানি না। শুনিয়াছি, কেহ কেহ তোমাদের ওপারে ফিরিয়া যায়, কেহ কেহ নাকি অন্য কোনও লোকেও যায়। কিন্তু কাহার হুকুমে তাহারা যায়, আমি বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় এখানকার খুব অল্প লোকই ইহার ঠিক সংবাদ

দিতে পারে, কিম্বা হয়ত যাহারা জানে তাহারা বলে না"। ইহার পর রমার স্বর সেদিনকার মত নীরব হইল।

ইহার পর এক নূতন ব্যাপার আরম্ভ হইল—একই সময়ে দুইজন ভিন্ন ভিন্ন আত্মার স্বর শুনিতে পাইলাম। একজন সুলতানের পিতার, অপর একটি বালিকার। পরে শুনিয়াছিলাম ঐ বালিকা আল্‌তাফের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে দশ বৎসর বয়সে সে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যায়। এই দুই আত্মাই উর্দ্দু ভাষায় কথা বলিয়াছিল।

এই দুই আত্মা যাহা বলিয়াছিল, তাহা সাধারণ সংসারের কথা, এইজন্য তাহার বর্ণনা করিয়া পাঠকের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিব না। কিন্তু উহাদের বিষয়ে দুই একটি আবশ্যকীয় কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রথম, সুলতানের পিতার স্বর ও কথা কহিবার ভঙ্গি পূর্ব্বে আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আজও যে সেই ব্যক্তি কথা বলিতেছি। তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আল্‌তাফের হিসাবে ঐ বালিকার বয়স প্রায় তের বৎসর। উহার কথার স্বরে বেশ বুঝা গেল যে, উহার বয়স ইহার অধিক হইবে না। তাহার কথায় ছোট মেয়ের সমস্ত ধরণ-ধারণ বর্ত্তমান ছিল। হিন্দুস্থানি অনেক ছেলেমেয়ের সহিত কথা বলিবার অবসর আমি অনেক পাইয়াছি। বক্তা যে হিন্দুস্থানি মুসলমান ঘরের একটি ছোট মেয়ে তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে প্রস্তুত আছি।

ছোট মেয়েটি ৪।৫ মিনিট ও সুলতানের পিতা ৮।৯ মিনিট পরে নীরব হইল। ইহার ঠিক পরে—টেবিলের উপর রক্ষিত চোঙের ভিতর হইতে কথা আরম্ভ হইল। গলার স্বরে বুঝিলাম, বক্তা অতি প্রাচীন। (পরে শুনিয়াছিলাম প্রায় আশী বৎসর বয়সে, মাত্র ৮।৯ মাস পূর্ব্বে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন)। আমাদের মিডিয়মের ইনি পরম বন্ধু ছিলেন এবং উভয়ে একই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি যুক্তপ্রদেশের লোক, এইজন্য আগাগোড়া পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন। আমার ও হিন্দুস্থানি উকিল দুইজনের সহিতই ইনি কথা বলিয়াছিলেন।

উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? আপনাকে আমরা চিনিতে পারিতেছি না"। আত্মা বলিল, "তোমাদের সহায়ক (মিডিয়মের স্থানে ইনি বরাবর 'সহায়ক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন) শিবানন্দজি আমার বন্ধু ও গুরুভ্রাতা। আজিকার চক্র শেষ হইলে শিবানন্দজিকে বলিও যে, রামানন্দ আজ আসিয়াছিল। তাহাকে বলিও, যদি সম্ভব হয় একদিন যেন আর কাহাকেও সহায়ক করিয়া চক্র করে। তাহা হইলে আমি তাহার সহিত কথা বলিতে পারি। (পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, যতক্ষণ চক্র চলিত, আমাদের সহায়ক তন্দ্রাচ্ছন্ন, নীরব, নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতেন। দেখিলে মনে হইত না যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আছে)।

উকিল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কতদিন ওপারে গিয়াছেন"? রামানন্দ বলিলেন, "তোমাদের হিসাবে এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই"।

উকিল। "আপনি কোন্ স্থানে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন"?

রামানন্দ। "নর্ম্মদা-তীরে, দণ্ডা গ্রামে"।

আমি। "আমাদের চক্র বসিবার ঠিক পূর্ব্বে আপনি কোথায় ছিলেন"?

রামানন্দ। (হাসিয়া) "তুমি কি মনে কর আমরা তোমাদের এই লোকের চারিদিকে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াই-তেছি? অবশ্য আমাদের জগতে এমন লোক আছে বটে, যাহারা তোমাদের ওপারের মায়া কোনও মতে কাটাইতে পারে নাই এবং সেইজন্য যতক্ষণ পারে ওখানে আটকাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অধিক নয়; কারণ, যাহারা কোনও মতে গত জীবনের বন্ধন ও বাসনা ছাড়িতে পারে না তাহাদিগকে আমাদের লোক ছাড়িয়া যাইতে হয়"

উকিল। "তাহারা কোথায় যায়"?

রামানন্দ। "তাহা হয়ত আমি ঠিক জানি না। আমার বিশ্বাস এবং আমাদের মধ্যে জ্ঞানীরা বলেন যে, তাহারা হয় তোমাদের জগতে ফিরিয়া যায়, নতুবা আরও কোন নিম্নতর ও নিকৃষ্ট স্থানে যাইয়া জন্মগ্রহণ করে। তবে তোমার প্রথম প্রশ্ন নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই। যে সময় তোমাদের চক্র বসে আমি তখন বদ্‌রি নারায়ণে ছিলাম"।

উকিল। "ঐ স্থান ত' এখান হইতে বহুদূরে। শুনিয়াছি পথ অত্যন্ত দুর্গম। আপনি ততদূর হইতে এত শীঘ্র কেমন করিয়া আসিলেন" ?

রামানন্দ। "তোমরা যতই শিক্ষিত হও না কেন, তোমাদের জ্ঞান সীমা ছাড়িয়া যাইতে পারে না। তোমাদের বিজলির গতি-শক্তির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু তোমাদের বায়ুযান আজকাল ঘণ্টায় ৩০০।৪০০ মাইল যাইতেছে। সেই জড়বস্তু যদি এত বেগে যাইতে পারে, তবে আমরা সূক্ষ্মদেহে কি মিনিটে ৩।৪ শত মাইল যাইতে পারি না" ?

উকিল হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বলিলেন আমি শুনিয়া গেলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিলাম না। সূক্ষ্মদেহ জিনিসটা যে কি তাহা আমার বুদ্ধির অতীত"।

আত্মা। "এ কথা আমি তোমায় আর একদিন হয়ত বুঝাইবার চেষ্টা করিব"।

এই সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনি কি মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদিগকে দেখা দিতে পারেন" ?

আত্মা ২।৩ মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "হয়ত পারি, কিন্তু আজ অসম্ভব। আমার জড়শক্তি (যাহা আমি তোমাদের সহায়কের নিকট হইতে লইয়াছি) প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যেদিন এখানে অন্য কোনও সহায়ক থাকিবে, সেদিন যদি শিবানন্দ উপস্থিত থাকে, আমি জড়দেহ ধারণ

করিবার চেষ্টা করিব। শিবানন্দকে বলিও যে, আমাদের গুরু মহারাজ শীঘ্র হরিদ্বারে আসিবেন। আগামী শুক্ল একাদশীর দিন তিনি শিবানন্দকে হরিদ্বারে স্মরণ করিয়াছেন। শিবানন্দ যদি ঐ দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে তাহা হইলে তাহার বহুদিনকার আশা পূর্ণ হইবে। তাহাকে এই কথা বলিও"।

চক্র শেষ হইবার পর আমি সাধুজিকে আত্মার সমস্ত কথা বিবৃত করিলাম। তিনি বলিলেন, "আমরা উভয়ে এক গুরুর শিষ্য। আমাদের গুরু এখনও দেহরক্ষা করেন নাই। বোধ হয় গুরুর বয়স একশত পার হইয়া আরও আট দশ বৎসর হইয়াছে। তিনি প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, দীক্ষার সময় তিনি গুরুর যে চেহারা দেখিয়াছিলেন, এখনও তিনি ঠিক সেইভাবে আছেন"। শিবানন্দের মতে তাঁহার গুরু সিদ্ধপুরুষ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামানন্দজি বলিলেন যে, গুরুর সহিত দেখা করিলে আপনার বহুদিনের আশা পূর্ণ হইবে। যদি আপত্তি না থাকে তবে কিসের আশা তাহা আমরা জানিতে পারি কি"?

সাধুজি হাসিয়া বলিলেন, "আমরা সংসার-ত্যাগী। আমাদের এমন কোনও কথা থাকিতে পারে না যাহা আমরা লুকাইয়া রাখিব। তোমরা হয়ত শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে,

আমার গুরুদেবের গুরুও জীবিত। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি তিনি গুরুদেব অপেক্ষা পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের বড়। তোমরা বিশ্বাস করিলে কি না জানি না, কিন্তু ইহা সত্য। তিনি হিমালয়ের এক নিভৃত স্থানে থাকেন। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি তাঁহার গুরু অপেক্ষাও বয়সে বড় অনেক সাধু-সন্ন্যাসী হিমালয়ে আছেন। তাঁহারা কখনও লোকালয়ে আসেন না। গুরুদেবের এই গুরুকে দর্শন করিবার প্রার্থনা আমি অনেকবার করিয়াছি। এইবার বোধ হয় আমার এই বাসনা পূর্ণ হইবে"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঐ সময় মুরাদাবাদে ডাক্তার রায় (বিশেষ কারণে এই নাম পরিবর্ত্তিত হইল) বিশেষ পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। চিকিৎসা উপলক্ষে তিনি সহর হইতে বহুদূর গমন করিতেন। তাঁহার নিজের পুত্র-কন্যা না থাকাতে তাঁহার এক নিকট আত্মীয় নিজের পরিবারবর্গ লইয়া রায়ের নিকট থাকিতেন।

একদিন শুনিলাম ঐ আত্মীয়ের এক যুবতী কন্যা হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা গোড়া হইতে খুলিয়া বলি। পাগল হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ঐ কন্যার একমাত্র সন্তান ছয় বৎসরের এক পুত্র ৪।৫ দিনের পীড়ায় মার কোল শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। ডাক্তার রায় অনেকটা নাস্তিক ভাবাপন্ন ছিলেন। আমার বোধ হয় তিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি কোনও প্রচলিত ধর্ম্ম বা কোনও প্রকার নির্দ্দিষ্ট সামাজিক নিয়ম-কানুন মানিতেন না। নিজেই যাহা ভাল বুঝিতেন, সহস্র লোকের নিষেধ সত্ত্বেও তাহাই করিতেন। ঐ শিশুর মৃত্যুর পর তাহার মৃতদেহ ডাক্তারের একজন মুসলমান ভৃত্য রামগঙ্গা-তীরে (মুরাদাবাদের নদী) লইয়া গিয়া এক স্থানে প্রোথিত করে এবং ইহার পর হিন্দু-ধর্ম্মসুলভ কোনও প্রকার কার্য্য করা হয় নাই। শিশুর

মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুরা এই বিষয় লইয়া নানা প্রকার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু ডাক্তার কাহারও কথা শুনা আবশ্যক মনে করেন নাই।

শিশুর মৃত্যুর পর উহার জননী নীরব নিস্তব্ধ ভাবে এক স্থানে বসিয়া থাকিত, কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলিত না। সকলেই মনে করিল শোকটা বড় প্রবল হইয়াছে। কিছুদিন পরে সব ঠিক হইয়া যাইবে। এইভাবে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর শুনিলাম সে পাগল হইয়াছে।

ঘটনাটা এইভাবে আরম্ভ হইল। একদিন সন্ধ্যার পর ঐ কন্যা, তাহার মাতা ও আরও দুইজন লোক একটা ঘরে বসিয়া আছে এমন সময় কন্যা অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, টেনুকে (মৃত শিশুর ডাকনাম) ঘরে আস্‌তে দাও না। দেখ্‌ছো না ঘরে আস্‌বার জন্যে মাথা পিট্‌ছে"। তাহার পর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। জ্ঞান হইলেও ঐ এক বুলি, "মা টেনুকে ঘরে আস্‌তে দাও না"। এইভাবে দিনের মধ্যে ১৫।২০ মিনিট অন্তর মূর্চ্ছা হইতে লাগিল এবং জ্ঞান হইলেই ঐ বুলি। সকলেই বলিল, "আহা! পুত্রশোকে মেয়েটা পাগল হ'য়ে গেল"। অবশ্য যথেষ্ট ধুমধামের সহিত এলোপ্যাথি চিকিৎসা চলিতে লাগিল। এমন কি, লক্ষ্ণৌ ও কাশী হইতে কয়েকজন চিকিৎসক আসিলেন। কিন্তু দশ বার দিনের পরও রোগের তিলমাত্র উপশম বোধ হইল না।

সেই ঘন ঘন মূর্চ্ছা ও সেই বুলি কোনও মতে বন্ধ হইল না
আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ঐ এক কথা ভিন্ন রোগিণী আ
কোনও কথা বলিত না।

পীড়ার বোধ হয় পনর ষোল দিন পরে বেরিলি
লক্ষ্ণৌ হইতে তিনজন হিন্দুস্থানি বৈদ্য আসিলেন। ইহা
চারিদিন মুরাদাবাদে থাকিয়া একমত হইয়া যে চিকিৎসা
ব্যবস্থা করিলেন তাহা বোধ হয় চৌদ্দ পনর দিন চলিয়াছিল
কিন্তু রোগের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। তখন ডাক্তা
রায় হাল ছাড়িয়া দিলেন।

ডাক্তারের বৃদ্ধা জননী তখন জীবিত। তিনি ধরি
বসিলেন যে, মেয়েকে ওঝা দেখান হউক! তাঁহার ধারণা—
মেয়ের উপর অপদেবতা আশ্রয় করিয়াছে। রায় অবশ্য কথাট
আদৌ বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু মায়ের সন্তোষের জ
আপত্তিও করিলেন না। অনেক অনুসন্ধা পর বেরিলি
এক গ্রাম হইতে এক বৃদ্ধ মুসলমান ওঝার সন্ধান মিলিল।

যাহারা তাহাকে আনিয়াছিল তাহারা তাহাকে রোগিণী
বিষয়ে কি বলিয়াছিল তাহা জানি না এবং সে বিষয়ে আমি
কোন অনুসন্ধানও করি নাই। তবে ওঝাকে যখন রোগিণীর
নিকট আনা হইল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত। ওঝা কন্যার
নিকট হইতে প্রায় দুই হাত দূরে একখানা আসনে বসিয়া প্রায়
১০।১২ মিনিট কাল রোগিণীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল;
তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিল (ইহা চিন্তা

। ধ্যানের অভিনয় তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না)। তাহার পর বলিল, "কন্যার কোনও নিকট আত্মীয়ের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে এবং কোনও কারণে মৃতের আত্মার শান্তি হয় নাই। সেই আত্মা দিনরাত্রি ইহার সম্মুখে রহিয়াছে এবং কন্যাকে কষ্ট দিতেছে"।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়ে শান্তি হইবে? আপনি কি কোনও উপায় করিতে পারেন"? বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি শান্তির উপায় বলিতে পারি কিন্তু উহা মুসলমান মতে হইবে। আমার ধারণা তাহাতে ভাল ফল হইবে না"। আমি বলিলাম, "মৌলানা সাহেব, মৃত্যুর পরও কি হিন্দু-মুসলমানের ভেদ থাকে"?

ওঝা হাসিয়া বলিল, "থাকে। যে লোক এ জগতে হিন্দু হয় তাহার আত্মার তৃপ্তির জন্য হিন্দুমতে কাজ করিতে হয়"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কাহার আত্মার শান্তির কথা বলিতেছেন—এই কন্যার, না মৃত আত্মীয়ের"?

ওঝা। মৃত আত্মীয়ের।

আমি। কিন্তু তাহার বয়স ত' খুব কম। তাহার মৃত্যুর পর অবশ্য কিছু অ-হিন্দু আচরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার ত' ভালমন্দ বুঝিবার জ্ঞান হয় নাই। তবে তাহার আত্মার এ অশান্তি কেন?

ওঝা। বাবু, আমি মূর্খ লোক। এ সব কথার উত্তর আমি দিতে পারিব না। কিন্তু ইহা আমি জানি (কারণ আমি

নিজে দেখিয়াছি) যে, এ রকম অবস্থায় বয়স হিসাবে শাি
অশান্তি হয় না। যদি এক বৎসরের কোনও মুসলমান শিং
মৃত্যুর পর কোনও ইস্‌লাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করা হয়, তা
হইলে তাহার আত্মাকে ওপারে অশান্তি ভোগ করিতে হয়

ডাক্তার রায় এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিলেন। এইব
তিনি বলিলেন, “আমি এমন মুসলমানকে জানি যাহ
মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার আত্মার শাি
জন্য যে কোনও প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছিল, তাহা আমি শু
নাই। আমার বিশ্বাস উহা আদৌ করা হয় নাই”।

ওঝা। উহা যে করা হয় নাই তাহা আমিও বলিে
পারি। উহার কোন আবশ্যকও ছিল না। যে মুসলমানে
মৃতদেহ দাহ করা হয়, সে এই বিশ্বাস লইয়াই মরিয়াছি
যে মৃতদেহের দাহ হওয়াই উচিত। শিশুর এরূপ বিশ্বা
করিবার জ্ঞান হয় না বলিয়া তাহার মৃত্যুর পর তাহার পৈতৃ
নিয়ম পালন করিতে হয়। যাহা হউক, উপস্থিত এই কন্যা
বিষয়ে আমার যাহা ধারণা আপনাকে বলিলাম। এ বিষে
আমি আর কিছু করিতে পারিব না।

ওঝা চলিয়া গেল। ইহার পর তিনদিন ধরিয়া শান্তি
স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি নানা প্রকার অনুষ্ঠান বিশেষ ধূম
ধামের সহিত করা হইল। কিন্তু দেখা গেল—কন্যার পীড়ার
বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না। তখন আমাদের গুজরাটি সাধুকে
আমি সমস্ত কাহিনী শুনাইয়া এ বিষয়ে তাঁহার মতামত

জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "তোমরা একদিন চক্রের অনুষ্ঠান কর এবং একমনে প্রার্থনা কর যাহাতে রামানন্দজির আত্মা উপস্থিত হন। হয়ত তিনি কোনও উপায় বলিতে পারেন"।

ইহার পরদিনই আমরা চক্র বসাইলাম। ইহাতে মিডিয়ম সমেত চারিজন লোক উপস্থিত ছিল—হিন্দুস্থানি উকিল, আমি ও পীড়িতা কন্যার পিতা। চক্রের প্রারম্ভে আমরা মনে মনে প্রায় ৫।৬ মিনিট কাল রামানন্দজিকে স্মরণ করিলাম ও তাহার পর একটি হিন্দুস্থানি ভজন আরম্ভ হইল। ইহার দুই লাইন শেষ হইবার পরই শূন্য হইতে আমরা রামানন্দজির গভীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। (পাঠক মনে রাখিবেন ইঁহার স্বর পূর্ব্বে আমরা হর্ণের ভিতর হইতে শুনিয়াছিলাম)।

স্বর বলিল, "তোমরা আজ আমায় কি জন্য আহ্বান করিয়াছ তাহা আমি জানি। সেদিন মুসলমান ওঝা যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য। ঐ কন্যার শিশুপুত্রের গতি হয় নাই, সেইজন্য সে বড় কষ্টে আছে। তাহার আত্মা দিনরাত্র তাহার মায়ের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু মায়ের কোলে আসিতে পারিতেছে না। তোমাদের এই চক্ষু দ্বারা তোমরা কেবল জড়বস্তুই দেখিতে পাও, কিন্তু সাধনা করিলে উহা দ্বারা সূক্ষ্মবস্তুও দেখা যায়। শিশুর মায়ের কোনও কারণে চক্ষুর ঐ সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে, এইজন্য সে সর্ব্বদা পুত্রকে

দেখিতেছে, কিন্তু তাহার জড়দেহ বলিয়া শিশুকে কোলে পাইতেছে না। ঐ শিশুর যাহাতে সদগতি হয় তাহার চেষ্টা আমি করিব। ফল শীঘ্রই জানিতে পারিবে। আজ চক্র এইখানেই শেষ করিয়া দাও"।

তাহাই হইল। ইহার তিনদিন পরে কন্যার ঐ পীড়া সারিল বটে, কিন্তু দুই মাসের মধ্যে সে এই মর-জগৎ ত্যাগ করিয়া হারাণ ছেলের কাছে চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত চক্রের পর কথাপ্রসঙ্গে আমি শিবানন্দজিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখুন, সর্ব্বত্রই দেখি প্রেতাত্মাকে রাত্রি-কালে অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করা হয়। ইহার কারণ কি" ? সাধুজি ইহার উত্তর না দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত' ও দেশে (য়ুরোপ ও আমেরিকায়) অনেক চক্রের অধিবেশন দেখিয়াছ। ইহার মধ্যে কোনও চক্র কি দিনের বেলায় হয় নাই" ?

আমি। শুধু একবার দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম।

আমি সংক্ষেপে আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলাম। সাধুজি বলিলেন, "তোমার কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, দিনে যে হয় না এমন নয়। তবে ইহা আমি স্বীকার করি যে, অধিকাংশ চক্রেই রাত্রে বসিয়া থাকে। ইহার কারণ আমি যতদূর জানি তাহা এই :—আত্মা এমন উপাদানে প্রস্তুত যে, সাধারণতঃ উহা সূর্য্যের প্রখর তেজ সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু এমন অনেক আত্মাও আছে যাহারা সকল সময় প্রকাশ হইতে পারে। এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রেতলোকে কি সূর্য্যালোক নাই ? না, নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ আমরা জানি না। এক কাজ করা যাউক।

আজ আমাদের চক্র বসিবার দিন। আমার ইচ্ছা—আজ অপরাহ্ণ তিনটার সময় চক্র বসান হউক”।

তাহাই হইল। বেলা তিনটার সময় চক্র বসিল। ইহাতে আমরা সর্ব্বসমেত পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম—সাধুজি, আমি, সুধাংশু, সুলতান এবং উকিল মহাশয়। কক্ষের দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল ও দুই একটি ছিদ্রপথে যে আলো আসিতেছিল তাহাও সম্পূর্ণ ভাবে রুদ্ধ করা হইল। প্রথম ৪।৫ মিনিট কাল কক্ষটি প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু তাহার পর ঘর এমন আলোকময় হইল যে, আমরা ঘরের সমস্ত দ্রব্য এবং পরস্পরকে বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম।

আজ প্রথমেই একটি বাংলা ঈশ্বর-স্তোত্র গাওয়া হইল। এটি মোটে চারি লাইনের। উহা শেষ হইবামাত্র সুধাংশুর মাতামহের কণ্ঠস্বর শূন্যের উপর হইতে শুনিতে পাইলাম। আজ যে কোনও আত্মা আসিবে তাহা আমরা আশা করি নাই। এই স্বর শুনিয়া আমরা সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম।

স্বর বলিল, “আজ তোমরা এই অসময়ে চক্র বসাইয়াছ বলিয়া আমি তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এখনও ত’ অনেকে—আমরা যে আছি তা’ মানিতে চায় না। যাহারা মানে তাহারাও মনে করে আমরা নিশাচর। ইহা যে সত্য নয় তাহা তোমরা দেখাইয়া দিলে। আমি সত্য বলিতেছি, তোমরা যখন চক্র বসাও, আমরা বিশেষভাবে আহ্লাদিত হই। ইহাতে

মনে করিও না যে, আমরা তোমাদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি"।

এই সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাদের চক্ষু জড় বলিয়া ওপারের সূক্ষ্ম-দেহধারীদিগকে দেখিতে পাই না। আচ্ছা, আপনারা কি আমাদের এই জড়দেহ এবং জগতের অন্যান্য জড় পদার্থকে দেখিতে পান"?

আত্মা। না, তোমাদের জড়দেহ দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা সহায়কের (মিডিয়ম,) নিকট হইতে ক্ষমতা সংগ্রহ করি। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা সূক্ষ্মদেহ আছে। তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। এখন আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা আবার আরম্ভ করি। তোমাদের দেখিয়া আনন্দ পাই বলিয়া আমরা আসি না (অবশ্য এমন আত্মা অনেক আছে যাহারা তাহাদের আত্মীয়দিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়)। তবে আসি কেন? ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা তোমাদের আত্মার উন্নতি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। তোমাদের আত্মার উন্নতির জন্য তোমাদের জগতেও আমরা বহুবিধ উপায় অবলম্বন করি। কিন্তু তোমাদের আত্মা জড়দেহে আচ্ছন্ন বলিয়া ঐ সকল উপায় অনায়াসে দেখিতে পাও না বা বুঝিতে পার না। বিশেষ, তোমরা জড় বলিয়া জড়বস্তুর উপর তোমাদের অধিক আকর্ষণ। আমাদের জগতের অনবরত চেষ্টা—কিসে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এবং ভাবের আদান-প্রদান হয়।

আমি। ইহা কি কখনও হইতে পারে ?

আত্মা। আজকাল তোমাদের জগতের গতি যেভাবে জড়ের প্রতি দিন দিন অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে তাহাতে মনে হয়, ইহা হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে না। তবে মন্দের ভাল এই যে, তোমাদের আজকালকার গুরু অর্থাৎ সাহেবরা দিন দিন আমাদের জগতের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিতেছে। এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন তোমাদের ও আমাদের মধ্যে অনবরত ভাবের আদান-প্রদান হইবে।

আমি। ইহা কি আপনি সত্য সত্যই সম্ভব মনে করেন ?

আত্মা। নিশ্চয়ই হইবে। তুমি যদি তোমাদের দেশের ইতিহাস (সাত্ত্বিক ধারার) বেশ ভাল করিয়া আলোচনা কর ত' দেখিবে যে, ইহা চক্রের মত চলিতেছে। আমাদের মতে, প্রথমে সত্যযুগ অর্থাৎ যখন পাপ মোটেই ছিল না। তখন দেখি—দেবতারা যখন তখন মরলোকে আসিতেছেন এবং মরলোকের যাঁহারা উপযুক্ত তাঁহারা পরলোকে (অর্থাৎ স্বর্গে) যাইতেছেন। যখন ঐ সময়ে স্বর্গের অধিবাসীরা আহ্বান মাত্রেই তোমাদের লোকে যাইতেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, সে সময়ে জড়জগতে পাপের বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না। আজ এই পর্য্যন্ত। আমার সময় শেষ হইল।

ইহার পর মাতামহের আত্মা নীরব হইল, কিন্তু চক্র শেষ হইল না। মাতামহ নীরব হইবামাত্র এক নূতন স্বর

শুনিতে পাইলাম। শুধু স্বর যে নূতন তাহা নয়। এই আত্মা যে ভাষায় কথা কহিল তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া মনে হইল। পরে শুনিলাম উহা ফার্সি—আধুনিক ইরাণের (পারস্যের) ভাষা। আমার বন্ধু সুলতান যে আধুনিক ইরাণের ভাষা জানিত তাহা আমি জানিতাম না। এই আত্মা সুলতানের সহিত ঐ ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিল। পরে শুনিলাম—যখন সে এ জগতে ছিল, তখন সুলতানের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। অদ্য সুলতানের সহিত ইহার যে কথোপকথন হইল তাহার মর্ম্ম অতি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

আত্মা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল যে, সুলতান তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে কি না। সুলতান তাহার নাম বলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, আত্মার কোথায় এবং কি পীড়ায় মৃত্যু হইয়াছিল; তাহা কি তাহার মনে আছে? আত্মা উহার সঠিক উত্তর দিবার পর সুলতান জিজ্ঞাসা করিল যে, সুলতানের পিতা এখন কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন। আত্মা হাসিয়া বলিল, "তোমার পিতা আমার ঠিক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সংবাদ না দিলে বোধ হয় আজ আমি এখানে উপস্থিত থাকিতাম না"। পরীক্ষার জন্য সুলতান উহাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিল। সুলতান সঠিক উত্তর পাইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই পুস্তকের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, রামানন্দের আত্মা আমাকে বলিয়াছিল যে, শিবানন্দকে তাঁহার গুরু আগামী শুক্লা একাদশীতে তাঁহাকে হরিদ্বারে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। ঠিক কোন্ সময়ে দেখা হইবে তাহা না জানাতে শিবানন্দজি এমন ভাবে মুরাদাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন যাহাতে তিনি একাদশীর প্রাতে হরিদ্বারে উপস্থিত হইতে পারেন।

এইভাবে মুরাদাবাদ ত্যাগ করিবার প্রায় ১৭।১৮ দিন পরে শিবানন্দজি আবার আমাদের নিকট ফিরিয়া আসেন। তাঁহাকে গুরুর সহিত সাক্ষাতের কাহিনী জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রথমে এই বলিয়া আপত্তি করেন, "তোমরা পাশ্চাত্য ভাবে শিক্ষিত। আমার এই গুরুদর্শন ব্যাপারে এমন কয়েকটি ব্যাপার ঘটিয়াছিল, যাহা তোমরা অলীক বলিয়া মনে করিতে পার। এইজন্য আমি ইহা বলিতে চাহিতেছি না। মনে রাখিও তিনি আমার দীক্ষাগুরু। আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি। তোমরা ঐ কাহিনী শুনিয়া যদি কোনও অশ্রদ্ধার কথা বল, তাহা হইলে আমার মনের কি অবস্থা হইবে তাহা বোধ হয় অনুমান করিতে পার। এইজন্য আমি বলিতে ইচ্ছা করিতেছি না"।

আমি বলিলাম, আপনি এতদিন আমার সহিত থাকিবার পরও যদি আমার বিষয়ে এই প্রকার ধারণা করেন তাহা হইলে আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমি ইংরাজী শিখিয়াছি তাহা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আমি সাহেব হই নাই। আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি যে, আপনি কখনও অলীক কথা বলিবেন না। আর আমি ইহাও জানি যে, জগতে এমন ঘটনা অনেক ঘটে যাহা আমার বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের অতীত; কিন্তু সেজন্য যে উহা অসম্ভব তাহা মনে করা মস্ত ভুল।

সাধুজি তখন আরম্ভ করিলেন, "দেবতা (গুরুকে ইনি এই নামেই অভিহিত করিলেন) হরিদ্বারে যে স্থানে থাকেন আমি জানিতাম। আমি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম তখন প্রাতঃকাল, প্রায় সাতটা। স্নান, পূজা ও সামান্য জল-যোগের পর তিনি বলিলেন, "আমার আশ্রম এখান হইতে কিছুদূরে। কিন্তু আমার ইচ্ছা—সেইখানে গিয়াই আহারাদি করিব, কি বল"? তাঁহার কথার উপর কথা কওয়া অসম্ভব। আমরা বেলা প্রায় সাড়ে আটটায় রওনা হইলাম। পরে জানিয়াছিলাম যে, হরিদ্বার হইতে দেবতার আশ্রম নয় মাইল। মনে রাখিও দেশটা পর্ব্বত ও পাহাড়ে পরিপূর্ণ। রাস্তা-ঘাট আদৌ নাই; সমস্তই পাকদণ্ডি। তোমরা 'পাকদণ্ডি' হয়ত জান না। পাহাড়ের গায়ে গায়ে লোক চলাচল করিতে করিতে

যে সামান্য রাস্তা আপনই প্রস্তুত হইয়া যায়, তাহাই পাকদণ্ডি। অধিকাংশ স্থলেই রাস্তা সোজা পাহাড়ের গা বহিয়া নামিয়াছে বা উঠিয়াছে। ইহা প্রায়ই এত বন্ধুর যে, অনেক সময় লোকে হাত-পায়ের উপর ভর দিয়া উঠিতে বাধ্য হয়। এ প্রকার নয় মাইল পথ অতিক্রম করা যে কি ব্যাপার তাহা তোমরা হয়ত ঠিক বুঝিবে না।

যাহা হউক, বেলা প্রায় চারিটার সময় আমরা আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। দেবতা বলিলেন যে, আশে-পাশে ৫।৬ মাইলের মধ্যে কোনও লোকালয় নাই। তাঁহার নিকটতম প্রতিবাসী একজন সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী প্রায় তিন মাইল দূরে থাকেন। লোকালয়ের এত দূরে থাকিয়া দেবতা আহারাদির যে কি প্রকারে বন্দোবস্ত করেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না, ঈষৎ হাসিলেন মাত্র।

দেবতার আশ্রম-কক্ষ একটি ক্ষুদ্র গুহা, দৈর্ঘে সাত হাত ও প্রস্থে চারি হাতের অধিক হইবে না। কক্ষের ঠিক সম্মুখে একটু সমতল ভূমি, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৫।১৬ হাত হইবে। কয়েকটা বড় বড় দেবদারু ও পাইনের গাছ জায়গাটিকে বেশ ছায়াবহুল করিয়া রাখিয়াছে। গুহার প্রায় ৫০।৬০ হাত দূরে একটি ক্ষুদ্র ঝরণা; শুনিলাম উহাতে বারমাস জল থাকে।

গুহার মধ্যে আস্‌বাবাদি খুব সামান্য—দুইটি কমণ্ডুল, ৩।৪ খানা মৃগচর্ম্ম, দুইখানি কম্বল ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখিলাম

না। এক কোণে একটা ঝোলা রহিয়াছে দেখিলাম। উহার মধ্যে যে কি আছে তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু পরে জানিয়াছিলাম।

বলা বাহুল্য, পথ দুর্গম হওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কোনও রকমে হাত-মুখ ধুইয়া আমি একটা মৃগচর্ম্মের উপর শুইয়া পড়িলাম। গুহার মধ্যে আর কাহাকেও দেখিলাম না; কারণ, দেবতা শিষ্য বা চেলা রাখা আদৌ পছন্দ করিতেন না।

আমাকে ক্লান্ত দেখিয়া দেবতা আমাকে আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি এ বিষয়ের কোনও প্রকার আয়োজন না দেখিয়া বলিলাম, "এই দুর্গম স্থানে যাহা পাওয়া যায় তাহাই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিব। আজ যদি আহারের বন্দোবস্ত না হয়, বিশেষ ক্ষতি হইবে না"।

দেবতা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বুঝিতে পারিতেছি—তুমি যে শুধু খুব ক্লান্ত হইয়াছ তাহা নয়। তোমার এখন কিছু আহার্য্য দ্রব্যের বিশেষ আবশ্যক। তুমি হয়ত ভাবিতেছ যে, এ প্রকার স্থানে এ রকম অসময়ে খাদ্যাদি সংগ্রহ আমার পক্ষে কষ্টকর হইবে; সেজন্য কোনও চিন্তা করিও না। ভগবানের দয়ায় আমার কোনও অভাব নাই"।

ইহার পর তিনি পূর্ব্বোক্ত ঝোলাটা লইয়া আসিলেন। দেখা গেল উহার মধ্যে শালপাতায় মোড়া ছয়খানি রুটি এবং শালপাতার ঠোঙায় ঘন অড়হর দাল এবং আমের আচার

রহিয়াছে। থলির ভিতর এই সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই। ভাবিলাম, দেবতার কোনও ভক্ত এই সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু যখন দেখিলাম রুটি ও দাল উভয়ই বেশ গরম তখন আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গুরুদেবের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "উহা তোমারই জন্য। আমি এ সব দ্রব্য আহার করি না, তাহা ত' তুমি জান"। (এইখানে বলিয়া রাখি যে, প্রায় ২৫।২৬ বৎসর হইতে দেবতা সামান্য ফল ও মূল ছাড়া আর কোনও দ্রব্য আহার করেন না)।

আমি। তাহা আমি জানি; কিন্তু সে কথা নয়। খাদ্য-দ্রব্যসকল এত গরম যে, মনে হইতেছে যেন ইহা এইমাত্র প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা এই জনহীন স্থানে কেমন করিয়া সম্ভব হইল, তাহাই ভাবিতেছি।

দেবতা। দেখ, আমি এই জনহীন স্থানে একা থাকি। সেইজন্য ভগবানের দয়ায় আমার এইভাবে আহার উপস্থিত হয়। এই দয়া না থাকিলে আমার এ স্থানে থাকা অসম্ভব হইত।

আমি। কে এই খাদ্য-দ্রব্য দিয়া যায়? সে কি আপনার শিষ্য, না আপনার কোনও প্রতিবাসী?

দেবতা। এখনই ত' বলিলাম—ইহা ভগবানের দয়া। ইহার অধিক আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

অগত্যা এ সম্বন্ধে আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে

সাহস পাইলাম না। ইহার পর দেবতা আমায় বলিলেন, "তুমি কয়েকবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ যে, আমার গুরুদেবকে দর্শন করিবে। তোমায় লইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখি। স্থানটা এখান হইতে প্রায় ৭৬।৭৭ মাইল দূরে। শেষ ছয় মাইল গভীর তুষারাবৃত পর্ব্বত আরোহণ করিতে হইবে। সাহস হয় কি"? আমি বলিলাম, "আপনি যখন সঙ্গে থাকিবেন, তখন আমার ভয় কিসের"? দেবতা শুধু হাসিলেন কিন্তু কিছু বলিলেন না।

পরদিবস খুব প্রাতেই আমরা যাত্রা আরম্ভ করিলাম। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এগারজন গৃহস্থ লইয়া গ্রাম। আমরা সেই স্থানে আহারাদি করিয়া তিনটার সময় আবার বাহির হইলাম। ঠিক সন্ধ্যার সময় ঐ প্রকার আর এক গ্রামে রাত্রি-বাস করিয়া প্রত্যূষে আবার বাহির হইলাম এবং বেলা প্রায় বারটার সময় স্বাধীন গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে আসিলাম। আমাকে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রায়ে দেবতা সেদিন আর বাহির হইলেন না।

এবার আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলাম। এ পর্য্যন্ত আমরা পাকদণ্ডির পথ ধরিয়া আসিতেছিলাম। এ পথ কি প্রকার দুর্গম তাহা আমি পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীনগর ত্যাগ করিবার ৫।৬ মাইল পরে যে রাস্তা পাইলাম তাহার নিকট পাকদণ্ডি যেন পাকা সড়ক। দেবতা

অদূরের একটি পর্ব্বত দেখাইয়া বলিলেন যে, উহার উপর চড়িতে হইবে। উহার উচ্চতা বোধ হয় তিন মাইল হইবে। নীচের প্রায় এক মাইল অতিক্রম করা সম্ভব বলিয়া মনে হইল; কারণ, মধ্যে মধ্যে গাছপালা দেখিতে পাইতেছিলাম। উহাদের সাহায্যে কোনও প্রকারে আরোহণ করিতে পারিব। কিন্তু তাহার উপর পর্ব্বত বরফে আচ্ছন্ন। সঙ্গে আমাদের পাহাড়ে-লাঠি (Hill-stick) ছিল। কিন্তু ঐ প্রকার খাড়া পর্ব্বতে যে উহার দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাইব তাহা মনে হইল না।

আমি যাইতে যাইতে কখন যে থামিয়া গিয়াছিলাম বলিতে পারি না। দেবতা যখন বলিলেন, "শিবানন্দ, ব্যাপার কি? দাঁড়াইলে কেন"? তখন আমার যেন জ্ঞান হইল। আমি বলিলাম, "ঐ পর্ব্বতের উপরের অংশ ত' দেখিতেছি বরফে আচ্ছন্ন ও প্রায় খাড়া। উহার উপর চড়িব কেমন করিয়া? এই পথ ছাড়া কি অন্য উপায় নাই"?

দেবতা হাসিয়া বলিলেন, "অন্য উপায় নাই। কিন্তু আমি নিজে যখন তোমায় লইয়া যাইতেছি, তখন তোমার চিন্তা কিসের? আমার উপর কি তোমার এতটুকু বিশ্বাসও নাই? যদি ঐ পথ আমি অতিক্রম করিতে পারি, তুমিও পারিবে।" গুরুদেবের এই কথায় আমার চৈতন্য হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদযুগল বন্দনা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

তাহার পর আমরা চড়িতে আরম্ভ করিলাম। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! ইহা সঠিক বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার নাই। যতদূর বরফ ছিল না, কোনও রকমে হাত ও পা উভয়ের সাহায্যে উঠিয়াছিলাম। কিন্তু বরফ আরম্ভ হইবার পর কয়েক পদ যাইয়া আমাকে গতিরোধ করিতে হইল। পর্ব্বত প্রায় সোজা উপরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। উহার সর্ব্বাঙ্গ বরফে আবৃত—পা রাখিলেই পিছলাইতে লাগিলাম। দুই একবার কোনও রকমে আত্মরক্ষা করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম।

দেবতা আমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন ও মধ্যে মধ্যে 'ভয় নাই চলিয়া আইস,' 'আর অধিক দূর নাই,' 'পা খুব চাপিয়া চাপিয়া চল,' 'ডাণ্ডাকে বরফের মধ্যে সজোরে বসাইয়া দাও,' ইত্যাদি বাক্যে আমাকে সাহস দিতেছিলেন। কিয়দ্দূর যাইবার পর তিনি যখন বুঝিলেন যে, আমি গমন স্থগিত করিয়াছি, তখন তিনি ফিরিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "ব্যাপার কি? দাঁড়াইলে কেন"? আমি বলিলাম, "এ পথে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি যান, আমি ফিরিয়া যাই"।

দেবতা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার যে এ অবস্থা হইতে পারে, তাহা আমি অনেকটা আন্দাজ করিয়াছিলাম। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি"। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একখানা সামান্য পাতলা কম্বলে আবৃত ছিল। তিনি উহা সরাইলে

দেখিলাম, তাঁহার কোমরে একটি পেটি জড়ান এবং উহার দুই পাশে দুইটা লম্বা কানের মত ঝুলিতেছে। দেবতা দক্ষিণ পার্শ্বের কানটা দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি বাম হস্তে এইটা সজোরে ধরিয়া থাক। ঠিক আমার পাশেও নয় পশ্চাতেও নয়, এমন ভাবে আসিতে থাক। ডাণ্ডা তোমার দক্ষিণ হস্তে থাকিবে। যতদূর সম্ভব উহা দ্বারা নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিও।" ঠিক আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমার অনুমান দেবতার বয়স শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। ঐ প্রকার ভীষণ পথে ঐ বয়সে আমার মত প্রবীণ বয়সের একজন লোকের ভার গ্রহণ করা আমার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। ঐ প্রকার পথে তিনি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন! শেষে কি গুরুহত্যার মহাপাপে লিপ্ত হইব! দেবতা আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, কোনও ভয় নাই। তুমি নিজের অবস্থা অনুসারে বিচার করিতেছ বলিয়া ভুল করিতেছ। আমার বয়স যাহাই হউক—আমি যোগী। তোমার নিকট যাহা অত্যন্ত কঠিন মনে হইতেছে, আমার পক্ষে তাহা সহজ। আমি নিজের সামর্থ্য না জানিলে এ কাজের ভার লইতাম না"।

ইহার পর আমি, দেবতা যে প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, অগ্রসর হইলাম। গুরু মহারাজ বাম হস্তে সেই সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য যষ্টি ও দক্ষিণ হস্তে কোমরবন্ধের কর্ণ ধরিয়াছিলেন (এই কর্ণ আমি ধরিয়াছিলাম)। তিনি আমাকে সত্য সত্যই

টানিয়া লইয়া চলিলেন; কারণ, সেই অতি দুর্গম পথে আমি তাঁহাকে যে বিশেষ কোনও সাহায্য করিতে পারিয়াছিলাম তাহা মনে হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি আমাকে লইয়া অবলীলাক্রমে অতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। ছোট ছেলেরা যেমন রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ খেলার গাড়ীকে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়, তিনি ঠিক সেইভাবে আমায় লইয়া চলিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ঐ অমানুষিক শক্তি তিনি কেমন করিয়া পাইলেন! মধ্যম পাণ্ডব ভীমের মত শক্তি থাকিলেও কেহ এই ভীষণ পথ একজন সম্পূর্ণ অসহায় লোককে সঙ্গে লইয়া অতিক্রম করিতে পারে না। যোগ করিলে কি এই অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করা যায়?

এইভাবে গমনের প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে দেবতা এক স্থানে বামদিকে গতি ফিরাইলেন। তাহার পর উতরাইএর পালা। এবার বুঝিলাম চড়াই অপেক্ষা এই কাজ বহুগুণ কঠিন। কোন প্রকার রাস্তা, বৃক্ষাদি বা প্রস্তরখণ্ডের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। উপরে, নীচে, এ পাশে, ও পাশে, চারিদিকে বরফ ছাড়া আর কিছুই নাই।

দেবতা কিন্তু যেভাবে চড়িয়াছিলেন, ঠিক সেই প্রকার নিতান্ত সহজভাবে নামিতে লাগিলেন। এক স্থানে দাঁড়াইয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা এক বিশাল বরফাচ্ছন্ন পর্ব্বত দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ দেখ যমুনোত্তরি। যদি এখান হইতে ঐ পর্য্যন্ত একটা সরল রেখা টান, উহা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ

মাইলের অধিক হইবে না। কিন্তু এই সোজা পথ সাধারণ লোকে অতিক্রম করিতে পারে না"। আমি বলিলাম, "এই যেমন আমাদের পথ—আমার মত অতি সাধারণ লোকের পক্ষে এ পথে আসা অসম্ভব"।

দেবতা হাসিয়া বলিলেন, "আর ভয় নাই। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে আমরা গুরু মহারাজের চরণ বন্দনা করিতে পারিব"।

যাঁহারা কখনও নারায়ণ দর্শন করিতে গিয়াছেন তাঁহারা জানেন—নারায়ণের মন্দির হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে বসুধারা এবং সে স্থান হইতে আরও তের মাইল উত্তরে সত্যপথ। এই পথ দিয়া পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পথ অতি দুর্গম। গলিত বরফ-প্লাবিত প্রায় এক ফুট চওড়া পথ। উহার একদিকে খাড়া পর্ব্বত ও অন্যদিকে প্রায় হাজার ফুট গভীর খড্। একবার পদস্খলন হইলে মানুষের আর কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

আমাদের উতরাইএর পথ ঐ সত্যপথের পথ অপেক্ষাও ভীষণ মনে হইল। শুনিয়াছি, মহাপ্রস্থানের পথের প্রশস্ততা প্রায় এক ফুট, কিন্তু আমাদের এই পথ অধিকাংশ স্থলে অর্দ্ধফুটেরও কম মনে হইল—দুই পা পাশাপাশি রাখিয়া যাওয়া ঐ পথের অধিকাংশ স্থানে অসম্ভব। দুর্গমতা ঐ স্থানেই শেষ হয় নাই। সমস্ত পথের উপর গলিত বরফ পড়িয়া উহা এমন ভয়ানক হইয়াছে যে, পদে পদে পা পিছলাইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

পথের এই অবস্থা দেখিয়া আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। আমার মন যে কত সঙ্কীর্ণ তাহা ঐ দিন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমার গুরুদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি প্রকার দুর্গম পথে আমাকে অনায়াসে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা যদি আমার মনে থাকিত, তাহা হইলে এই দুর্গমতর পথ দেখিয়া ভীত হওয়া আমার আদৌ উচিত ছিল না। তাহার পর আমার মনে রাখা উচিত ছিল যে, দেবতা একজন সিদ্ধ যোগী পুরুষ। তাহা না হইলে তিনি এ প্রকার স্থানে আমায় সঙ্গে লইয়া যাইতে নিশ্চয়ই সম্মত হইতেন না।

ঐ ভীষণ পথের সম্মুখে আসিয়া দেবতা বলিলেন, "তুমি আমার ঠিক পশ্চাতে থাকিয়া আমার এই কোমরবন্ধ বিলক্ষণ মজবুত ভাবে দুই হাতে ধরিয়া থাকিবে। তোমার সমস্ত শরীরের ভার পর্ব্বতের দিকে রক্ষা করিবে। সর্ব্বদা সম্মুখে বা পর্ব্বতের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। খড়ের দিকে নজর দিও না, তাহা হইলে মাথা ঘুরিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা"।

ইহার পর আমাদের ঐ পথে যাত্রা আরম্ভ হইল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ পথ ৩০০।৩২৫ গজের অধিক হইবে বলিয়া মনে হইল না। পূর্ব্বের পথে দেবতা যে প্রকার ক্ষিপ্রগতিতে যাইতেছিলেন, এ পথে তাহা করিলেন না। প্রায় অর্দ্ধেক পথ যাইবার পর এক স্থানে আমার দৃষ্টি হঠাৎ খড়ের দিকে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। আমার

প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও আমি খড়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। আমি স্পষ্ট দেখিলাম, দেবতা শুধু এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দুই হস্তে আমায় চাপিয়া ধরিলেন এবং ঐ পথের উপর কোনও রকমে বসাইয়া দিয়া আমার দুই চক্ষু আবৃত করিয়া দিলেন। ঐ অতি সঙ্কীর্ণ পথের উপর দাঁড়াইয়া তিনি কি প্রকারে যে আমায় উপরোক্ত ভাবে সামলাইয়া লইলেন তাহা আমি জানি না। যাহা হউক, ইহার পর আমরা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা নামিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যখন আমরা আশ্রমে উপস্থিত হইলাম তখন বরফের রাজ্য ছাড়াইয়া আসিয়াছি। দেখিলাম, খানিকটা স্থান প্রায় সমতল। বাঁশ, দেবদারু, পাইন প্রভৃতির জন্য স্থানটা বেশ ছায়াযুক্ত। ঐ স্থানের পশ্চিম দিকে তিনটি গুহা দেখিলাম। মধ্যের গুহার মুখের সম্মুখে তিনজন লোক চর্ম্মাসনে উপবিষ্ট (কোন্ জন্তুর চর্ম্ম তাহা ঠিক চিনি[illegible] পারিলাম না)। উহাদের মধ্যে যিনি প্রধান (তিনি যে প্রধান তাহা তাঁহার চেহারা দেখিয়া বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না) তিনি ঠিক গুহার সম্মুখে বসিয়া ছিলেন; অপর দুইজন তাঁহার নিকট হইতে সামান্য দূরে একাসনে উপবিষ্ট ছিল। উহাদের মধ্যে একজন নারী, তাহা পরে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সে যে নারী তাহা আমি প্রথমবার দেখিয়া বুঝিতে পারি নাই, বোধ হয় তোমরাও পারিতে না। পরে জানিতে পারিলাম যে, উহারা

তিব্বতের লোক এবং স্বামী-স্ত্রী। অনুমান, উহাদের প্রত্যেকের বয়স ৯০ বৎসর হইবে।

ঐ আশ্রম যে স্থানে অবস্থিত তাহা সমুদ্র-তট হইতে প্রায় ১৩,০০০ ফুট। এ অবস্থায় উহা যে কত শীতল হইবে তাহা তোমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পার। কিন্তু তোমরা শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবে যে, ঐ তিনজন সম্পূর্ণ অনাবৃত অঙ্গে বসিয়া ছিলেন। তাঁহাদের নিকটে অগ্নির কোনও প্রকার আয়োজনও দেখিলাম না। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, গুরু মহারাজের নাম প্রণবানন্দ।

আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, মহারাজ একটি সেতার বাজাইয়া একটি সংস্কৃত ভজন গাহিতেছিলেন। উহা ভগবান শঙ্করাচার্য্য রচিত একটি বিশ্বনাথ স্তোত্র। পূর্বে ইহা আমি অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু 'শব্দই ঈশ্বর' ইহার মর্ম্ম সেদিন যেমন উপলব্ধি করিয়াছিলাম সে প্রকার আর কখনও করি নাই। আমার মনে হইল যেন বিশ্বনাথ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমি তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি।

মহারাজ এমন তন্ময় ভাবে গাহিতেছিলেন এবং তিব্বতী দম্পতি এ প্রকার একাগ্রচিত্তে উহার রসগ্রহণ করিতেছিল যে, আমাদের উপস্থিত হইবার সংবাদ তাহারা আদৌ জানিতে পারিল না। ভজন শেষ হইবার পর মহারাজ যেন এই মরজগতে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের দেখিয়া ঈষৎ প্রসন্ন

হাস্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুইজনে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। তিনি বলিলেন, "ভজন প্রায় দুই দণ্ড কাল আরম্ভ হইয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম তোমরা উহার পূর্ব্বেই উপস্থিত হইবে। রাস্তা ভাল নয়, তাহার উপর শিবানন্দ এ স্থানে নবাগত। সেইজন্য কি বিলম্ব হইল" ?

প্রশ্নটা আমাকে করিলেন বলিয়া আমি বলিলাম, "আপনার অনুমান সত্য। কিন্তু আমরা যে আজ আসিতেছি তাহার সংবাদ কি দেবতা পূর্ব্বেই আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলেন" ? দেবতা বলিলেন, "না, আমি সংবাদ পাঠাই নাই। পথ-ঘাট ত' তুমি আজ স্বচক্ষে দেখিলে। এ অবস্থায় লোক পাঠাইয়া সংবাদ দেওয়া বড় কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার"।

আমি। কিন্তু গুরুমহারাজ বলিতেছেন যে, তিনি জানিতেন আমরা আজ আসিব।

প্রণবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা যে আজ আসিতেছ তাহা আমি জানিতাম। পথিমধ্যে এক স্থানে তোমার পদস্খলনের সম্ভাবনা হইয়াছিল তাহাও আমি জ্ঞাত আছি"। আমি অতিমাত্র বিস্মিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "শিবানন্দ, তোমার পক্ষে হয়ত এখানকার শীত খুব প্রবল মনে হইতেছে এবং সেইজন্য হয়ত তুমি বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। অগ্নি সেবন করিবে" ?

আমি উহার প্রয়োজন নাই বলাতে তিনি দেবতাকে বলিলেন, "দক্ষিণ দিকের গুহায় তোমাদের থাকিবার আয়োজন করা হইয়াছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। এ সময় যদি তোমাদের করণীয় কিছু থাকে করিয়া লও। তাহার পর আমার গুহায় আসিও"।

সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনের পর আমরা দু'জনে প্রণবানন্দের গুহায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, নয়নদ্বয় মুদ্রিত কিন্তু মুখে মৃদু হাসি। আমরা প্রবেশ করিবা-মাত্র তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে এক-খানি বিস্তৃত কম্বলের উপর বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। যথাযোগ্য অভিবাদনের পর আমরা উপবিষ্ট হইলে তিনি বলিলেন, "তোমরা এ সময় রুটি, না পুরি (লুচি) খাইবে? ইতস্ততঃ করিও না। আমার পক্ষে উভয়ই সমান"। আমি দেবতার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি পুরি খাইবেন বলায় প্রণবানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন এবং উভয় হস্ত সামান্য উত্তোলন করিয়া যেন কাহাকেও আহ্বান করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তোমাদের আহার-দ্রব্য শীঘ্র আসিবে। শিবানন্দ! পাশের গুহায় যাইয়া লাংগা ও তাহার স্ত্রীকে সংবাদ দাও যে, আজ আহার এই গুহায় হইবে। তাহারা যেন এইখানে আসে"।

আমি অনুমানে বুঝিলাম গুরু মহারাজ তিব্বতীদ্বয়কে সংবাদ দিতে বলিলেন। আমি পাশের গুহায় যাইয়া দেখিলাম

তাহারা পাশাপাশি বসিয়া মালা জপ করিতেছে। আমি বিশেষ বিস্মিত হইলাম; কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম রন্ধনাদি ইহারাই করিতেছে। কিন্তু এখানে তাহার কোনও চিহ্ন পাইলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে মোটে তিনটি গুহা—একটিতে গুরু মহারাজ ও দ্বিতীয়টিতে তিব্বতী দম্পতি। যখন তিব্বতীদের গুহায় রন্ধনের কোনও আয়োজন নাই, তখন ভাবিলাম তৃতীয় গুহায় নিশ্চয়ই রন্ধনাদি হইতেছে, কিন্তু যখন উহার দ্বারদেশে যাইয়া দেখিলাম উহাও সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং উহার মধ্যে জনমানব নাই, তখন আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে প্রণবানন্দজির গুহায় ফিরিয়া গেলাম। রন্ধন যে কোথায় হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না, অথচ শুনিয়াছিলাম এই আশ্রমের ৮।১০ মাইলের মধ্যে কোনও গৃহস্থ থাকেন না। তবে আমাদের আহার্য্য কে প্রস্তুত করিতেছে ?

আমাকে দেখিয়া প্রণবানন্দজি বলিলেন, "প্রমানন্দ, তোমার শিষ্য এতক্ষণ কি করিতেছিল অনুমান করিতে পার কি ? পার না। ও দেখিতেছিল এখানকার রন্ধন কোথায় হয়। কেমন, নয় কি" ? আমি 'জি হাঁ' বলিয়া নিতান্ত লজ্জিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রণবানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "এই উত্তরাপথে (হিমালয়ে) এমন অনেক সাধু ও সন্ন্যাসী আছেন যাঁহারা লোকালয় হইতে ৫।৭ দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে বাস করেন। আমি নিজে এমন দুইজন মহাত্মাকে

জানি যাঁহারা আমার এই আশ্রম হইতে তের ও ষোল দিনের পথে বাস করেন। আমার এই আশ্রমে আসিতে যে পথ দেখিয়াছ উঁহাদের আশ্রমে যাইবার পথও সেই প্রকার। স্থানে স্থানে উহাপেক্ষাও দুর্গম। এক এক স্থানে পথ এত দুর্গম যে, খুব অল্প লোকেই উহা অতিক্রম করিতে পারে। এই সব সংসার-বিরাগী লোকের যেভাবে আহারের ব্যবস্থা হয় আমারও যে তাহাই হইবে ইহা ত' অতি সাধারণ কথা। তুমি হয়ত শুনিয়া অতি বিস্মিত হইবে যে, এ স্থান হইতে প্রায় ৯।১০ মাইল দূরে এই আশ্রমের খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আমি অগ্নিপক্ক কোনও খাদ্য গ্রহণ করি না। কিন্তু যাহা খাই তাহাও ঐ স্থান হইতে আইসে"।

৯।১০ মাইল দূর হইতে খাদ্যদ্রব্য কেমন করিয়া প্রত্যহ আসে এবং কে-ই বা আনে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না। এই সকল সিদ্ধ মহাপুরুষের জীবন-যাপন প্রণালী আমার মত সাধারণ লোকে ঠিক বুঝিতে পারিবে না। আমরা প্রায় সকলেই জড়োপাসক। উত্তরাপথের মহাত্মারা কিন্তু জড়ের ধার ধারেন না। আত্মার উন্নতির জন্য তাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন। এই উন্নতি করিতে পারিলে মানুষ জড়বস্তুর উপর যে কি পরিমাণ প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে তাহা তোমরা হয়ত ধারণা করিতে পারিবে না। প্রণবানন্দজির আশ্রমে কয়েকদিন থাকিয়া আমি ইহা অনেকটা বুঝিয়াছিলাম।

আমি গুরু মহারাজের গুহায় প্রবেশ করিবার বোধ হয় প্রায় ২৫।২৬ মিনিট পরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা প্রস্তুত হইয়া ব'স"। ইহার পর দুইজন লোক খাদ্যদ্রব্য লইয়া ঐ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা যখন ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য আমাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেছিল, তখন ঠিক কি প্রকারে বলিতে পারি না, এক বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। আমার মনে হইল যেন ঐ দুইজনের কাহারও ছায়া নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি বোধ হয় ২।১ মিনিট কাল চিত্রার্পিত ভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার পর আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট দেবতাকে মৃদুস্বরে ব্যাপারটা দেখাইয়া দিলাম। দেবতা ঈষৎ হাসিলেন মাত্র, কিন্তু কোনও জবাব দিলেন না। ঐ বিষয়ে আমি দেবতাকে পরে পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

এ প্রকার ঘটনা তোমরা কি বিশ্বাস করিতে পারিবে? তোমরা যেখানে তোমাদের বিদ্যা আয়ত্ত কর সেখানে এই সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা হয় না। যাঁহারা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কিন্তু এ সমস্ত সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হয়।

আমি ঐ আশ্রমে ছয়দিন ছিলাম। প্রত্যেক দিনই দেখিতাম প্রণবানন্দজি নিজের শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া বেলা প্রায় ১১টার সময় আশ্রম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন ও

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিতেন। দেবতাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "এই আশ্রমের আশে-পাশে দুইজন সিদ্ধ মহাত্মা থাকেন। আমরা প্রত্যহ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে যাই"। আমি তথায় যাইতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "গুরু মহারাজের নিষেধ আছে। পথ অত্যন্ত দুর্গম। তুমি যাইতে পারিবে না"।

শেষদিন আমি প্রার্থনা করিলাম যে, আমি আরও কিছুদিন ঐ স্থানে বাস করি। কিন্তু প্রণবানন্দজি অনুমতি দিলেন না। তিনি বলিলেন, "এই সকল স্থানে থাকিবার যখন তোমার সময় হইবে, তখন বিনা প্রার্থনায় তোমার থাকিবার ব্যবস্থা করিব। এখনও সময় হয় নাই"।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাধুজি (শিবানন্দ) ফিরিবার পর আজ আমাদের প্রথম চক্র। ঠিক সন্ধ্যার পর ইহা আরম্ভ হইল। ইহাতে মিডিয়ম, আমি, আমার এক মাতুল, সুলতান, উকিল ও সুধাংশু উপস্থিত ছিল। আজ চক্রে এক নূতন ব্যাপার দেখিলাম। আমরা হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া গানের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় বুঝিলাম এক আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। বসিবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার আবির্ভাব এই প্রথম দেখিলাম। হর্ণের ভিতর হইতে এক যুবকের কণ্ঠস্বর বাহির হইল।

আমার মাতুল বঙ্গদেশে থাকেন। শরীর খারাপ হওয়াতে কয়েকদিন হইল তিনি আমার নিকট আসিয়াছেন। তাঁহার এখন বয়স প্রায় ৭৪। চক্রে আত্মার আবির্ভাবের কথা তিনি কখনও শুনেন নাই। আমার নিকট আসিবার পর একদিন তাঁহাকে এই বিষয়ে বলাতে তিনি ঠিক বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে একদিন আমাকে তোমাদের এই চক্র দেখাইও"। তাঁহার আসিবার পর এই প্রথম চক্র।

আত্মার স্বর মাতুলের ঠিক মস্তকের উপর আসিয়া বলিল, "দাদা, আজ তোমাকে পাইয়া আমার অনেক দিনকার আশা ও প্রার্থনা সফল হইল"। মাতুল মহাশয় যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বোধ হইল তিনি যেন অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন।

আমি বলিলাম, "বড় মামা, আত্মাকে যদি আপনি চিনিতে পারিয়া থাকেন, উহার সহিত নির্ভয়ে কথাবার্ত্তা বলুন। উহার দ্বারা আপনার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না"। ইহার পর মাতুল বলিলেন, "তুমি কে বল ত' ?"

আত্মা। "আমার নাম হরিচরণ"। (ইনি মাতুলের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রায় ২৩ বৎসর ইঁহার দেহান্ত হইয়াছে)।

মাতুল আমার পরামর্শে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ত' কোন্ স্থানে, কি বারে এবং কোন্ সময়ে তুমি আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছিলে" ? আত্মা বলিল, "দাদা, এখনও তোমার বিশ্বাস হয় নাই ? তাহার জন্য আমি তোমার দোষ দিই না। কারণ, মৃতব্যক্তির আত্মা যে ফিরিয়া আসিয়া কথা বলে তাহা তোমার ধারণা ছিল না"। ইহার পর সে দাদার প্রশ্নের যে উত্তর দিল তাহা ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল। তখন মাতুল বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি হরিচরণ, তবে এতদিন দেখা করনি কেন" ?

আত্মা। "আমি যদি একদিন রাত্রিবেলায় তোমার নিকট আসিতাম, তুমি তৎক্ষণাৎ 'ভূত', 'ভূত' বলিয়া হয় ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলাইতে, নয়ত মূর্চ্ছা যাইতে। আসল কথা তাহা নয়। আমরা ইচ্ছা করিলেই আসিতে পারি না, ও কথা বলিতে পারি না। মৃত্যুর পর হইতেই কিন্তু আমি তোমার সহিত দেখা করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমি তিন হাজার দুইশত টাকা গোপীনাথপুরের......মজুমদারের কাছে জমা রাখিয়াছিলাম। উহার সমস্ত কাগজ-পত্র কড়ির ঘরের বড়

আর্সির ভিতর রাখিয়াছিলাম। আর আমার ছেলের নাম.....” আত্মার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। অনুমানে বুঝিলাম, উহার ক্ষমতা শেষ হইল বলিয়া এইভাবে উহা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পরে শুনিয়াছিলাম, আমার ছোট মামার নির্দ্দেশ অনুসারে কাগজ পাওয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত টাকা ও সুদ আদায় হইয়াছিল।

ইহার পর শিবানন্দের গুরুভ্রাতা রামানন্দজির আত্মা সশরীরে দর্শন দিলেন। আমাদের চক্রে প্রেতাত্মাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা এই প্রথম। কিভাবে ইহা হইল তাহার একটু বিশদ বর্ণনার বোধ হয় আবশ্যক। প্রথম আত্মা চলিয়া যাইবার পর ঘরের এক কোণে একটা নীল রঙের আলো প্রথমে দেখিতে পাইলাম। ঘরটা প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া আলোটা আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমার মনে হয় যেন কতকটা ঘন ধোঁয়ার মধ্যে ঐ আলো খুব ধীরে ধীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্রমে ক্রমে ধোঁয়ার পরিমাণ কম হইতে ও আলোর আকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরিশেষে যখন রামানন্দজির মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল তখন ধোঁয়ার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

এই প্রকার ঘটনার জন্য আমরা কেহই প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিক হইতে বন্ধ কামরার মধ্যে অকস্মাৎ এক নূতন মানবমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। (পরে শিবানন্দজির নিকট শুনিয়াছিলাম যে, তিনিও জানিতেন না যে, অন্য এক আত্মা সশরীরে আবির্ভূত হইবে)।

এই মূর্ত্তি আমরা কেহই হস্তদ্বারা স্পর্শ করি নাই, সেইজন্য ঠিক বলিতে পারি না যে, উহা জড় উপাদানে নির্ম্মিত কি না। কিন্তু আমার ধারণা যে, উহা হয় ছায়াময়, নতুবা এমন কোনও উপাদানে নির্ম্মিত যাহার ছায়া নাই; কারণ, আমি বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, উহার ছায়া আদৌ ছিল না। শিবানন্দজিকে আমি এই বিষয়ে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি কোনও সন্তোষজনক উত্তর দেন নাই, কিম্বা দিতে পারেন নাই।

ঐ মূর্ত্তি প্রকাশ হইবার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে"? মূর্ত্তি বলিল, "আমি তোমাদের সহায়কের গুরুভ্রাতা। আমি আরও কয়েকবার আসিয়াছি। আমার গলার স্বর হয়ত তোমাদের নিতান্ত অপরিচিত নয়"।

আমি। পূর্ব্বে আপনি এভাবে মূর্ত্তি লইয়া আসেন নাই?

মূর্ত্তি। না। এভাবে আসিতে হইলে বিশেষ সাধনা ও শক্তির প্রয়োজন। তোমাদের হয়ত মনে আছে যে, তোমরা আমায় সশরীরে দেখিতে চাহিয়াছিলে।

ইহার পর দুই চারিটা অবান্তর কথার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা চক্র বসাইলে আপনারা কেমন করিয়া জানিতে পারেন"? মূর্ত্তি হাসিয়া বলিল, "বেশ ভাল প্রশ্ন। দেখ, আমাদের দেহ যেমন সূক্ষ্ম, দৃষ্টিও সেইরূপ। তোমরা ভাল দূরবীণের সাহায্যে যেমন লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের বস্তু

দেখিতে পাও, আমরাও ঠিক সেই রকম বা তাহাপেক্ষাও স্পষ্ট দেখিতে পাই। এপারে না আসিলে হয়ত ব্যাপারটা তত স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিবে না"।

আমি। ঠিক দেহত্যাগের পূর্ব্বে আত্মা কি করে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

মূর্ত্তি। ইহা বড় কঠিন প্রশ্ন। জানি না তোমায় ঠিকভাবে বুঝাইতে পারিব কি না। তবে চেষ্টা করিতেছি। ছায়াময় মূর্ত্তি হয়ত কল্পনা করিতে পার। প্রত্যেক মানবের জড়দেহের মধ্যে একটা ছায়াময় মূর্ত্তি আছে। দেহত্যাগের ঠিক পূর্ব্বে ঐ ছায়াময় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে শরীর হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রের পথে বাহির হইতে থাকে। যখন ঐ মূর্ত্তি শরীর হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া যায় তখন জড়দেহের মৃত্যু হয়। মৃত্যু অর্থে জড়দেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহের বাহির হইয়া যাওয়া। নিদ্রিতাবস্থায় অনেক সময় আমাদের সূক্ষ্ম দেহ জড়দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম তারকে শত ভাগ করিলে যে প্রকার অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তার হয়, সেইরূপ তারের দ্বারা ঐ উভয় দেহের মধ্যে স্বপ্নাবস্থায় একটা সংযোগ থাকে। সেইজন্য নিদ্রার পর মানুষ আবার জীবিত হইয়া উঠে। অনেক সময় এই আত্মা দেহ ছাড়িয়া গেলেও মানুষের মৃত্যু হয় না; কারণ, ঐ যোগসূত্র তার সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয় না। এ প্রকার সময়ে মানুষ মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, কিন্তু ঠিক মৃত্যু হয় না।

আমি। আচ্ছা কোন্ পারের জীবন আপনার নিকট প্রার্থনীয় মনে হয়—আমাদের জগতের, না পরপারের”?

আত্মা। যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, কোনও প্রকার ইন্দ্রিয় দমন কখনও শিখে নাই বা চায় না, তাহাদের নিকট আমাদের লোক মোটেই ভাল নয়। একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। আমরা মরজগতে যে যে বাসনার দাস থাকি, সেই সকল বাসনা জড়দেহ নাশের পর সূক্ষ্ম দেহের সহিত এপারেও আসে। উহারা ওপারে যেমন প্রবল থাকে এপারেও ঠিক সেইভাবে থাকে। উহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। লোকে সমস্ত বাসনা লইয়া এপারে আসে, কিন্তু তাহা চরিতার্থ করিবার কোনও উপায় থাকে না; কারণ, জড়দেহ না থাকিলে বাসনা পরিতৃপ্ত করা যায় না। এই অবস্থায় অধিকাংশ আত্মাকে বড় কষ্ট পাইতে হয়।

কিন্তু যাহারা বাসনার হাত এড়াইয়াছে তাহারা এখানে সর্ব্বদা বিমল আনন্দে থাকে—ইহাকেই তোমরা ‘স্বর্গবাস’ বল। আর যাহাদের বাসনা থাকিয়া যায় তাহারা অতৃপ্ত বাসনার জন্য সর্ব্বদা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে। এই সকল আত্মার কেহ কেহ তোমাদের জগতে যাইয়া সুযোগ পাইলে জড়দেহ আশ্রয় করিয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে।

আমি। ওপারে যাহারা যায় তাহারা কি আবার এপারে ফিরিয়া আসে?

আত্মা। হাঁ, যাহারা এপারে আসিয়াও বাসনা ত্যাগ

করিতে পারে না, তাহাদের কেহ কেহ ওপারে ফিরিয়া যায়। আর কেহ কেহ বোধ হয় আরও অধম লোকে যায়। তবে এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ দিতে পারিলাম না।

ইহার পর চক্র সমাপ্ত হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বোক্ত চক্রের প্রায় তিনমাস পরে এই চক্র বসে; কারণ, শিবানন্দজি বিশেষ প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া যান। এ দিনের দর্শকের সংখ্যা (সহায়ক ছাড়া), মোটে তিনজন—আমি, সুধাংশু ও উকিল সাহেব।

প্রথমেই এক হিন্দুস্থানির আত্মা আসিল। তাহার কথা শুনিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, সে আমাদের জগতে নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীতে জন্ম লইয়াছিল। প্রথমে আমরা কেহই তাহাকে চিনিতে পারি নাই। কিন্তু সে যখন পরিচয় দিল তখন উকিল মহাশয় চিনিলেন যে, সে তাঁহার বাড়ীর এক পুরাতন চাকর—তাঁহার বাড়ীতে প্রায় ২২ বৎসর ছিল এবং তাঁহার বাড়ীতেই উহার দেহত্যাগ হয়। এ লোকটা যাহা যাহা বলিল, তাহা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, উকিল সাহেব তাহা স্বীকার করিলেন। ঐ সকল কথা নিতান্ত সাধারণ বলিয়া আমরা তাহার বর্ণনা করিয়া আর পুস্তকের পৃষ্ঠসংখ্যা বাড়াইব না। তবে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই আত্মা এক কাহারের। পশ্চিমের নিম্ন শ্রেণীর লোকে যে ভাষায় কথা বলে তাহাকে 'ঠেট' হিন্দি বলে। এই আত্মা যে ভাবে ঐ ভাষায় কথা বলিল তাহাতে আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, সে নিম্ন শ্রেণীর লোক।

এইখানে আর একটা কথার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। শিবানন্দজির সহায়তায় আমরা অনেকবার চক্র বসাইয়াছি। ইহা ছাড়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে সকল চক্রে আমি উপস্থিত ছিলাম তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু ইহার কোনও স্থানে আমি সমাজের নিম্নতর স্তরের লোকের কোনও আত্মার কখনও দর্শন পাই নাই। অন্ধকার চক্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়া আমি বিলক্ষণ বিস্মিত হইলাম। নিম্নতর শ্রেণীর লোকের আত্মা চক্রে সচরাচর আসে না কেন? এই প্রশ্ন আমি একদিন এক আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে যাহা বলিয়াছিল তাহার সারমর্ম্ম এই :—

"পরপারে যাহারা যায়, তাহাদের সকলেই এপারে আসিতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, সাধনা না করিলে এপারে আসিয়া জড়দেহীর সহিত কথাবার্ত্তা কওয়া বা তাহাকে দেখা দেওয়া যায় না। এই সাধনার জন্য যে প্রকার মনোবৃত্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে থাকে না। সেইজন্য এই শ্রেণীর আত্মা প্রায়ই চক্রে আসে না"।

উপরোক্ত মত সত্য কি না তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে উকিল সাহেবের চাকরের বিষয়ে এই মতটা হয়ত খাটিতে পারে। উকিল সাহেবের নিকট শুনিলাম যে, তাঁহার ঐ ভৃত্য মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে এত অসমর্থ

হইয়া পড়ে যে, তাহাকে কাজ হইতে সম্পূর্ণ অবসর দেওয়া হয়। সে তখন সমস্ত দিন বসিয়া থাকিত, হিন্দি রামায়ণ পাঠ করিত, বা পূজার্চ্চনায় ব্যাপৃত থাকিত। ঘটনা যে প্রকার ঘটিয়াছিল আমি তদ্রূপ বিবৃত করিলাম। এ সম্বন্ধে আর কোনও মতামত প্রকাশ করা প্রশস্ত মনে করিলাম না।

যাহা হউক, ঐ দিন দ্বিতীয় আত্মা যিনি আসিলেন, তিনি আমাদের পরিচিত,—সুলতানের পিতা। আজিকার চক্রে তাহার পুত্র ছিলেন না, সেইজন্য তিনি যখন 'আলেকম্ সেলাম' বলিয়া অভিবাদন করিলেন, আমরা বিলক্ষণ বিস্মিত হইলাম। আমি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম, "আজ সুলতান উপস্থিত নাই। সেইজন্য আপনি আসিবেন তাহা আমরা আশা করি নাই"।

আত্মা বলিল, "আমি জানি সুলতান দিল্লীতে তাহার মাতুলের নিকট গিয়াছে। আমি যে জন্য আসিয়াছি তাহা বলিতেছি"। ইহার পর সুলতান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন—আমরা যেন তাহা তাঁহাকে যথাসম্ভব জ্ঞাত করি।

ইহার পর আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত মাতামহ আসিলেন। দুই একটি সাধারণ প্রশ্নের পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি পরলোক সম্বন্ধে একখানি পুস্তক বাংলা ভাষায় লিখিতেছি তাহা আপনি জানেন কি না বলিতে পারি না। এ বিষয়ে আপনার কি মত" ?

আত্মা। "এ সংবাদ এ লোকের অনেকেই জানে। আমরা সকলে তোমাকে ইহার জন্য কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমি বলিতেছি এ কাজে তুমি সফল-মনোরথ হইবে। আমাদের সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা যে, তোমাদের জগতের সহিত আমাদের আদান-প্রদান দিন দিন বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্য দেশকে তোমরা জড়বাদী বলিয়া অনেক সময় যেন কৃপার দৃষ্টিতে দেখ আর মনে মনে ভাব যে, তোমাদের মত সাত্ত্বিক জাতি আর কেহ নাই। কিন্তু তোমাদের অনেকেই জানে না যে, পরলোক-তত্ত্ব বিষয়ে উহারা কি বিপুল উন্নতি লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, তোমাদের পূর্ণ উন্নতি তখনই হইবে যখন তোমরা (জড়দেহধারীরা) অনায়াসে আমাদের এখানে আসিতে পারিবে এবং আমরাও যখন তখন তোমাদের জগতে যাইতে পারিব।

আমি। ইহা কি কখনও সম্ভব বলিয়া আপনার মনে হয়?

আত্মা। আমাদের এখানে যাঁহারা নেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারা বলেন যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতের লোক আমাদের জগতের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। ঐ সময়কে লোকে 'সত্যযুগ' বলিত। তখন আমাদের লোকের অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তোমাদের জগতে প্রায় গমনা-

গমন করিতেন এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন।

ইহার পর আত্মা নীরব হইল।

উপরে মাতামহ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। অন্যত্র আমরা ইহা আরও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

একদিন আমার কয়েকজন পরিচিত লোকের (ইহাদিগকে কি জন্য 'ভদ্রলোক' বলিলাম না তাহা আজিকার কাহিনী শুনিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন) অনুরোধে এক চক্রের অধিবেশন হয়। ইহাদের সংখ্যা আটজন। যাঁহারা আমাদের চক্রে সচরাচর উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের ও নবাগতের সংখ্যা মিলাইয়া আজ পনর জন লোক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের চক্রে একত্রে এতাধিক লোকের সমাগম এই প্রথম। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এই আটজনের মধ্যে প্রায় সকলেই তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল। তাহারা মনে মনে জানিত যে, আমাদের এই চক্রের কাণ্ড সমস্তই জুয়াচুরি। কতকগুলা কৌশল দ্বারা আমরা সকলকে ঠকাইয়া থাকি।

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। অনেক তথাকথিত শিক্ষিত লোকও মনে করেন যে, চক্র দ্বারা মৃতের আত্মাকে আহ্বান করা এক প্রকাণ্ড ছলনা। অবশ্য ইহার জন্য আমি তাঁহাদিগকে দোষ দিব না। তাঁহারা বি. এ-, এম. এ'র পাঠ্য পুস্তকে যখন চক্র সম্বন্ধে কোনও প্রকার উল্লেখ পান নাই, তখন তাঁহারা এ বিষয়ে কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারেন? অবশ্য কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, মৃতের আত্মাকে আহ্বান সম্বন্ধে যখন শত শত লোক বিশ্বাস

করিতেছেন তখন অবিশ্বাসীদিগের উচিত—এই বিষয়ে যথাযথ-ভাবে অনুসন্ধান করা। তাঁহারা কেহই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অনুসন্ধান করেন না, অথচ ব্যাপারটাকে আগাগোড়া 'জাল' মনে করেন।

আমি বলি, তোমরা বিশ্বাস না কর তাহাতে কোনই আপত্তি নাই এবং এজন্য আমি তোমাদিগকে দোষ দিই না। কোনও বিষয়ে বিশ্বাস করা বা না করার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু তাঁহাদের যেমন প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস না করার অধিকার আছে তেমনই আমাদের বিশ্বাস করিবার অধিকার আছে। প্রেততত্ত্বের আলোচনা এবং প্রেতাত্মাকে আহ্বান আমি কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব লইয়া নিজের বাড়ীতে নিয়মিত ভাবে করি। যাঁহারা আমাদের কাজকে 'হম্‌বগ্' বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যদি আমার বাড়ীর মধ্যে উপস্থিত হন এবং আমাদিগকে জুয়াচোর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে হয়ত কেহই তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন করিবেন না। আজিকার চক্রের কাহিনী শুনিলেই পাঠকেরা ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

চক্র আরম্ভ হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে উহারা ঘরটি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিল। উহারা জানালা, দরজা, এমন কি Sky-lightটা পর্য্যন্ত মই লাগাইয়া পরীক্ষা করিল। চারিদিকের দেওয়ালের প্রত্যেক স্থান ঠুকিয়া ঠুকিয়া দেখিল যে, উহার কোনও স্থানে কোনও প্রকারের গুপ্তদ্বার আছে

কি না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরীক্ষার পর তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, ঐ কক্ষের সহিত বাহিরের কোনও যোগাযোগ নাই। ঐ ঘরে দুইটা জানালা ও একটা দরজা ছিল। এই সমস্ত তাহারা নিজের হাতে বন্ধ করিল।

ঘরের আস্‌বাবের মধ্যে একটা টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার, একটা হর্ণ, একটা বক্স হারমোনিয়ম ও একটা ফুলের তোড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ সমস্ত দ্রব্যও তাহারা পরীক্ষা করিতে ভুলিল না। টেবিল ও চেয়ারগুলা উল্টাইয়া দেখিল যে, তাহাদের মধ্যে কোনও প্রকার চাতুরী আছে কি না। অবশেষে তাহারা যখন স্বীকার করিল যে, তাহারা সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিয়াছে, আমরা চক্রের কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বলা বাহুল্য, আজ মিশ্রজি মিডিয়মের কাজ করিতেছিলেন। ঐ আটজনের অনুরোধে আজ আলো একেবারে নির্ব্বাপিত করা হইল না—উহা খুব মৃদুভাবে জ্বলিতে লাগিল।

প্রথমেই এক সম্পূর্ণ অপরিচিত আত্মার আবির্ভাব হইল। আমার বিরোধী দলের একজনের নাম হরেন। আত্মা হর্ণের ভিতর দিয়া বলিল, "হরেন, আমি কে বল দেখি? বোধ হয় 'Out of sight, out of mind' (চক্ষুর অন্তরাল হইলে মনের অন্তরাল হয়)। ভাবে বোধ হইল, হরেন ঐ নবাগতের কথার স্বরে যেন চমকিয়া উঠিল, পরে চেয়ার ছাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি—আপনি"!

আত্মা বলিল, "এই ত' দেড় বৎসর তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়াছি। ভুলিয়া গিয়াছ বলিয়া ত' মনে হয় না। তবে কি বুড়ো বাপকে চেনা বুঝি লজ্জার কথা মনে কর? তা' হইতে পারে। হিন্দুর ছেলে হইয়া কই আমাকে ত' এক-বিন্দু জল পর্য্যন্ত দাও নাই।' তুমি হয়ত ভাব যে, মরিল ত' সব ফুরাইল। তা' হয় না বাবা। আমার দেহটাকেই ছাই করিয়াছিলে। আসল 'আমি' ছাই হয় না। তাহার জন্য এক আধ ফোঁটা জলের দরকার হয়। দেখ বাবা, আমরা যে বিশ্বাস লইয়া এপারে আসি, সেইমত কাজ না হইলে আমাদের মনে বড় কষ্ট হয়"।

হরেন বোধ হয় পিতার আকস্মিক আবির্ভাবে থতমত খাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইবার নিজেকে সাম্‌লাইয়া বলিল, "এইসব Seanceএর বৈঠকে অনেক রকম চালাকি চলে, লোকের চোখে ধূলা দেওয়া হয়। আপনি যে-ই হন না—আমাকে প্রমাণ দিতে পারেন যে, আপনি সত্য সত্যই পর-লোকের আত্মা? আমরা শিক্ষিত লোক। প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করিতে পারি না"।

আত্মা অল্পক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমরা যে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে আসি, তাহার মধ্যে একটা নিয়ম আছে। তোমাদের মধ্যে একজনের নিকট ক্ষমতা লইয়া তবে আমরা তোমাদের মত কথা বলিতে পারি কিন্তু যতক্ষণ ইচ্ছা পারি না। যদি ইচ্ছামত কথা বলিতে পারিতাম,

তবে তোমাকে অনেক কিছু বলিতাম"। ইহার পর আত্মা অতি নিম্ন স্বরে হরেনকে কয়েকটি কথা বলিল। ইহার পর হরেন জোড়হস্তে বলিল, "বাবা, আর বলিতে হইবে না। আপনি যে বাবার আত্মা তাহা আমি আর অস্বীকার করিব না। বাবা বলুন, কি করিলে আপনার সন্তোষ হয়"? কিন্তু ঐ আত্মার আর সাড়া পাওয়া গেল না।

ইহার পর আরও দুইটি আত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের কথাবার্ত্তায় বিশেষ কোনও নূতন কথা ছিল না বলিয়া আমরা উহা বিবৃত করিলাম না। তবে হরেনের দলের দুইটি যুবক ঐ আত্মা দুইজনকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল যে, উহারা আত্মা নয়। কিন্তু পরে তাহারা অনিচ্ছুক ভাবে স্বীকার করিল যে, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে ও তাহাকে বোধ হয় ইহলোকে আহ্বান করা যায়।

উপরোক্ত আটজন লোকের মধ্যে কয়েকজন ইহার পর আমাদের Seanceএ প্রায় আসিয়া যোগ দিত এবং স্পষ্টই স্বীকার করিত যে, আত্মা মৃত্যুর পর থাকে এবং তাহাদিগকে নিয়ম অনুসারে ডাকিলে তাহারা উপস্থিত হয় এবং আমাদের সহিত সাধারণ মানুষের মত আলাপ-পরিচয় করে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজিকার চক্রে আমরা মোট চারিজন ছিলাম। মিডিয়ম মিশ্রজি।

প্রথমেই এক নূতন আত্মার আবির্ভাব হইল। ইনি আমাকে বলিলেন, "কি গো গুপ্তবাবু, আমি কে বল দেখি"? গলাটা চেনা চেনা মনে হইল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, "ভামোর কথা মনে পড়ে কি"? এইবার আমি চিনিতে পারিলাম। ইনি প্রায় ২৪ বৎসর পূর্ব্বে ভামোয় দেহরক্ষা করেন। তথায় ইনি একজন খুব বড় ঠিকেদার ছিলেন। আমি প্রায় দুই বৎসর ভামোয় ছিলাম। তখন প্রায় প্রত্যহ ইহার বাড়ীতে সেখানকার বাঙ্গালীরা সন্ধ্যার সময় একত্র হইতেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে ভুলিয়া যাওয়া হয়ত উচিত হয় নাই।

আমি বলিলাম, "এইবার চিনিয়াছি—আপনি দত্তবাবু। কিন্তু এই দীর্ঘকালের পর যদি আমি ভুলিয়া গিয়া থাকি, তাহা হইলে বোধ হয় অধিক অন্যায় হয় নাই"।

দত্তবাবুকে আমি চিনিতে পারিলাম বটে, কিন্তু আমার মনে হইল যেন তাঁহার গলার স্বর অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মনের সন্দেহ মিটাইবার জন্য বলিলাম, "আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে এক ভদ্রলোক থাকিতেন।

তাঁহার নামটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। আপনার মনে আছে কি” ?

আত্মা হাসিয়া বলিল, “গুপ্তবাবু, আপনি জানেন না যে, আমরা প্রায়ই আপনাদের মনের কথা জানিতে পারি। মুখুয্যে মহাশয়ের নাম আপনি ভুলেন নাই। আপনি জানিতে চান—আমি সত্যই দত্তবাবু কি না। দেখুন চব্বিশ বৎসরে যেমন আপনাদের জগতে দেহের পরিবর্ত্তন হয়, সেইরূপ গলার স্বরেরও হয়। আপনি হয়ত জানেন না, প্রায় সাত বৎসর হইল মুখুয্যে মহাশয় আমাদের এখানে আসিয়াছেন”।

আরও দুই একটি কথার পর দত্তবাবুর আত্মা অদৃশ্য হইল। ইহার পর আরও একটি আত্মার পর আমাদের মাতামহ মহাশয় উপস্থিত হইলেন। আজ একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে আমরা সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আজ ইনি দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আজ যে এই অদ্ভুত ব্যাপার হইবে [illegible] মিডিয়মও জানিতেন না। ব্যাপারটা বোধ হয় খুলিয়া বলা আবশ্যক।

দত্ত মহাশয়ের পরবর্ত্তী আত্মা চলিয়া যাইবার পর প্রায় ৩।৪ মিনিট কাল কোনও প্রকার আত্মার আবির্ভাব হইল না। আমরা মনে করিলাম—হয়ত মিডিয়মের ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে। এ প্রকার অবস্থায় দুই একটি ভজন গাওয়া হয়। প্রকাশ যে এই ভাবে ইথর স্তরে তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া নূতন আত্মার আসিবার পথ পরিষ্কার করা হয়। আমরা একটি হিন্দি ভজন শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম ঘরের এক কোণে অকস্মাৎ একটি

ক্ষীণ আলোক-পিণ্ডের আবির্ভাব হইল। উহা দুই এক সেকেণ্ড স্থির থাকিয়া একই স্থানে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ তাহার ভিতর হইতে মাতামহের মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল।

এই মূর্ত্তি প্রকাশ হইবামাত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহা যে ঠিক পায়ে হাঁটিয়া আসিল তাহা মনে হইল না। ছায়ামূর্ত্তি যেভাবে চলিয়া বেড়ায়, ইহাও অনেকটা সেইভাবে আসিল। মাতামহ অনেকবার আমাদের Seance এ আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি কখনও দেখি নাই বলিয়া আমরা ইঁহাকে চিনিতে না পারিয়া ইঁহার দিকে স্তম্ভিত ভাবে চাহিয়া রহিলাম।

ইনি আমাদের এই ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি গো! তোমরা আজ তোমাদের পুরাতন বন্ধুকে চিনিতে পারিলে না"? তাঁহার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "দাদা মহাশয়, এ কি ব্যাপার! এমন ভাবে আপনি ত' কখনও আসেন নাই। আজ যে অসম্ভব সম্ভব হইল"!

তিনি বলিলেন, "হাঁ, ইহা নূতন বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। এখানকার প্রত্যেক আত্মাই চেষ্টা করিলে মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য ইহার জন্য কঠিন সাধনা করিতে হয়। দেখ, এপারে আসিলেই যে তোমাদের সহিত ইচ্ছামত কথাবার্ত্তা কহিতে বা দেহ ধারণ করিতে পারা যায়, তাহা নয়। এ ক্ষমতার জন্য সাধনা করিতে হয়। সেইজন্য আমাদের মধ্যে খুব অল্প আত্মাই মূর্ত্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। দেহ ধারণ করিয়া তোমাদের নিকট আসিবার জন্য আমার অতি

তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয় এবং সেইজন্য আমাকে বিশেষ কঠিন সাধনা করিতে হয়। এই ক্ষমতা পাইয়াছি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছি যে, যদি আমাদের লোকে প্রকৃত উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এ সব বাসনা দমন করা উচিত। তাহা না হইলে আবার জড়দেহ ধারণ করিতে হইবে। ইহা অনিবার্য্য"।

আমি। আপনি কি আর জড়দেহে ফিরিয়া আসিতে চান না ?

মাতামহ। নিশ্চয়ই নয়। জড়দেহের যে শত-সহস্র উৎপাত তাহা কি মনে কর ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছি? আর এক কথা। আমাদের লোকের যাহাকে নিজের দোষে পুনরায় জড়দেহ ধরিতে হয়, তাহাকে যে তোমাদের লোকেই ফিরিতে হইবে, ইহার কোনও স্থিরতা নাই। আরও এমন বহুতর নিকৃষ্ট লোক আছে যেখানে সে জন্ম লইতে পারে। সেখানে জীবকে তোমাদের অপেক্ষা হয়ত সহস্রগুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এইসব কারণে আমি স্থির করিয়াছি যে, ভবিষ্যতে আর ঘন ঘন তোমাদের নিকট আসিব না। তাহা যদি করি তাহা হইলে......।

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি অদৃশ্য হইলেন। কেন যে এমন হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। ঐ বিষয়ে আরও অনেক কথা জানিবার ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। আমাদের বৈঠক সেদিন ঐখানেই শেষ হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শিবানন্দজি কল্য চলিয়া যাইবেন। তাঁহার মন্ত্রগুরু তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহাকে যাইতেই হইবে। তাঁহার গুরু কি প্রকার দুর্গম স্থানে থাকেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তিনি গুরুর নিকট হইতে কি প্রকারে সংবাদ পাইলেন। তিনি বলিলেন, "আমার দেবতা কি প্রকার অলৌকিক ক্ষমতাধারী তাহা আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। ইহার পরও যদি এই ভাবের প্রশ্ন কর তাহা হইলে আমাকে শুধু এইমাত্র বলিতে হয় যে, তোমরা এসব কথা ঠিক বুঝিবে না—অথবা বুঝিলেও মানিবে না। আমরা সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী। আমাদের কার্য্য-প্রণালী তোমরা ঠিক বুঝিবে না"।

আমি বলিলাম, "আমার বোধ হয় ইংরাজীতে যাহাকে Telepathy বলে, আপনাদের মধ্যেও সেই ভাবের কোনও প্রণালী আছে। ইহা দ্বারা আমরা আমাদের মনের কথা দূরের যে কোনও লোকের নিকট প্রেরণ করিতে পারি।"

মিশ্রজি বলিলেন, "আমি জানিতাম না সাহেবেরা এসব বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া থাকে। আচ্ছা, এ বিষয়ে পশ্চিমে কতদূর উন্নতি হইয়াছে" ?

আমি। আপনার এ প্রশ্নের আমি ঠিক উত্তর দিতে পারিলাম না। শুধু এইমাত্র জানি যে, ইহার এখনও শিশু অবস্থা। তবে দুই একজন লোক যাঁহারা আমাদের যোগের কথা কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন—এই বিদ্যায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন।

মিশ্রজি। ঠিক বলিয়াছ। আমাদের যোগশাস্ত্র ভাল করিয়া শিক্ষা না করিলে এই বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সংবাদাদি ইচ্ছামত পাঠাইয়া থাকেন। কল্য রাত্রে দেবতার আদেশ পাইয়াছি যে, আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীতে আমাকে তাঁহার আশ্রমে তাঁহার চরণ বন্দনা করিতে হইবে। বোধ হয়, এবার আমাকে কিছুদিন তাঁহার চরণ সেবা করিতে হইবে। সেইজন্য আবার কবে যে আমাদের কাছে ফিরিব তাহা বলিতে পারি না।

কল্য তিনি চলিয়া যাইবেন বলিয়া আজ সন্ধ্যার সময় আমরা তাঁহাকে মিডিয়ম করিয়া শেষ Seanceএর আয়োজন করিলাম। এই চক্রে আমরা নয়জন (মিডিয়ম ছাড়া) উপস্থিত ছিলাম। প্রথমে পর পর দুইজন আত্মা উপস্থিত হইল। তাঁহাদের কথার মধ্যে বিশেষ কোনও নূতন সংবাদ না থাকাতে আমরা এ স্থানে তাহা বিবৃত করিলাম না। তাহার পর আমাদের মিশ্রজির বন্ধু ও গুরুভাই রামানন্দ

আসিলেন। একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা চক্রে বসিয়াছি, তাহা আপনারা কিভাবে জানিতে পারেন? অনেক সময় দেখিয়াছি হয়ত একজনের আমেরিকায় মৃত্যু হইয়াছে। চক্র বসিল ভারতে। তিনি ঠিক উপস্থিত হইলেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়"?

রামানন্দ। দেখ, আমরা সূক্ষ্মদেহধারী। কোনও জড়বস্তু আমাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। সেইজন্য কোনও জড়বস্তুই আমাদের দৃষ্টি রোধ করিতে পারে না। পৃথিবীর যে কোনও স্থানে চক্র বসিলে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে একটা জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। তখন আমরা জানিতে পারি যে, চক্র বসিয়াছে। আর আমরা সূক্ষ্মদেহী বলিয়া তড়িদ্বেগে যাইতে পারি।

ভদ্রলোক। চক্রের এই জ্যোতিঃ কোথা হইতে আইসে?

রামানন্দ। চক্রের মিডিয়মের মস্তক হইতে উহা বাহির হয় এবং আমরা বহুদূর হইতে অনায়াসে উহা দেখিতে পাই। আমরা যাহা কিছু করি সমস্তই মিডিয়মের সাহায্যে। মিডিয়ম যদি বিশেষ শক্তিশালী হ'ন তাহা হইলে আমরা তোমাদের নিকট মূর্ত্তি ধরিয়া আসিতে পারি। তবে এ কথা সত্য যে, আত্মাকে জড়জগতে আসিতে হইলে শুধু মিডিয়মের সাহায্য হইলে হয় না, আমাদিগকেও একটা সাধনা করিতে হয়।

আমি। আমাদের পক্ষে আপনাদের লোকে গমন করা কি অসম্ভব?

রামানন্দ। না, মোটেই নয়। আমাদিগকে তোমাদের নিকট আসিতে হইলে যেমন সাধনা করিতে হয়, তোমাদিগকেও সেইরূপ সাধনা করিতে হয়। ইহা কঠিন কাজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভাল গুরু হইলে ইহা অনায়াসে শিক্ষা করা যায়। তোমরা যখন নিদ্রিত থাক, তখন তোমাদের সূক্ষ্ম শরীর অনেক সময় জড়দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং আমাদের জগতের অনেক কিছু দেখিতে পায়। তোমরা ইহাকে 'স্বপ্ন' বল।

আমি। পরলোকগত আত্মা কি ভবিষ্যতের কথা বলিয়া দিতে পারে?

রামানন্দ। এ প্রশ্ন কেন?

আমি। সব বিষয়েই আপনারা আমাদের অপেক্ষা উন্নত। এইজন্য ভবিষ্যতের কথা জানা আপনাদের নিকট হয়ত খুব সহজ।

রামানন্দ। ভবিষ্যৎ বলা অত্যন্ত [illegible]ন। নানা প্রকার আনুষঙ্গিক ঘটনা এবং গ্রহ-উপগ্রহের গতিবিধির উপর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে; এইজন্য ইহা প্রায়ই বলা যায় না। আমাদের জগতের উপরে আরও উন্নততর লোক আছে। তাহার অধিবাসীরা ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন কি না, আমি ঠিক বলিতে পারি না।

আমি। এই সব উন্নততর লোকের অধিবাসীরা কি আপনাদের লোকে যাওয়া-আসা করেন?

রামানন্দ। আসেন বই কি। তাঁহারা শুধু যে আমাদের জগতে আসেন তাহা নয়। তাঁহারা তোমাদের জড়জগতেও যাওয়া-আসা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে হয়ত ইঁহারাই 'দেবতা', 'মহর্ষি' নামে পরিচিত ছিলেন।

অনন্তর রামানন্দের আত্মা অদৃশ্য হইবার পর উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে এক হিন্দুস্থানি ভদ্রলোকের এক ভ্রাতার আত্মা উপস্থিত হইলেন। তিনি যেসব কথাবার্ত্তা বলিলেন তাহাতে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, তিনি প্রকৃতই ঐ ভদ্র-লোকের ভাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে লাহোরে ইহার মৃত্যু হয়।

তৃতীয় ভাগ

দ্বিতীয় খণ্ড

(আমাদের পূর্ব্বোক্ত চক্রে এবং পৃথিবীর কয়েক স্থানের প্রসিদ্ধ চক্রে পরলোকগত আত্মারা যেসব সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ।)

মুখবন্ধ

আমাদের পূর্ব্বোক্ত চক্রে আত্মারা পরলোক সম্বন্ধে যে সমস্ত গভীর তত্ত্বের আলোচনা বা বিবৃতি করিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই খণ্ডে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিলাম। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, এই স্থানে আমরা তাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমরা কোনও প্রকার মতামত দিব না; কারণ, এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই সকল বিষয়ে অন্য চক্রে যদি অপর এক আত্মা বিভিন্ন প্রকার মত দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমাদের এ জগতে যেমন একই বিষয়ে নানা প্রকার মত থাকে, ওপারেও সেই প্রকার। সর্ব্বদা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ওপারের আত্মাদেরও জ্ঞান সীমাবদ্ধ। যাঁহারা মনে করেন যে, মানুষ মরিলেই—হয় ভূত, নয় দেবতা হইয়া যায়,—তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, মৃত্যুর পর মানুষের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির সীমা সেই অবস্থাতে থাকে, যাহা মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ছিল। অর্থাৎ যে পরিমাণ উন্নতি বা অবনতি এ জগতে মানুষ লাভ করে, পরলোকে আত্মাকে ঠিক সেইটুকু লইয়া নবজীবন-আরম্ভ করিতে হয়। সেইজন্য মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাত্ত্বিক প্রভৃতি বিষয়ে এপারে যে প্রকার মতামত

থাকে, মৃত্যুর পর তাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। অবশ্য পরলোকে জড়দেহের আবরণ ও জড়বস্তুর বাধা না থাকাতে উন্নতি করিবার সম্ভাবনা এপারের অপেক্ষা অনেক অধিক।

পাশ্চাত্য জগতের চক্রে উপস্থিত যে কয়েকজন আত্মার কথা বিবৃত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা সেখানকার প্রেততত্ত্ব-সমিতির বাৎসরিক রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল সমিতি বিশ্ববিখ্যাত। এইজন্য তাহাদের বিবৃতি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নের সমস্ত বর্ণনাগুলি প্রশ্নোত্তর ভাবে দেওয়া হইয়াছে। চক্রে ঠিক এই ভাবেই প্রশ্ন হইয়াছিল।

প্রশ্ন। আমাদের এখানে যেমন জাতির সহিত জাতির, প্রতিবাসীর সহিত প্রতিবাসীর কলহ, বিবাদ, মারামারি প্রভৃতি হয়, ওপারেও কি তাহা হয়?

উত্তর। খুব হয়। তোমরা কি মনে কর যে, মানুষ এপারে আসিলেই একেবারে সত্যযুগের লোক হইয়া যায়? ইহা হয় না। মানুষের মনে যেসব ময়লা থাকে, দেহত্যাগের পর এপারে আসিয়া তাহার তিলমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না। সেই-জন্য হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির জন্য যে সকল গোলযোগ তোমাদিগকে পোহাইতে হয়, এপারেও তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। তবে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। এপারে জড়-দেহ নাই এবং আমাদের সূক্ষ্ম দেহ তোমাদের মত বিনষ্ট বা আহত হয় না। এইজন্য কেহ কাহাকেও একেবারে নষ্ট করিতে পারে না। তবে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ খুব প্রকাশ পায়। এখানে এমন একটা শাস্তি আছে যাহার তুলনায় তোমাদের কোনও সাজাই গুরুতর হইতে পারে না। এখানে যদি দেখা যায় যে, কোনও আত্মা দিন দিন অবনতির পথে যাইতেছে এবং তাহার দ্বারা এ লোকের অনিষ্ট হইতেছে,

তাহা হইলে তাহাকে এ লোক হইতে সরাইয়া এমন নিকৃষ্টতর লোকে পাঠান হয়, যেখানে তাহাকে অতি অধম জড়দেহ গ্রহণ করিতে হয়।

প্রশ্ন। কিভাবে এবং কাহার আদেশে সরান হয়?

উত্তর। ইহার ঠিক উত্তর দিতে পারিব না। তবে এ বিষয়ে আমরা যে প্রকার শুনিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। এমন অনেক লোক আছে যাহা তোমাদের জগৎ অপেক্ষা সব বিষয়ে অধম। এ সব লোক যে কোথায়—তাহা বলিতে পারি না। অনেক আত্মাকে আবার তোমাদের ওখানে ফিরিয়া যাইতে হয়। এইসব কাজ ঠিক নিয়মবদ্ধ ভাবেই হয়, কিন্তু কাহার আদেশে হয় তাহা বলিতে পারি না।

আবার আমাদের লোক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লোকও আছে। এখানে যাহারা সৎপথে থাকে তাহারা সেইখানে চলিয়া যায়। আমি নিজে জানি—আমার কয়েক [illegible] পরিচিত এইভাবে ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারা জানিত না যে, তাহাদিগকে অন্যত্র যাইতে হইবে।

প্রশ্ন। যাহারা উচ্চতর লোকে যায়, তাহাদিগকে আবার জননীর গর্ভে গমন করিতে হয়?

উত্তর। তোমরা যাহাকে যৌন-সম্মিলন বল, আমাদের বা ঊর্দ্ধতর লোকে তাহা নাই। আমাদের দেহ সূক্ষ্ম পরমাণু-নির্ম্মিত। আমাদের এই দেহের মধ্যে আরও সূক্ষ্মতর দেহ

আছে। যাহারা উচ্চতর লোকে যায়, তাহারা ঐ সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করিয়া চলিয়া যায়; তোমরা যেমন আমাদিগকে দেখিতে পাও না, আমরাও তাহাদের সেই দেহ দেখিতে পাই না। আমি যাহা বলিলাম তাহা আমি শুনিয়াছি। প্রকৃত ব্যাপার যে কি তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, আমাদের উপরে আরও অনেক উৎকৃষ্ট লোক আছে। ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন লোকের অধিবাসীর দেহ ভিন্ন ভিন্ন অতি সূক্ষ্ম উপাদানে নির্ম্মিত। এই দেহ লাভ করিবার জন্য কাহাকেও মাতৃগর্ভে যাইতে হয় না। আমাদের লোক হইতে উচ্চতর লোকে যাইতে হইলে যেমন কঠিন সাধনা করিতে হয়, সেইভাবে ঐ সব উচ্চ লোক হইতে আরও উৎকৃষ্টতর লোকে যাইতে হইলেও বিশেষ সাধনার আবশ্যক হয়। আমাদের লোক হইতে পতন হইলে, জড়দেহ লইতে হয়, সেইজন্য মাতৃগর্ভে যাইতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[প্রথম পরিচ্ছেদে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা একটি চক্রে জানিতে পারা গিয়াছিল। এই বিষয়ে প্রশ্নকারীর আরও অনেক কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু আত্মা চলিয়া যাওয়াতে ঐ বর্ণনা ঐখানেই সমাপ্ত হয়। এই চক্রের প্রায় দেড় মাস পরে ঐ আত্মা পুনরায় উপস্থিত হন। তখন প্রশ্নকারী পুনরায় ঐ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন।]

প্রশ্ন। আপনি পূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন—যে সকল পুণ্যাত্মা এখান হইতে ওপারে যায়, কিম্বা যাহারা ওপারে যাইয়া উন্নতি করে, তাহাদিগকে আর জড়দেহ ধারণ করিয়া এপারে বা অন্য কোনও নিকৃষ্ট জগতে যাইতে হয় না। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের এ জগতে যে প্রতিদিন শত শত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহারা কোথা হইতে আইসে ?

উত্তর। উন্নতি করিলে আত্মাকে যে আর জড়দেহ লইতে হয় না ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি ; কারণ, ইহা জানি। তবে তোমাদের লোকে জন্মগ্রহণের বিষয়ে যাহা আমি আমাদের লোকে শুনিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি।

তোমাদের সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া যেমন তোমাদের পৃথিবী, সেইরূপ এই বিশ্বে আরও শত শত সূর্য্য ও লক্ষ লক্ষ

পৃথিবী আছে। এই সকল পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই জড়দেহধারী জীব আছে। আমি যতদূর জানি ঐ সকল জীবের অধিকাংশই তোমাদের জগতের মনুষ্য অপেক্ষা সব বিষয়ে হীন। উন্নতি ও অবনতি অনুসারে তোমাদের পৃথিবী ও ঐ সকল জগতের মধ্যে জীবের গমনাগমন হইয়া থাকে। আমাদের পার হইতেও অনেককে তোমাদের পৃথিবীতে বা ঐ সকল জগতে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তবে একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, তোমাদের লোকে এমন অনেক মানুষ আছে—যাহারা ইহার পূর্ব্বে এ লোকে কখনও আইসে নাই। এই সৃষ্টি যে কিভাবে চলিতেছে তাহা আমাদের লোকেও বোধ হয় কেহ পরিষ্কার ভাবে জানে না। যে শক্তি এই বিশ্ব-সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ছাড়া বোধ হয় আর কোনও লোকের কোনও জীবই তাঁহার সৃষ্টি-রহস্য ভেদ করিতে পারে না। কিন্তু একথা সত্য যে, আমাদের অপেক্ষা উন্নততর লোকের আত্মারা এই রহস্যের অল্প-বিস্তর সমাধান করিয়াছেন।

প্রশ্ন। মানুষের সৃষ্টির গোড়া হইতে আজ পর্য্যন্ত কোটি কোটি মনুষ্য দেহত্যাগ করিয়াছে। ইহাদের সকলের আত্মাই কি ওপারে গিয়াছে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে আপনাদের লোক ত' একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। এত আত্মার স্থান সঙ্কুলান হয় কি প্রকারে?

উত্তর। (উচ্চহাস্যের পর) প্রশ্নটা তোমার মত লোকের নিকট হইতে না হইয়া এক বালকের মুখ হইতে বাহির হইলে

বোধ হয় ঠিক হইত। মৃত্যুর পর আত্মাকে যে লোকে যাইতে হয় তাহা যে কত স্তরে বিভক্ত তাহা আমি জানি না। তবে ইহা আমি বেশ জোরের সহিত বলিতে পারি যে, কোনও আত্মাই চিরদিন একই লোকে একই অবস্থায় থাকিতে পারে না। তাহাকে হয় অগ্রসর হইয়া উচ্চতর স্তরে (লোকে) যাইতে হইবে, নতুবা নামিয়া আসিয়া আবার জড়দেহ লইতে হইবে। আমাদের উপরে যেমন বহুতর লোক আছে, তেমনি আমাদের ঠিক নীচে তোমাদের লোক ও তাহার নীচে বহুতর অধম লোক আছে। আত্মাকে ক্রমান্বয়ে আপনাপন কর্ম্ম অনুসারে আরোহণ বা অবতরণ করিতে হয়।

প্রশ্ন। আপনি কি এমন আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন যিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন?

উত্তর। দেখ, তোমাদের জগতে লোকেরা যেমন ঈশ্বরের বিষয়ে বিচার বা তর্ক-বিতর্ক করে এবং সময় সময় রক্তের নদী বহাইয়া দেয়, আমাদের এখানে তাহা আদৌ হয় না। ঈশ্বর আছেন কি নাই, যদি থাকেন তবে তিনি সাকার, না নিরাকার,—তাহা লইয়া কেহ বিন্দুমাত্র সময় অপব্যয় করে না। এখানে সকলে নিজের নিজের আত্মাকে লইয়াই ব্যস্ত। ওপারে যাহাদিগকে তোমরা সাধারণ মানুষ বল তাহাদের আত্মা এখানে সর্ব্বদাই আত্মার উন্নতি-কার্য্যে ব্যস্ত। ইহা আমরা জানি যে, ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যের অতীত। সেইজন্য এ বিষয়ে আমরা আদৌ চিন্তা করি না।

'ঈশ্বর' বলিতে আমরা কোনও জীবের কল্পনা করি না। এই জড়দেহময় অনন্ত জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে এক শক্তি বর্ত্তমান। এই বিশাল শক্তির বলে সামান্য পরমাণু হইতে বিপুল জগৎ পরিচালিত হইতেছে। এই শক্তিকেই আমরা 'ঈশ্বর' বলি। ইহা যখন একটা শক্তি এবং অনন্ত জগতের সর্ব্বত্র ইহা বর্ত্তমান, তখন তোমার আমার মত জীবের পক্ষে ঐ শক্তিকে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। অনন্ত না হইলে কেহ অনন্তকে বুঝিতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

[এই পরিচ্ছেদে যাহা বর্ণিত হইল তাহা দুইটি চক্রে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি। কিন্তু বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা ইহা একই পরিচ্ছেদে বিবৃত করিলাম।]

প্রশ্ন। শুনিয়াছি ওপারে নাকি জন্মগ্রহণের হাঙ্গামা নাই। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনে হয় ওখানে নর-নারীর ভেদ নাই।

উত্তর। তোমার মত লোকের মুখে এই কথা! তুমি কি মনে কর যে, পুরুষের একটা প্রকৃতি চরিতার্থ করা ছাড়া নারীর আর কোনও কাজ নাই? নারী কি শুধু পুত্র-কন্যা প্রসব করিবার একটা যন্ত্র। অদ্ভুত খেয়াল। আসল কথা কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। তোমরা শিক্ষিত লোক ইহা অবশ্য জান যে, একটা মহাশক্তি সমস্ত বিশ্ব-সংসারে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে এবং ইহারই বলে সমস্ত সংসার চলিতেছে। এই মহাশক্তি না থাকিলে সমস্ত অচল হইয়া থাকিত। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির ভিতর স্ত্রী-জাতিই ঐ মহাশক্তির জীবন্ত বিকাশ। এই প্রাণী-জগতের ভিতর হইতে নারীকে যদি সরাইয়া দেওয়া হয়, সমস্ত অচল হইয়া যাইবে। স্ত্রী-জাতি আছে বলিয়াই পুরুষের মধ্যে কর্ম্ম করিবার প্রেরণা জাগরিত হয়।

আমাদের জড়দেহ নাই, সেইজন্য এখানে নর-নারীর দেহের মিলন অসম্ভব। কিন্তু নর-নারীর আত্মার মিলন এখানেও হয়। তোমাদের পারে নারী না থাকিলে পুরুষ যেমন শক্তিহীন ও কর্ম্মহীন হইয়া পড়ে, আমাদের এখানেও ঠিক তাই।

প্রশ্ন। আপনার কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হয়—যাহারা চিরকুমার বা যাহারা নারীর সংসর্গ হইতে দূরে থাকে, তাহাদের উন্নতি অসম্ভব। তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ভগবান্ বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা, (যাঁহাদিগকে লোকে অবতার মনে করে) অতি সামান্য লোক ছিলেন। কারণ, ইঁহারা সকলেই নারী হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন।

উত্তর। তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তুমি যাঁহাদের নাম লইলে, ইঁহারা সকলেই মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহারা শক্তিকে ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু যৌন-সম্মিলনকে ঘৃণা করিতেন। ইঁহারা সকলেই শক্তির উপাসনা করিতেন। ইঁহাদের যাহা কিছু সাধনা সবই শক্তিলাভের জন্য। নারীর সহিত দেহের মিলন না হইলে কি শক্তির উপাসনা হয় না? আমাদের এখানে যৌন-মিলন নাই, কিন্তু আমরা সকলেই শক্তির উপাসনা করিতেছি—অর্থাৎ উন্নততর শক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। তুমি যাঁহাদের নাম করিলে, তাঁহারা জড়দেহধারী হইয়াও, দেহের বিষয়ে বিন্দুমাত্র ভাবিতেন না। আত্মার চিন্তা লইয়াই

তাঁহারা সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন, সেইজন্য জড়দেহধারী নারীর তাঁহাদের কোনও প্রয়োজন ছিল না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, ওপারে কি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পুনরায় মিলন হয়?

উত্তর। হয় বৈ কি! তবে সব ক্ষেত্রে নয়। তোমাদের পারে যদি তাহাদের মধ্যে প্রকৃত প্রাণের মিল হইয়া থাকে তবেই এখানে পুনরায় মিলন হয়। কিন্তু আমার মনে হয়—এ ভাবের প্রাণের মিলন খুব কম হয়; কারণ, এখানে প্রায়ই দেখি, ওপারের স্বামী ও স্ত্রী এখানে আসিয়া নূতন নূতন আত্মার সহিত মিলিত হয়। ইহাতে বেশ স্পষ্ট বোধ হয় যে, ওপারে দম্পতির মধ্যে দেহের মিলন ছাড়া অন্য সম্বন্ধ বড় একটা থাকে না। এখানে আসিয়া নরনারীর মধ্যে যে মিলন হয় তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়; কারণ, উহার মধ্যে দেহের বা স্বার্থের কোনও সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু একটা কথা আমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। হিন্দু ও মুসলমান স্বামী ও স্ত্রীর দেহত্যাগের পরে তাহারা যে পরিমাণে এপারে মিলিত হয়, পাশ্চাত্য দেশের দম্পতির মধ্যে মিলন তাহা অপেক্ষা অনেক কম। আর একটা নূতন সংবাদ তোমায় শুনাইব। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু স্বামী ও স্ত্রী প্রায়ই এপারে আসিয়া মিলিত হইত। কিন্তু এখন ঐ সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে।

প্রশ্ন। ইহার কারণ কি?

উত্তর। তোমাদের মধ্যে এখন যুবতী কন্যার বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজকাল দেহের মিলন হয় বটে, কিন্তু মনের মিল মোটে হয় না। মেয়ে যখন ছোট বয়সে বিবাহিত হইত, তখন সে নিজেকে স্বামীর মনের মত করিয়া গড়িয়া লইত। ক্রমে ক্রমে সে স্বামীর ছায়ার মত হইয়া যাইত। স্ত্রীর এই ব্যবহারে স্বামী যে প্রকার স্বভাবের হউক না কেন, ক্রমে ক্রমে স্ত্রীর সহিত একাত্ম হইয়া যাইত। এখন স্ত্রী বাপের বাড়ীতেই নিজের স্বভাব গঠন করিয়া লয়। এই স্বভাব প্রায়ই স্বামীর স্বভাবের সহিত খাপ খায় না। যতদিন যৌবন থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই কোনও গোলযোগ হয় না। কিন্তু তাহার পর যাহা হয় তাহা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। সংসারে প্রায়ই শান্তি থাকে না—কলহ, বিবাদ প্রায়ই লাগিয়া থাকে। এমত অবস্থায় তুমি কি আশা কর যে, তাহারা এপারে আসিয়া আবার মিলিত হইতে চাহিবে ?

প্রশ্ন। হইতে পারে, আজকাল যৌবন বিবাহ চলাতে স্ত্রী স্বামীর দাসীর মত থাকিতে চায় না। কিন্তু স্ত্রীও যখন মানুষ, তখন সে সমান অধিকারের দাবী করিবে না কেন ?

উত্তর। তোমার পিতামাতা এখনও জীবিত। সত্য করিয়া বল দেখি, তোমাদের বাড়ীতে তোমার মা কি দাসীর মত থাকেন ? সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব কাহার হাতে ?

প্রশ্ন। অবশ্য মার হাতে। আমাদের বাড়ীতে মা

অবশ্য দাসীর মত থাকেন না। সংসারের কোনও ব্যাপারে বাবা হস্তক্ষেপ করেন না। আর বাবা যদি হস্তক্ষেপ করিতে যান তাঁহার সে মত চলে না।

উত্তর। তোমাদের সংসারে মার যে কর্তৃত্ব, যে স্থান, প্রায় অধিকাংশ স্থলে সেকালে এই ভাব ছিল। ছোট মেয়ে স্বামীর সংসারে আপনাকে মিলাইয়া দিত বলিয়া, সংসারও তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিত। ইহাকে দাসী হওয়া বলে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া তোমরা নর-নারীকে সমান অধিকার দিতে চাও। কিন্তু ইহা যে প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহা আদৌ ভাব না। নারী-জাতি যতই শিক্ষিত হউক না কেন, তাহাদিগকে পুরুষের অধীন থাকিতে হইবে। ভগবান নারীকে এমন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহাদের রক্ষকের প্রয়োজন। যদি পুরুষ কর্তৃক রক্ষিত না হয়, ইহারা এক দণ্ডও টিকিতে পারে না। ইহা তোমরা মান কি না জানি না, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তোমাদের ওপারে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী সকলের মধ্যে স্ত্রী-জাতি পুরুষ দ্বারা রক্ষিত। এপারেও এই নিয়ম। তোমাদের গায়ের জোরে নারীকে যে অধিকার দিতেছ তাহার জন্য দেখিও—তোমাদের সমাজে ভবিষ্যতে কি প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তোমরা যাহাকে 'সংসার-সুখ' বল, তাহা আর থাকিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন। মৃত্যুর ঠিক আগে মানুষের কি অবস্থা হয় তাহা একটু বুঝাইয়া দিবেন কি ?

উত্তর। বেশ ভাল প্রশ্ন করিয়াছ। ইহা এমন একটা বিষয় যাহার বিষয়ে ওপারের অধিকাংশ লোকই খুব অজ্ঞ। এই বিষয়টা হয়ত আমি বেশ ভাল ভাবেই বুঝাইতে পারিব। কারণ, ওপারের কয়েকটি আত্মার জড়দেহ ত্যাগের সময় আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম।

এই বিশ্ব-সংসার সমস্তই পরমাণু-সমষ্টি লইয়া গঠিত। এই পরমাণুর আসল রূপ এত সূক্ষ্ম যে, তোমাদের জগতের অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণের (Microscope) সাহায্যেও উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি বালুকাকণাকে যদি একশত ভাগে ভাগ করা যায়, তাহা হইলেও উহা এক কণা-পরমাণু অপেক্ষা অনেক বড় থাকে। তোমাদের জগতের মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতির দেহ এবং সমস্ত জড়বস্তু এই প্রকার পরমাণুর সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত।

এই পরমাণু আবার দুই প্রকারের হয়—সূক্ষ্ম ও স্থূল (অবশ্য স্থূল পরমাণু সূক্ষ্ম-পরমাণুরই সমষ্টি)। তোমাদের দেহ ঐ স্থূল-পরমাণু দ্বারা গঠিত, এইজন্য ইহা অগ্নি, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা সহজেই নষ্ট হইয়া যায়। তোমাদের মন ও

আত্মা কিন্তু সূক্ষ্ম-পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া উহারা তোমাদের জগতের কোনও বস্তু দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। আমাদের জগতেও উহা নষ্ট করিবার কোনও উপাদান আছে বলিয়া আমার জানা নাই।

তোমাদের জড়দেহের ভিতর অতি সূক্ষ্ম-পরমাণু নির্ম্মিত অন্য এক দেহ ও মন আছে। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে এই সূক্ষ্ম দেহ ও মন জড়দেহ হইতে ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে থাকে। ইহারা ব্রহ্মতালুর পথে বাহির হয় বলিয়া, মরণোন্মুখ মানুষের পায়ের তলার দিক হইতে শীতল হইতে থাকে (অর্থাৎ সোজা কথায় 'প্রাণহীন')। ঐ সূক্ষ্ম দেহ ও মন যখন অর্দ্ধেক বাহির হইয়া যায়, তখন নীচেকার অর্দ্ধেক অঙ্গ প্রাণহীন হইয়া যায়। যখন ঐ মন-সম্বলিত সূক্ষ্ম দেহ জড়দেহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি-লাভ করে, তখন মানুষের 'মৃত্যু' হয়।

প্রশ্ন। যাহারা বাহির হইয়া আসে, তাহাদের কি কোনও রূপ আছে?

উত্তর। বড় কঠিন প্রশ্ন। আমি যাহা নিজে দেখিয়াছি, তাহাই বলিব—তোমার প্রশ্নের হয়ত সঠিক উত্তর দিতে পারিব না। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে মানুষের জড়দেহ হইতে এক সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বাহির হয়। ইহা অবিকল মরণোন্মুখ মানুষের মত। প্রভেদের মধ্যে এই যে (১) ইহা সূক্ষ্ম-পরমাণু নির্ম্মিত বলিয়া ইহা শূন্যে অবাধে বিচরণ করিতে পারে। (২) মৃত ব্যক্তির জড়দেহে রোগ বা আঘাতাদির যে সকল চিহ্ন থাকে, এই

সূক্ষ্ম দেহে তাহা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা এপারে এই সূক্ষ্ম দেহ লইয়াই বিচরণ করি। এই সূক্ষ্ম দেহই আত্মা। ইহার ভিতর আরও সূক্ষ্মতর উপাদানে নির্ম্মিত কিছু আছে কি না (যাহাকে 'আত্মা' বলে) তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, আমাদের লোকের বোধ হয় কেহই ইহা জ্ঞাত নয়। তবে আমাদের এই সূক্ষ্ম দেহে এমন একটা শক্তি আছে যাহার দ্বারা আমরা চিন্তা ও অনুভবাদির কাজ করি, এবং এই শক্তিকেই আমরা 'মন' বলিয়া থাকি। হয়ত এই শক্তি ও আত্মা একই পদার্থ। ইহাই খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের এই শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী মহাশক্তিরই একটি অংশ। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনই ভগবান।

প্রশ্ন। জড়দেহ হইতে মৃত্যুর সময় যে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি বাহির হয়, তাহা কি বাহির হইয়াই চলিয়া যায়, না ঐ জড়দেহের নিকট উপস্থিত থাকে?

উত্তর। প্রায়ই আত্মার দেহত্যাগের সময়, আমাদের এ লোকের আত্মারা উপস্থিত থাকে এবং তাহারা এই নবাগত আত্মাকে তাহার জড়দেহ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে তাহারা কৃতকার্য্য হয় না। মানুষের জড়দেহ ত্যাগের পর মন তাহার ঠিক সেইভাবেই থাকে, যেভাবে উহা জড়দেহের ভিতর ছিল। তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, আহার, বিহার প্রভৃতির প্রতি আকর্ষণ অবিকল

সেইভাবেই থাকে, যেমনটি জড়দেহ ত্যাগের পূর্ব্বে ছিল। এইজন্য ঐ নূতন সূক্ষ্মদেহধারী আত্মা নিজের এতদিনের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে চায় না। অনেক সময় দেখিয়াছি—আমাদের জগতের এই নবাগত আত্মা বহুদিন পর্য্যন্ত মরজগতে ঘুরিয়া ফিরিয়া থাকে, কিছুতেই মায়া কাটাইতে পারে না। আবার এমনও হয় যে, দেহত্যাগের পর আত্মা বুঝিতে পারে না যে, তাহার জড়দেহ নাই (অর্থাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে)। তাহারা যখন নিজের আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে হা-হুতাশ করিতে দেখে তখন সান্ত্বনা দিতে যায়, বলিতে যায় অনেক কিছু। অবশ্য তাহার কথা তোমরা শুনিতে পাও না। অনেক আত্মা দেহত্যাগ হইয়াছে জানিতে পারিয়াও ওপারে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়—মায়া কাটাইতে পারে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন। যাহারা নানা প্রকার গুরুতর পাপ করিয়া ওপারে যায়, তাহাদের জন্য কি নরকের ব্যবস্থা আছে ?

উত্তর। এপারে নরক বলিয়া কোনও বিশেষ স্থান নাই। তোমাদের ওপারে এপারের নরকের যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অলীক। তবে নরক-যন্ত্রণা যে এপারেও আছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব। নানা প্রকার অন্যায় (পাপ) কাজ করিয়া যাহাদের আত্মা কলুষিত হইয়াছে, তাহাদের মনে ঐ সকল কাজের চিন্তা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগকে যে যন্ত্রণা দেয়, তাহা কাল্পনিক নরক-যন্ত্রণা হইতে কম নয়। যেখানে তাহারা পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই সেই স্থানে তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায় এবং প্রায়ই ঐ সকল কাজের পুনরভিনয় দেখিতে পায়। যে নরহত্যা করিয়াছে সে সর্ব্বদাই দেখে—সে নরহত্যা করিতেছে। অবশ্য তাহার মনে যদি কৃত কার্য্যের জন্য প্রকৃত অনুতাপ হয়, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এই শাস্তির পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে। একটি কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও। এখানে পতিত আত্মার উদ্ধারের ও উন্নতির জন্য নানা প্রকার উপায় আছে।

প্রশ্ন। যদি দূষিত আত্মাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা বিফল হয়, তাহা হইলে কি হয় ?

উত্তর। এ প্রকারের আত্মা হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পুনরায় তোমাদের লোকে ফিরিয়া যায়, আবার কেহ কেহ নিকৃষ্টতর লোকেও গমন করে।

প্রশ্ন। এ প্রকার নিকৃষ্ট লোক আপনি কি কখনও দেখিয়াছেন ?

উত্তর। তোমরা মাঝে মাঝে এমন এক একটা প্রশ্ন কর যে, আমাদের বড় দুঃখ হয়—তোমরা নিজের জগৎ ছাড়া আর আর জগতের বিষয় কত অজ্ঞ। এই বিশ্বে বোধ হয় লক্ষ লক্ষ লোক আছে। ইহা আমরা ভাল করিয়া জানি যে, এইসব লোকের অনেকের মধ্যে জড়দেহধারী জীব বাস করে। এইসব লোকের জীবদিগকে দেখিতে হইলে ঐসব লোকের জীবেরা যে উপাদানে নির্ম্মিত, তাহা লইয়া নিজেকে সেইরূপ করিতে হয়। তাহা না করিলে সূক্ষ্মদেহধারী আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। এই তোমাদের লোকের কথাই ধর না। যতক্ষণ আমরা মিডিয়মের নিকট হইতে শক্তি সংগ্রহ না করি, ততক্ষণ আমরা তোমাদিগকে দেখিতে পাই না বা তোমাদের কথা বুঝিতে পারি না। সূক্ষ্মদেহধারী-জগতেও এই নিয়ম। আমাদের উপরে যে সকল লোক আছে, তাহাদের অধিবাসীরা অতি সূক্ষ্ম-পরমাণু দ্বারা গঠিত। সেইজন্য আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই না।

প্রশ্ন। আমরা যাহাকে 'ভূত' বলি তাহা কি সত্য সত্যই আছে, না ইহা আমাদের কল্পনা ?

উত্তর। শুধু যদি কল্পনা হইত, তাহা হইলে ইহার কথা তোমাদের জগতের সর্ব্বত্র, সভ্য অসভ্য সকলের মধ্যে, শুনিতে পাইতে না। তোমাদের জড়জগতে এমন দেশ নাই, এমন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস পাইবে না। যে সকল জীব তোমাদের ওপারে অতি তীব্র অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া দেহত্যাগ করে, তাহারা এপারে আসিয়া ঐ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় সর্ব্বদা তোমাদের জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়। সুবিধা পাইলেই ইহাদের কেহ কেহ দুর্ব্বল মন বিশিষ্ট মনুষ্যের দেহকে আশ্রয় করিয়া বসে। কখনও কখনও ইহারা বিকৃত জড়দেহ ধারণ করিয়া দেখা দেয়।

প্রশ্ন। ইহারা কি উপায়ে জড়দেহ ধারণ করে ও অপরের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা আপনি জানেন কি ?

উত্তর। না। ঐ প্রকার আত্মার এপারে একটা পৃথক্ শ্রেণী আছে। ঐ সকল অপকৃষ্ট বিদ্যা ঐ শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত। এ প্রকার বিদ্যাকে আমরা অতি হেয় মনে করি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, এই যে মিডিয়মের সাহায্যে আপনারা আমাদের নিকট আসেন, কথাবার্ত্তা ক'ন এবং কখন কখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দেন, ইহা কি আপনাদিগকে শিক্ষা করিতে হয়, না ওপারের সমস্ত আত্মাই ইহা করিতে পারে ?

উত্তর। ইহা শিক্ষা করিতে হয়। এপারের খুব কম আত্মাই ইহা করিতে পারে। তবে ইহাও জানিয়া রাখ যে, তোমাদের জগতে আসিয়া কথাবার্ত্তা কওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু মূর্ত্তি গ্রহণ করার জন্য কঠিন সাধনা করিতে হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন। আচ্ছা, ওপারে কি আপনারা আমাদের মত ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করেন?

উত্তর। আমরা যখন দেহধারী তখন আমাদের বাসের জন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় বৈ কি! কিন্তু তোমরা যেমন ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্থ ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে থাক, এখানে সে নিয়ম নাই। এখানে সম-স্বভাবসম্পন্ন বহুতর আত্মা একত্রে বাস করে। যাহারা এভাবে একত্রে বাস করে তাহাদের মধ্যে এত মিল, যাহা তোমাদের জগতে অসম্ভব। ইহার কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রায় নাই। আমাদের দেহ সূক্ষ্ম বলিয়া আমরা পরস্পরের মনের ভাব বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারি। আমাদের মধ্যে নীচভাব না থাকিবার ইহাও একটি কারণ।

আমাদের এ লোকে অতৃপ্ত বাসনাধারী বা কলুষিত মনের যে সকল আত্মা আছে, তাহারা একত্রে বাস করে না। তাহারা কিভাবে বা কোথায় বাস করে তাহা আমি ঠিক জানি না। কারণ, এ সকল বিষয় জানিবার কোনও চেষ্টা আমি কখনও করি নাই। তবে আমাদের মধ্যে এমন আত্মা আছেন যাঁহারা ঐ সকল অপকৃষ্ট আত্মাদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে উন্নত পথে আনিবার চেষ্টা করেন। শুনিয়াছি, ইহাদের মধ্যে যাহাদিগকে

শোধরাইবার অনুপযুক্ত মনে হয় তাহাদিগকে, হয় তোমাদের পারে কিম্বা অপর কোনও নিম্নতর লোকে পাঠান হয়। এই সব কাজের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাহা আমি জানি না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনারা কি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারেন ?

উত্তর। আমাদের যখন জড়দেহ নাই, তখন ইচ্ছামত গমনাগমনে বাধা কি ? আমাদের জড়দেহ নাই, এইজন্য আমরা জাহাজ, পর্ব্বত, প্রাচীর প্রভৃতি অনায়াসে ভেদ করিয়া যাইতে পারি। কিছুদিন আগে হয়ত তোমরা আমার এই কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিতে না। তুমি হয়ত ভাবিতে—আমরা যতই সূক্ষ্ম হই না কেন, কঠিন জড়বস্তুর ভিতর দিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এক্স-রে'র (X-ray) আবিষ্কার হওয়াতে আমাদের পক্ষে বিনা বাধায় গমনাগমন করিবার ব্যাপারটা বুঝিতে পারা তোমাদের কাছে খুব সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এক্স-রে যখন শত সহস্র আবরণ ভেদ করিয়া যাইতে পারে, তখন আমরাই বা পারিব না কেন ? এক্স-রে যে পরমাণু-সমষ্টি লইয়া গঠিত, আমাদের সূক্ষ্ম দেহের পরমাণু তাহাপেক্ষাও সূক্ষ্ম।

প্রশ্ন। আপনাদের পারের আত্মারা কি আবার আমাদের এপারে ফিরিয়া আসিতে চায় ? আপনাদের মধ্যে রোগ-শোকের বালাই নাই, পাশ করিবার, চাকরী খুঁজিবার কর্ম্ম-

ভোগ নাই, যখন যেখানে ইচ্ছা ঘুরিতে পারেন, আপনারা এই বিশ্বের নূতন নূতন জগৎ অনায়াসে দেখিয়া বেড়াইতে পারেন। এই সকল সুখ ছাড়িয়া কেহ যে এপারে আসিতে চাহিবে তাহা ত' আমার মনে হয় না।

উত্তর। তুমি ওপারে রহিয়াছ বলিয়া এই ভাবের কথা বলিতেছ। মানুষ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতি ছাড়িয়া যখন এপারে আসে, তখন তাহাদের জন্য ভয়ানক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ইহা নূতন দেশ। তাহার পক্ষে এখানে সবই নূতন। এইজন্য প্রায়ই মানুষ এখানে আসিয়া ওপারের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বদা ওপারের তাহার পরিচিত ও আত্মীয় লোকদিগের নিকট ঘুরিতে থাকে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যাহাদের এ ভাবটা চলিয়া যায় তাহাদিগকে ওপারে ফিরিবার আর ভয় থাকে না। কিন্তু যাহাদের মন কিছুতেই শান্ত হয় না, তাহাদিগকে আবার ফিরিতে হয়।

প্রশ্ন। আপনি বলিয়াছেন, আপনাদের ওপারে যাহারা নিজের আত্মার উন্নতি করে, তাহারা উর্দ্ধতর লোকে চলিয়া যায়। এ পর্য্যন্ত আমি অনেক চক্রে যোগ দিয়াছি, কিন্তু ঐ উন্নততর লোকের কোনও আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহার কারণ কি?

উত্তর। তোমার প্রশ্নটা ভাল, কিন্তু ইহার উত্তর আমি পূর্ব্বেই প্রকারান্তরে দিয়াছি। আমাদের লোকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার তোমাদের লোকের চিন্তা থাকে—অর্থাৎ যতক্ষণ

বাসনার লোপ না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা উর্দ্ধতর লোকে যাইতে পারে না। যখন সে উপরে চলিয়া যায় তখন বুঝিতে হইবে যে, তোমাদের জড়জগতের চিন্তা হইতে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। এ অবস্থায় সে আর তোমাদের জগতে কেন যাইবে? তবে কখনও কখনও এ নিয়ম যে ভঙ্গ হয় না, তাহা নয়। তোমাদের লোকের যে জীব সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাসনা প্রভৃতি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাকে মাঝে মাঝে ঐ উর্দ্ধতর লোকের আত্মা আসিয়া দর্শন দেন। তোমাদের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিজয় গোস্বামী, বিবেকানন্দ স্বামী প্রভৃতি এইরূপ দর্শন লাভ করিতেন।

আমি জানি—পূর্ব্বকালে তোমাদের দেশের লোক প্রায়ই ধর্ম্মপথে থাকিতেন। দ্বেষ, হিংসা, কলহ, মিথ্যা প্রভৃতিকে তাঁহারা প্রায়ই বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, এইজন্য তাঁহারা ঐ সকল উন্নত আত্মার প্রায়ই দর্শন পাইতেন। তখন তোমরা ইঁহাদিগকে 'দেবতা', 'মহর্ষি' প্রভৃতি নামে সম্মানিত করিতে। ধার্ম্মিক খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদিগকে 'Angels' বলিতেন। এখন তোমাদের লোক হইতে ঐ প্রাচীন ভাবের ধর্ম্মচর্চ্চা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন ধর্ম্ম জিনিসটা মিথ্যার আবরণ হইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে চলিলে, প্রকৃত ধর্ম্ম হয়ত একেবারে লোপ পাইবে। এ অবস্থায় ঐ উন্নত লোকের আত্মারা কি জন্য তোমাদের লোকে আসিবেন? তোমরা দিন দিন যে

কার জড়বাদী হইতেছ, তাহাতে বোধ হয় আমাদের লোককে
র্যান্ত তোমরা উড়াইয়া দিবে। আজকাল প্রেততত্ত্বের
।ালোচনা চলিতেছে বলিয়া আমরা এখনও টিকিয়া আছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন। আমাদের মত জড়দেহ-বিশিষ্ট প্রাণী এই পৃথিবীর বাহিরে আর কোথাও আছে কি?

উত্তর। তুমি যদি জিজ্ঞাসা করিতে যে, ঠিক তোমাদের মত হস্তপদ-বিশিষ্ট জীব আর কোনও জগতে আছে কি না, তাহা হইলে আমি উত্তর দিতে পারিতাম না। কারণ, এই অনন্ত বিশ্বের সমস্ত লোক আমি দেখি নাই, সেইজন্য ও প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইত। তবে তোমাদের পৃথিবী ছাড়া যে জড়দেহ-বিশিষ্ট প্রাণী অন্য বহুতর জগতে আছে তাহা আমি জানি; কারণ, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। একটা কথা কিন্তু মনে রাখিও। আমাদের লোকের সমস্ত আত্মা তোমাদের মত হস্তপদ-বিশিষ্ট—অর্থাৎ ঠিক তোমাদেরই মত। অবশ্য আমাদের জড়দেহ নাই।

প্রশ্ন। তাহাদের (অন্য জগতের জড়দেহধারী জীবের) জীবন-ধারণ প্রণালী কি আমাদের মত?

উত্তর। ইহা অসম্ভব। জড়দেহ-সম্পন্ন সমস্ত জীব-জগতের জীবন-ধারণ প্রণালী তাহাদের আবাস জগতের প্রাকৃতিক নিয়মের উপর নির্ভর করে। এই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জীব-জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। একটা সোজা দৃষ্টান্ত দ্বারা

তোমাকে বিষয়টা বুঝাইবার চেষ্টা করি। তোমাদের জগতের মেরু-প্রদেশের অধিবাসীরা যদি ভারতে আসিয়া বাস করিতে চায়, তাহা হইলে তাহারা কোনও মতে টিকিবে না। অথবা কোনও জলচর জীব যদি স্থলে থাকিতে চায়, সে কতক্ষণ জীবিত থাকিবে? প্রত্যেক জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সেখানকার জড়দেহধারী জীবেরা ঐ নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়। সেইজন্য ভিন্ন জগতের জীব অন্য প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে যাইয়া টিকিতে পারে না।

প্রশ্ন। আমাদের বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, যে সকল গ্রহ সূর্য্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত তাহারা জড়দেহধারীর জীবনের পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। ঐ সকল লোক, হয় নিরবচ্ছিন্ন বরফে আবৃত, নয় সেখানে বায়ুস্তরের অস্তিত্বই নাই। আবার যে সকল গ্রহ সূর্য্যের খুব নিকটে রহিয়াছে তাহারা এত গরম যে, সেখানেও কোন জড়দেহধারী নাই। এ বিষয়ে আপনার কি মত?

উত্তর। আমার কথা যদি তোমরা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে ইহা আমি খুব মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাহাদের ঐ মত অনুমান মাত্র, উহার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নাই। এই সকল মূর্খ পণ্ডিতেরা আরাম-কেদারায় বসিয়া অন্য জগতের বিষয়ে যে সকল তত্ত্বের প্রচার করে, তাহারা মনে করে উহার ষোল আনাই সত্য। ইহারা একটা অতি সোজা কথা বুঝে না যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের।

যিনি এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি ঐ সকল জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে প্রাণী সৃষ্টি করিতে পারেন না? মনে কর, কোনও লোক সর্ব্বদা বরফে আচ্ছন্ন। ঐ প্রকার লোকে অনায়াসে থাকিতে পারে এমন জীব কি তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন না? অন্যান্য লোকের প্রাণীদিগকে কি ঠিক তোমাদের মতই হইতে হইবে? ইহা বড় অদ্ভুত ধারণা। অবশ্য অন্য লোকের জীবদিগকে যদি তোমাদের জগতে আনা যায় তাহা হইলে তাহারা হয়ত এক দণ্ডও জীবিত থাকিবে না। এই সকল হস্তীমূর্খ ইহা ভাবে না যে, যে মহাশক্তি ভিন্ন ভিন্ন লোক সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সেই সেই লোকের উপযোগী জীবও সৃজন করিতে পারেন। তাহারা ঈশ্বরকে না মানিতে পারে, কিন্তু বিশ্ব-ব্যাপী মহাশক্তিকে তাহারা কোনও মতে অস্বীকার করিতে পারে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন। আপনি জানেন, আমাদের জগতে মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে মৃতদেহ সৎকারের ভিন্ন ভিন্ন প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। একজন লোক বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর দেহের কবর হওয়া উচিত। এই প্রকার লোকের মৃত্যুর পর যদি তাহার দেহকে দাহ করা হয় তাহা হইলে কি আপনাদের লোকে তাহার আত্মার কোনও অনিষ্ট হয়?

উত্তর। যথেষ্ট অনিষ্ট হয়। তোমাদের জগতে যে লোক যে প্রকার নিয়মকে আজীবন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং সেই নিয়মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া দেহত্যাগ করে, তাহার দেহত্যাগের পর যদি সেই নিয়ম অনুসারে কাজ না করা হয়, তাহা হইলে এখানে আসিয়া তাহার আত্মাকে বিশেষ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। মৃতের আত্মার সহিত তাহার মনও এপারে আসে। ওপারে যে যে বিষয়ে সে দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করিত, সেই অনুসারে কাজ করা উচিত।

হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধের প্রথা আছে। তাহারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ না করিলে আত্মার শান্তি হয় না। তাহাদের আত্মীয়দের উচিত—তাহার আত্মার উদ্দেশে যথাযথ ভাবে শ্রাদ্ধ করা। তাহা না করিলে ঐ সকল আত্মাকে এখানে বিষম অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অবশ্য যে সকল হিন্দুর এসব

বিষয়ে কোনও বিশ্বাস নাই, তাহাদের এই প্রকার অশান্তি ভোগের কোনও ভয় নাই।

প্রশ্ন। তাহা হইলে আপনি বলেন যে, শবদেহ দাহে বিশ্বাসবান্‌কে কবর দিলে, বা কবরে বিশ্বাসীকে দাহ করিলে মনের অশান্তি ছাড়া ওপারে তাহার আর কোনও অনিষ্ট হয় না!

উত্তর। না। কিন্তু এক বিষয়ে আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তুমি এতদিন প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিতেছ, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তুমি এইভাবের প্রশ্ন কর! দাহ বা কবর মনের একটা বিশ্বাস মাত্র। এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ না হইলে মনের অশান্তি ছাড়া আর কি অনিষ্ট হইতে পারে? তোমাদের অনেকের বিশ্বাস যে, এপারে 'নরক' নামক ভীষণ স্থান আছে। ওপারের বিশ্বাস অনুসারে কাজ না করিলে এপারে ঐ নরকে যাইয়া কঠিন সাজা পাইতে হয়। ইহা তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। এপারে যাহা কিছু শাস্তি ভোগ করিতে হয় তাহা সব মনের মধ্যে।

প্রশ্ন। দেখুন, একটা কঠিন বিষয়ের মীমাংসা আমি করিতে পারিতেছি না। আপনি কি ইহা দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিবেন?

উত্তর। প্রশ্নটা শুনিবার পূর্ব্বে একটা কথা তোমায় বলিয়া রাখা ভাল। তোমরা অনেকে মনে কর যে, মানুষের আত্মা এপারে আসিলেই 'সবজান্তা' হইয়া যায়। এ প্রকার

ণার কোনও মূল্য নাই। আমরা ওপারে যেমন থাকি
াামাদের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি) এপারে তাহার শীঘ্র
রিবর্ত্তন হয় না। তবে এপারে আমরা পরস্পরের মনের
খা দর্পণে দৃষ্ট জিনিসের মত অতি পরিষ্কার ভাবে দেখিতে
ই বলিয়া আমাদের জ্ঞান শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করে—
ই পর্য্যন্ত। এখন তোমার প্রশ্নটা বল।

প্রশ্ন। আমরা এপারে যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন কি
কটা সীমাবিশিষ্ট জীবন লইয়া আসি? অর্থাৎ আমরা
তদিন বাঁচিব, তাহা কি জন্মিবার পূর্ব্বেই স্থির হইয়া থাকে?
হা কি সত্য?

উত্তর। এ প্রশ্নের উত্তর হয়ত আমি ঠিক বলিতে পারিব
া। তবে ওপারের এবং এপারের অভিজ্ঞতা হইতে যাহা
গানিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। তোমাদের
দশে চরকের নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। হিন্দুরা বলে যে,
িনিই ভারতে আয়ুর্ব্বেদের জন্মদাতা। ইনি বলেন, কম
আয়ু লইয়া কেহ জন্মে না। জন্মের পর ব্যাধি, স্বাস্থ্যের
অনিয়ম, দুর্ঘটনা প্রভৃতি দ্বারা মানুষের অকালমৃত্যু হয়।
এই বিষয়ে তিনি একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন। প্রত্যেক
মনুষ্যের জীবন তৈলপূর্ণ প্রদীপের মত। প্রদীপ জ্বলিবার
সময় যদি বায়ু বেগে বহিতে থাকে, তাহা হইলে প্রদীপ
তৈলপূর্ণ হইলেও নিভিয়া যায়। মানুষের সেই প্রকার আয়ু
থাকিলেও মৃত্যু হয়। যেসব দেশের লোক স্বাস্থ্যরক্ষার

নিয়ম ভাল করিয়া পালন করে, তাহাদের মধ্যে অকালমৃত্যুর সংখ্যা কম। তোমাদের দেশে হিন্দু-বিধবাদের মধ্যে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা সধবা স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা অনেক কম। তোমাদের শিশু-মৃত্যু সংখ্যা সাহেবদের শিশু-মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। এইসব ব্যাপার হইতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তোমরা নিজেরাই তোমাদের অকালমৃত্যুর কারণ। অনেক সময় পিতামাতার দোষে সন্তান রুগ্ন হইয়াই জন্ম লয়। অনেক সময় আহার-বিহারের অনাচারে মানুষ অকালে মরিয়া যায়। ইহা বলা অত্যন্ত ভুল যে, মানুষ দীর্ঘায়ু বা স্বল্পায়ু হইয়াই জন্মগ্রহণ করে।

পরিশিষ্ট

প্রেতবিদ্যা শিক্ষার্থীর জন্য কয়েকটি উপদেশ

আমার কলেজ-জীবন হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল আমি প্রেততত্ত্ব-বিদ্যা যতদূর সম্ভব শিখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। এই উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়াই আমি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, বর্ম্মায় এবং পাশ্চাত্য দেশের কোনও কোনও স্থানে গমন করিয়াছি। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণের ফলে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাই যথাসাধ্য সংক্ষেপে এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি। যদি এই পুস্তকের দ্বারা আমি কাহারও দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে বুঝিব—আমার সমস্ত শ্রম সফল হইয়াছে।

আমাকে অনেকে অনেকবার প্রশ্ন করিয়াছেন, "চক্র (Seance) কিভাবে বসাইতে হয়", "ইহার জন্য কি কি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়", "কতদিন চক্র বসাইবার পর প্রেতাত্মা উপস্থিত হয়", ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আমি এ বিষয়ে যাহা কিছু জানিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

প্রথমেই আমার প্রার্থনা যে, কেহ যেন মনে না করেন—আমি গুরুর পদ অধিকার করিয়াছি। আমি যাহা কিছু বলিব

শিক্ষার্থী ভাবেই বলিব। পাঠক যেন আমার কথাগুলি সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। বহুদিন হইতে এই বিদ্যার আলোচনা করিতেছি বলিয়া আমার বিশ্বাস, নূতন শিক্ষার্থীকে এমন কিছু বলিতে পারিব যাহার দ্বারা এই বিদ্যা শিক্ষায় তাঁহার কিছু সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু এই স্থানে একটা কথা আমি বিশেষ পরিষ্কার ভাবে বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। যাঁহারা এই বিদ্যা শিখিতে চান, তাঁহারা যেন কেবলমাত্র প্রেততত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকের উপর নির্ভর না করেন। সর্ব্বপ্রথম একজন অভিজ্ঞ গুরুর প্রয়োজন। উপযুক্ত গুরু না হইলে ইহা শিক্ষা করা অসম্ভব। তাহার পর এই বিষয়ে পুস্তকাদি পাঠ করা উচিত। তাঁহারা আর একটা কথা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন। সম্ভব হইলে তাঁহারা যেন অনধিক কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসেন। তথায় ছয়মাসে আমরা যাহা শিখিব, [illegible] দেখিব তাহা এ দেশে দশ বৎ[illegible]ও সম্ভব হইবে না।

[illegible]নকে মনে করেন, চক্র (Seance) বসান অতি সহজ কাজ [illegible]জনে হাত ধরাধরি করিয়া একটা টেবিলের চারিদি[illegible]সিয়া দুই একটা গান গাহিলেই ওপারের আত্মা উপস্থিত হইবে। চক্র বসান যদি এত সহজ হইত তাহা হইলে [illegible]র ঘরে ইহার অনুষ্ঠান হইত।

চক্র বসাইবার পূর্ব্বে মিডিয়ম ঠিক করিতে হয় মিডিয়মই চক্রের প্রাণ। আমরা এই পুস্তকের কয়েক স্থানে

সাধ্যমত পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছি যে, প্রেতাত্মা সূক্ষ্ম দেহধারী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে কতকটা জড়শক্তি না আসে তাহার কথা আমরা শুনিতে পাইব না বা তাহাকে আমরা দেখিতে পাইব না। চক্রে যে লোকের নিকট হইতে প্রেতাত্মা এই জড়শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই আমরা 'মিডিয়ম' বলি।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, মিডিয়ম যে কোন লোক হইতে পারে না। প্রেততত্ত্ব-বিজ্ঞানের এখনও শৈশবাবস্থা। ঠিক কি কি গুণ বা কি প্রকারের স্বভাব থাকিলে মিডিয়ম হওয়া যায়, তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত। আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা আমরা জানিয়াছি যে, ভাল মিডিয়মের সংখ্যা রমণীদিগের মধ্যেই অধিক। ইহা হইতে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, রমণী-সুলভ কোমল প্রকৃতি না হইলে মিডিয়ম হওয়া যায় না। ভাল ভাল মিডিয়মের চরিত্র বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, মিডিয়ম হইতে হইলে কোমল স্বভাবের বিশেষ প্রয়োজন। এ পর্য্যন্ত রুক্ষ ও কোপনস্বভাবের কাহাকেও মিডিয়ম হইতে দেখা যায় নাই।

যাঁহারা চক্র বসাইতে চান তাঁহাদের উচিত—সন্ধ্যার পর কয়েকজন লোককে লইয়া চক্র বসান। (কিভাবে চক্র বসাইতে হয় তাহা আমরা সংক্ষেপে পরে বিবৃত করিব।) যাঁহাদিগকে লইয়া চক্র বসাইবেন তাঁহাদের মধ্যে যেন দুই

একটি রমণী বা কোমলপ্রকৃতির পুরুষ থাকেন। সপ্তাহে দুইবারের অধিক যেন চক্র বসান না হয়। এইভাবে চক্র বসাইতে বসাইতে সমবেত লোকদের মধ্যে কাহার ভিতর মিডিয়মের শক্তি আছে বুঝিতে পারা যাইবে। এইভাবে মিডিয়ম নিরূপণ করা সম্ভব হইলেও কষ্টসাধ্য। সেইজন্য আমাদের বক্তব্য—যাঁহারা প্রেততত্ত্ব শিক্ষা করিতে চান তাঁহারা যেন উপযুক্ত গুরুর সাহায্য গ্রহণ করেন।

ভাল মিডিয়ম সংগ্রহ হইলেও কেহ যেন প্রথম প্রথম অভিজ্ঞ পরিচালক ভিন্ন চক্রের অনুষ্ঠান না করেন। অনেক সময় সুযোগ পাইলে দুষ্ট আত্মা উপস্থিত হয় এবং তাহার মনের মত কাজ না করিলে তাহাদের দ্বারা নানা প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, চক্র বসান ছেলেখেলা নয়।

চক্রে বসাইবার সাধারণ নিয়ম

১। সাধারণতঃ একটা গোল টেবিলের চারিদিকে যতগুলি লোক বসিবে, ততগুলি চেয়ার রাখিতে হয়। চেয়ারে গদি আঁটা থাকিলে ভাল হয়। নতুবা কাঠের সিটওয়ালা চেয়ারই ব্যবহার করা উচিত।

২। মিডিয়মকে লইয়া উপস্থিত লোকের সংখ্যা যেন অযুগ্ম (বিযোড়) হয়, অর্থাৎ ৩, ৫, ৭, ৯ প্রভৃতি।

৩। এমনভাবে বসিবে যাহাতে একজনের দক্ষিণ করতল অপরের বাম করতলের উপর খুব হাল্‌কা ভাবে রক্ষিত থাকে। প্রত্যেকের পদযুগল যেন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখা থাকে, অর্থাৎ পায়ের উপর পা রাখিয়া (Crosswise) যেন বসা না হয়।

৪। যদি একাধিক রমণী থাকেন, তবে প্রত্যেক রমণী যেন দুইজন পুরুষের মধ্যে উপবেশন করেন। যদি একাধিক মোটা বা কৃশকায় লোক থাকেন, তবে দুইজন মোটা বা দুইজন কৃশ লোক যেন পাশাপাশি না বসেন।

৫। যাঁহারা প্রেততত্ত্ব মানেন না বা যাঁহারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখেন না, তাঁহারা যেন চক্রে উপস্থিত না থাকেন।

৬। চক্রের সময় উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের উচিত,

যতদূর সম্ভব মনের মধ্যে কু বা অপবিত্র চিন্তাকে স্থান না দেন। কেহ যদি পরলোকগত কোনও বিশেষ আত্মীয় ব বন্ধুকে দেখিতে চান, তবে তিনি যেন একমনে তাঁহাকে চিন্ত করেন।

৭। কেহ যদি কোনও প্রকার মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকেন, তিনি যেন চক্রে না বসেন।

৮। যখন হাত ধরাধরি করিয়া বসিবেন, তখন যেন প্রত্যেকের উভয় হস্তই খুব হাল্‌কা ভাবে টেবিলের উপর রক্ষিত থাকে।

৯। যে চেয়ারে দর্শকেরা বসিবেন, তাহাদের সকলের যেন একই উচ্চতা হয়।

১০। প্রথম প্রথম চক্রের মধ্যে নিকট আত্মীয় বা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কাহারও উপস্থিত থা[illegible]াঞ্ছনীয় নয়, অর্থাৎ যাহাদিগকে আপনারা ভাল করিয়া [illegible]নেন না, তাহাদিগকে উপস্থিত থাকিতে দিবেন না।

১১। প্রথম প্রথম ৫।৭ দিবস ক্রমান্বয়ে চক্রে বসাইয়াও কোনও ফল লাভ করা যায় না। ইহাতে অধীর হইবেন না। কিন্তু যথাযথ ভাবে যদি চক্র বসান হয় তাহা হইলে, ইহা আমি বেশ জোর করিয়া বলিতে পারি যে, অবশ্যই ফল লাভ হইবে। তবে কোনও অভিজ্ঞ লোক যদি চক্র পরিচালনা করেন, তাহা হইলে প্রথম দিনই ফললাভ হইতে পারে। ভারতবর্ষে আমি যে সকল চক্র বসাইয়াছিলাম তাহাতে প্রথম দিন হইতেই

আমি সফলকাম হইয়াছিলাম; কারণ, আমাদের পরিচালক, গুজরাটি ব্রহ্মচারী প্রেততত্ত্বে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন।

১২। চক্রের সময় টেবিলের উপর কিছু তাজা ও সুগন্ধ-যুক্ত ফুল, একটা চোঙ (horn), একটা হারমনিয়ম, কয়েক সিট্ কাগজ, একটা পেন্সিল্ ও একটা ছোট ল্যাম্প রাখা উচিত।

১৩। চক্রে বসিবার পর প্রথমে দুই বা তিনটি তান-লয় যুক্ত ধর্ম্ম বা দেহতত্ত্ব সঙ্গীত গাহিতে হয়। উহার সঙ্গে সঙ্গে খুব হাল্কা হাতে হারমনিয়ম বাজাইতে হয়।

১৪। গীত সমাপ্ত হইবার পর নীরব নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। এই সময় ঈশ্বর-চিন্তা বা পরলোকগত আত্মাকে মনে মনে চিন্তা করিতে হয়। এইভাবে অর্দ্ধঘণ্টা কাল থাকিবার পরও যদি কোনও ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মিডিয়ম ও অন্যান্য সকলকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয় ও পুনরায় দুই একটি গীত গাহিতে হয়। ইহার পরও যদি ফল না পাওয়া যায় তাহা হইলে সেদিন আর চক্র বসান উচিত নয়।

১৫। প্রথম প্রথম চক্রের সময় কক্ষের মধ্যে কোনও প্রকার আলো রাখিতে নাই। ঐ কক্ষের মধ্যে যাহাতে কোনও প্রকার আলো বা কর্কশ শব্দ প্রবেশ না করে তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা উচিত।

১৬। চক্রের সময় দর্শকদের মধ্যে কেহ যেন স্থান ত্যাগ না করেন। ঐ সময় কেহ যেন মিডিয়মকে স্পর্শ না করেন। ইহাতে মিডিয়মের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে।

১৭। চক্রের পর যদি দেখা যায় যে, মিডিয়ম অচৈতন্য ব অর্দ্ধ-অচৈতন্য ভাবে রহিয়াছে, তাহার চৈতন্য সম্পাদনে জন্য ১০।১৫ মিনিট যেন চেষ্টা না করা হয়। যদি দেখা যায় যে ইহার পরও অচৈতন্য ভাব যায় নাই, তাহা হইলে শীতল জলে ঝাপ্টা মুখে ও চোখে দেওয়া উচিত। গ্রীষ্মকাল হইলে হাল্কা হাতে হাওয়া দেওয়া যাইতে পারে।

১৮। যদি চক্রে মন্দ প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে এবং যদি দেখা যায় যে, সে যাইতে চাহিতেছে না, তাহা হইলে দুই একটি ঈশ্বর-সঙ্গীত গাহিলে অনেক সময় সুফল পাওয় যায়। এ প্রকার আত্মার সহিত যেন কোনও প্রকার কু-ব্যবহার না করা হয়। তাহা হইলে পরিণাম বিশেষ বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা।

চক্র-কক্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা

নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রথম প্রথম চক্র ছোট কামরায় বসান উচিত। কামরা ১০'×১০'' বা ১০'×৮' এর অধিক হওয়া উচিত নয়। মিডিয়ম বিশেষ ক্ষমতাশালী না হইলে বড় কামরায় চক্র প্রায়ই সুফল প্রসব করে না।

কামরা বড়রাস্তা বা গলি হইতে যত দূর হয়, ততই ভাল। বাহিরের কোনও প্রকার গোলমাল যাহাতে ঐ কামরায় না আসে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানে চক্র-কক্ষকে Laboratoryর (বিজ্ঞান পরীক্ষাগার) মত সাজান হয়। প্রথমতঃ উহাকে Sound-proof (বাহিরের শব্দ যাহাতে উহার মধ্যে আসিতে না পারে) এবং Light-proof (বাহিরের আলো যাহাতে উহার ভিতর না আসিতে পারে) করা হয়।

মিডিয়মের বসিবার চেয়ার Self-recording weighing machineএর (যাহাতে মিডিয়মের ওজন আপনা আপনি হইতে থাকে) উপর রক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেতাত্মা মিডিয়মের শরীর হইতে জড়শক্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। এ জড়শক্তি গ্রহণ না করিলে সূক্ষ্মদেহধারী প্রেতাত্মার কথা আমরা শুনিতে পাই না এবং তাহাকে আমরা দেখিতে পাই না। চক্রে প্রেতাত্মার

আবির্ভাব হইবার পর, ঐ ওজন করিবার যন্ত্র দ্বারা আমরা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, মিডিয়মের ওজন ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। চক্র শেষ হইবার ৩।৪ মিনিট পূর্ব্ব হইতে উহার ওজন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া চক্রের শেষে উহার স্বাভাবিক ওজন ফিরিয়া আসে। মিডিয়মের ওজনের এই হ্রাস-বৃদ্ধিতে বেশ স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, কোনও অদৃশ্য শক্তি মিডিয়মের জড়শক্তির কিয়দংশ প্রথমে গ্রহণ করিয়া লয় এবং পরে আবার ফিরাইয়া দেয়।

ঐ সকল লেবরেটরিতে মিডিয়মের নাড়ীর গতি পরীক্ষার যন্ত্র (Automatic Thermometer), ফটো উঠাইবার Automatic Camera, কাদার মত প্লাস্টার, তরল প্যারাফিন্ (Liquid Paraffin) প্রভৃতি রক্ষিত থাকে। যে স্থলে প্রেতাত্মা জড়দেহে প্রকাশ পায়, সেখানে তাহার ফটো উঠাইয়া লওয়া হয়। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ক্যামেরায় কখনও কখনও প্রেতমূর্ত্তির ছবি বেশ স্পষ্ট উঠিয়া আসে আবার কখনও কখনও কিছুই ওঠে না। কেন যে এমন হয়—ইহা প্রেতাত্মাও বলিতে পারে না।

প্রেতমূর্ত্তি প্রকাশ পাইলে তাহার হাতের বা পায়ের ছাঁচ প্লাস্টারের বা প্যারাফিনের উপর লওয়া হয়। এইভাবের কয়েকটি ছাঁচ আমি আমেরিকায় দেখিয়াছিলাম।

* * * *

এই পুস্তকের অনেক স্থানে আমি বলিয়াছি যে, চক্র-কক্ষে প্রেতাত্মা আবির্ভাবের প্রথম নিদর্শন আলোক প্রকাশ

পাওয়া। যে যে স্থানে আমি আলো দেখিয়াছিলাম তাহা আমি সংক্ষেপে যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রেততত্ত্বের লেবরেটরিতে এই অনৈসর্গিক আলো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আলোচনা চলিতেছে। কয়েকটি পরীক্ষার ফল আমি সংক্ষেপে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম ঃ—

১। ফ্রান্সের Dr. Geley নিজের পরীক্ষাগারে (প্যারী সহরে) ছয়জন বৈজ্ঞানিকের সম্মুখে এক চক্র বসান। Franek Kluski মিডিয়মের কাজ করিয়াছিলেন। চক্র আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লুস্কি চেতনাহীন হ'ন। প্রথমেই দেখা গেল কয়েকটি আলোর বল যেন Ceiling এর ভিতর হইতে আসিয়া প্রত্যেক দর্শকের চারিদিকে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। উহারা নানা আকারের—সাধারণ মটর হইতে মুরগীর ডিম্বের ন্যায়; কতকগুলি বিশেষ উজ্জ্বল ও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ। যতক্ষণ ঐ আলোক-সমষ্টি ঘুরিতে ফিরিতেছিল, সমস্ত কক্ষটি এক প্রকার হাল্‌কা কোয়াসায় আচ্ছন্ন ছিল।

উহাদের প্রকাশের ৩।৪ মিনিট পরে দেখা গেল যে, দুইটি ক্ষুদ্র আলোক তরল প্যারাফিনের পাত্রের নিকট উপস্থিত হইল। পরক্ষণেই আলো দুইটি খুব ধীরে ধীরে ঐ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। পরমুহূর্ত্তে উহার ভিতর হইতে 'ছুপ্ ছুপ্' শব্দ আমরা সকলেই বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম—মনে হইল ঐ প্যারাফিন্ যেন সবেগে আন্দোলিত হইতেছে।

এইখানে বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, ঐ প্যারাফিনের ৭।৮ ফুটের মধ্যে কেহই ছিল না।

প্রায় এক মিনিটের পর আলোকদ্বয় ঐ পাত্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সোজা আমার নিকট উপস্থিত হইল ও আমার সম্মুখে টেবিলের উপর প্যারাফিন্ নির্ম্মিত এক যুগ্মহস্ত (সেক্ হ্যাণ্ড—(Shake hand) করিলে দুইটি হাত যেভাবে থাকে) রক্ষিত হইল। ঐ আলো দুইটি ঠিক এইভাবে আরও দুইবার প্যারাফিনের পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরও দুইটি যুগ্মহস্ত লইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

উপরোক্ত ঘটনা হইতে বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ঐ আলো দুইটির মধ্যে কোনও প্রেতাত্মার দুইটি হাত ছিল, ও তাহা দ্বারাই ঐ যুগ্ম হস্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। (Clairvoyance and Materialization, by Dr. Geley PP 350-351)

২। স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স্ (Sir William Crookes) ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও প্রেততত্ত্বজ্ঞ। বিলাতের সেকালের এক বৈজ্ঞানিক সাময়িক (Quarterly Journal of Science, January, 1814) পত্রে এই ক্রুক্স্ সাহেব এক প্রবন্ধে (Notes of an Inquiry into the Phenomena called Spiritual) লিখিয়াছেন:—একবার এক চক্রে (Seance) আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রথমেই আমার বলা উচিত যে, এই চক্রে কোনও প্রকার ছলনা-চাতুরী করিবার উপায়

ল না। প্রথমেই দেখিলাম—একটি মার্ব্বেলের মত গোলাকার জ্জ্বল আলো কক্ষের মধ্যে উপস্থিত হইল। ইহা যে কিভাবে কান্ পথে আসিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ইহা প্রায় ।।৮ মিনিট কাল কক্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। ইহা কখনও Ceilingকে স্পর্শ করিতেছিল, কখনও বা আমাদের ঠিক মস্তকের উপর দিয়া যাইতেছিল। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ঐ Ceilingএর উচ্চতা ১৮ ফুট * * * * *।

৩। আর একবার দেখিলাম—ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলোকে আলোকিত কোয়াসা উপস্থিত হইল। অতি অল্প সময় পরে দেখিলাম, ঐ কোয়াসার মধ্যে ধীরে ধীরে একখানা হস্ত শূন্যের উপর ঘোরা-ফেরা করিতেছে। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল এবং প্রত্যেক আঙ্গুলের নখ পর্য্যন্ত আমরা সকলে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই হাত আমাদের সকলের সহিত হাত মিলাইল (Shake-hand)। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আমাদের মধ্যে দুইজন ঐ হাতখানি সাধারণ মানুষে হাতের ন্যায় ঈষৎ উষ্ণ অনুভব করিয়াছিল। অবশিষ্ট সকলে দেখিল—উহা যেন বরফের ন্যায় শীতল।

* * * * *

য়ুরোপ ও আমেরিকার আরও বহুতর স্থানে উপরো প্রকারের আলো প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ সকল চক্রে এম প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন যাঁহাদের বিরু কোনও প্রকারে অবিশ্বাস করা যায় না। আমাদের এ

পুস্তক অযথা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমি ঐ সকল বি
এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম না।

সহৃদয় পাঠকগণের নিকট বিদায় লইবার পূ
আর একবার বলিব যে, মানুষের দেহত্যাগের পর
আত্মার ও সূক্ষ্ম দেহের নাশ হয় না এবং আমর
করিলে আবার তাহার সহিত কথা কহিতে পারি এবং
দেখিতে পারি। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই

সম্পূর্ণ